মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

১
খন্ড

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ-

যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? (আল কোরআন)

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রথম খন্ড

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে
আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
প্রথম খন্ড
সহযোগিতায় ঃ মাওলানা রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
প্রথম প্রকাশ ঃ সপ্তম প্রকাশ ২০০৮
প্রচ্ছদ ঃ কোবা এ্যাডভারটাইজিং এন্ড প্রিন্টার্স
অক্ষর বিন্যাস ঃ শাকিল কম্পিউটার
৩২/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিস দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
বিনিময় ঃ ১০০ টাকা মাত্র।

Mohila Shawmabeshe Prosner Jawbabe
Allama Delawar Hossain Sayedee
1st Part
Co-operated by Moulana Rafeeq Bin Sayedee
Copyist : Abdus Salam Mitul
Published by Global Publishing network
66 Paridhash Road, Banglabazer, Dhaka-1100
Seven Edition 2008 November
Price : 100 taka Only
Four Doller (U.S) & Three Pound Only

যা জানতে চেয়েছেন

যা জানতে চেয়েছেন

হায়েয-নেফাছ

নামাজ-রোজা-হজ্জ-যাকাত

যা জানতে চেয়েছেন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা সৌরভ

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুক্তি পাগল জনতার কাছে শ্রদ্ধাভরে বারবার উচ্চারিত একটি নাম—একটি আন্দোলন—একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। মুসলিম বিশ্বের সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব তিনি। আল্লাহর কোরআনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুসলিম বিশ্বের গন্ডী অতিক্রম করে বর্তমানে অমুসলিম বিশ্ব তথা পাশ্চাত্য জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আল কোরআনের এই সিপাহ্সালার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমার অক্ষমতার কারণে বার বার হোচট খেয়েছি। আপন মহিমায় ভাস্বর আল্লামা সাঈদীর মত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ বাগ্মীকে দেশ-বিদেশে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে সেসব প্রশ্নের যুক্তি সঙ্গত জবাব দিয়েছেন। এই প্রশ্ন ও উত্তর গ্রন্থাকারে লিখতে গিয়ে আমার অদক্ষতা আমাকে বারবার লজ্জিত করেছে। মুসলিম জাহানের চিন্তাশীল মহলে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা গগন চুম্বী। এদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর অবদান এতটা বিশাল ও প্রশস্ত যে, তা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা আমার মত নগণ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামের এমন কোনো দিক নেই, যে দিক সম্পর্কে তিনি জাতিকে সচেতন করে তুলছেন না।

বাংলাদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে তিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে নিজের প্রাণ বাজি রেখে কান্ডারী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে আল কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন, সে জাগরণকে অবদমিত করতে পারে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তিনি শুধু বাংলাদেশের নির্যাতিত-মযলুম জনতারই বন্ধু নন—ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে বজ্র কঠিন আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করার কারণে গোটা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন। জনপ্রিয়তার যে কোন মানদন্ডে উত্তীর্ণ আল্লামা সাঈদী গোটা জাতির কাছে যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। বাংলাদেশের পিরোজপুর জেলার কৃতি সন্তান পীরে কামেল মাওলানা ইউসুফ সাঈদী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি হলেন সেই গর্বিত জনক—যিনি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পিতা। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, যেখানেই ফেরাউন হামাগুড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছে সেখানেই মূসা গর্জন করে উঠেছেন। নমরুদ যেখানে কথা বলার চেষ্টা করেছে ইবরাহীম সেখানে আবির্ভূত হয়ে নমরুদের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিয়েছে। যেখানেই আবু জাহিল ফণা বিস্তার করার চেষ্টা করেছে সেখানেই আবু বকর-ওমর সে ফণা দলিত মথিত করেছেন। ১৯৭১-এ যুদ্ধ করার সময় এ জাতি নিজের স্বকীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটা সুন্দর সুখী

সমৃদ্ধশালী জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। মধুর স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মরণ-পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথ তৎকালীন সরকারের ষড়যন্ত্রের দানব সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বসে পড়লো। গোটা জাতি যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। নিশা ! মহানিশা নেমে এলো জাতীয় জীবনে। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখাটুকু বাকি রইলো না। জাতীয় জীবনের সুখসূর্য স্বৈরাচারের পদতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। গোটা জাতির খরস্রোতা জীবন নদীর তলদেশে তৎকালীন সরকারের তৈরী দূষিত বর্জ্য আর শৈবালদাম ঘন হয়ে–স্তুপিকৃত হয়ে স্রোতস্বিনীর গতিকে হরণ করলো।

১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সরকারের আমন্ত্রিত অতিথি ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলার মুসলিম তরুণ-যুবকদের সমগ্র বোধশক্তির ওপরে চিরতরে মহাবিস্মৃতির কৃষ্ণকালো অন্ধকারের যবনিকা টেনে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করলো। জাতীয় জীবনের যেখানে শুরু–সেখানেই নামিয়ে দেয়া হলো অভিশাপের সর্বগ্রাসী অনল প্রবাহ। দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে তওহীদী জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসেবে আল্লামা সাঈদী অকুতোভয়ে সিংহ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আল কোরআনের এই সিপাহ্সালারকে দেখার সৌভাগ্য আমার প্রথম হয়েছিল ১৯৭৪ সনে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার আলহাজ্জ টেক্সটাইল মিলের বিশাল ময়দানে অগণিত জনতার মাঝে। বয়সে তখন আমি সবেমাত্র কিশোর। মরহুম মাওলানা খোদা বখ্স খাঁন (রাহঃ) আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করুন। ইসলামী জ্ঞান বিবর্জিত পরিবারের সন্তান হিসেবে ইসলাম সম্পর্কে জানা দূরে থাক, নামায আদায়ের পদ্ধতিও ছিল আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেদিন আল্লামা সাঈদী আল্লাহর কোরআনের তাফসীর পরিবেশন করলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতই শুনলাম এবং এতদিনের ইসলামী জ্ঞানের অভাবের কারণে নিজেকে মরুভূমির মতই শুষ্ক মনে হলো। প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হলো ইসলামকে জানার ও অনুসরণ করার। তারপর থেকে যখনই শুনতাম আমার পরম শ্রদ্ধেয় তিনিই আসছেন, তখনই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ছুটে চলে যেতাম সেখানে। পরম মমতায় চেয়ে থাকতাম তাঁর দিকে। ভাষায় ব্যক্ত করতে না পারা প্রবল একটা আকাংখা আমার ভেতরে জেগে উঠলো, ক্ষণিকের জন্যও যদি তাঁর একান্ত সান্নিধ্য অনুভব করতে পারতাম !

রাজধানী ঢাকার অধিবাসী হবার পরে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার সে আশা পূরণ করেছেন। লেখালেখির অঙ্গনে পদচারণার সুবাদে তাঁর বাসায় আমার লেখা বই পাঠালাম। তারপর একদিন কয়েকটি বই হাতে তাঁর বাসায় গেলাম।

আমি তাঁর আচরণে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। আমার মত একজন অধমের লেখা–যা সাহিত্যের কোন সংজ্ঞাতেই পড়ে না। সেই লেখা তাঁর মত ব্যক্তিত্ব মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন ! শুধু তাই নয়, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথা ও হাতে চুম্বন করে আমাকে সাহিত্যিক উপাধিতে ভূষিত করে বললেন, 'তুমি লেখো, এই অঙ্গনে আমাদের যোগ্য লোক খুবই কম–তুমি এগিয়ে যাও।'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবী একটি সুবাসিত পুষ্প কানন বিশেষ। পুষ্পের এ কাননে কত না হাজার ফুল প্রতিদিন ফোটে। সব ফুলই দৃষ্টি নন্দন হয় না, দিগন্ত মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মতো সৌরভ মহান আল্লাহ সব ফুলের ভেতরে দান করেন না। সমস্ত ফুলের ঘ্রাণে মানুষ মাতোয়ারা হয় না। কোন ফুল অনাদর আর অবহেলায় ঝরে যায়। অবহেলা আর অনাদরে ঝরে যাওয়া ফুলের সংখ্যাই এই পৃথিবীতে বেশী। কিন্তু এমন কতকগুলো বিরল ফুল এ পৃথিবীতে ফুটেছে, যার ফোটার অপেক্ষায় এ আকাশ ও পৃথিবী, পৃথিবীর প্রতিটি অনু-পরমাণু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপেক্ষা করেছে, অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর অতিবাহিত হয়েছে, কাংখিত ফুল ফুটেছে, পৃথিবী নামক পুষ্প কানন সুবাসিত হয়েছে। এই কাংখিত-প্রতীক্ষিত জান্নাতী ফুলগুলো ছিলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সেই জান্নাতী ফুলগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ ফুলের সৌরভে আমোদিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে–পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত হতে থাকবে। হাশরের ময়দানেও সেই জান্নাতী ফুলের সৌরভ লাভ করা যাবে। তিনি এমনি এক প্রদীপ, তাঁর জান্নাতী আলো থেকে শতকোটি প্রদীপ জ্বলে উঠছে, কিন্তু তাঁর আলো কখনও শেষ হবার নয়। কবির ভাষায়, 'সে যে হাজার কোটি প্রদীপ জ্বালায়–নিজে অমর অক্ষয়।'

তিনি যে আদর্শ প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, তা কোনো কালের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর আদর্শের সৌরভে পৃথিবীকে আমোদিত করার লক্ষ্যে মহান আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় মুসলিম মিল্লাতের এই বাগানে কিছু বিরল ফুল প্রতিটি যুগেই ফুটেছে। অতীতেও ফুটেছে বর্তমানেও ফুটছে আগামীতেও ফুটতে থাকবে। মহাসত্যের প্রচার প্রসার, তাকে আবর্জনা মুক্ত করার ও প্রতিষ্ঠার অনিবার্য দাবীতেই অনাগত কাল ধরে এই ফুল ফুটতে থাকবে।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সেই বিরল ফুলগুলোর একটি। এই সাঈদী নামক ফুলের সৌরভ দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে, পথহারা মানুষকে জান্নাতি সৌরভে আমোদিত করছে। পৃথিবী নামক পুষ্প কানন এ ধরনের বিরল ফুল দিয়ে

সব সময় সজ্জিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে না। পৃথিবীর পুষ্প কানন সাধ জাগলেই এসব বিরল ফুল ফোটাতে পারে না। মহান আল্লাহর অদৃশ্য ইশারাতেই এ ধরনের বিরল ফুল মুসলিম মিল্লাতের প্রয়োজনেই পরিস্ফুটিত হয়। মহান আল্লাহ যে মহাসত্য তাঁর সম্মানিত-মর্যাদাবান নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ করেছেন, মহকালের স্রোতে যখন এ মহাসত্যের ওপরে আবর্জনা স্তুপিকৃত হয়ে ওঠে অথবা বাতিল শক্তি মহাসত্যের কণ্ঠ বেষ্টন করতে এগিয়ে আসে, তখন মহান আল্লাহর ইশারায় পৃথিবী নামক ফুলের বাগানে বিরল ফুল ফোটে। সে ফুলের মন-মাতানো সৌরভে মহাসত্যের ওপরে শতাব্দী সঞ্চিত আবর্জনা দূরিভূত হয়। মহাসত্যের দিকে এগিয়ে আসা বাতিল তার ঘৃণ্য কুৎসিত হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সেই দুর্লভ ফুল, যাঁর প্রচেষ্টায় দূরীভূত হচ্ছে মুসলিম সমাজের ওপরে চেপে থাকা পূঞ্জিভূত আবর্জনার স্তুপ। যাঁর বজ্র হুংকারে অভিশপ্ত বাতিল শক্তি তার ঘৃণ্য কালো থাবা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

তাঁর সান্নিধ্য আমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করেছে–আমার অনঙ্কুরিত প্রতিভা অঙ্কুরিত হবার ক্ষেত্র তিনিই প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যে অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকতা আমার পক্ষে কখনো অতিক্রম করা সম্ভব ছিলো না, তাঁর সার্বিক সহযোগিতায় সে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার চেষ্টায় আমি আত্মনিয়োগ করেছি। অর্থাৎ আমি যে বিষয়ে পাঠশালার ছাত্রও ছিলাম না, তিনি সেই বিষয়ে আমাকে জ্ঞানদানে ধন্য করছেন। দেশের আনাচে-কানাচে যেখানেই আমি তাঁর সাথে গিয়েছি, দেখেছি সর্বত্র এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, প্রৌঢ় তথা আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁকে একটি বার দেখার জন্য, তাঁর সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর কোরআনের কথা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসে। গত দুই এক শতাব্দীর পৃথিবীর যে কোনো শ্রেণীর জনপ্রিয় ব্যক্তিদের ইতিহাস সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে, তারা এ কথা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবেন যে, সেসব জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে হয়ত এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি আল্লামা সাঈদীর অনুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। দেশে-বিদেশে, শহরে-নগরে, বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই তাঁর নামটি 'আল্লামা সাঈদী আসছেন' প্রচার হয় সেখানেই সাজসাজ রব পড়ে যায়। প্রত্যেক শ্রেণী, পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ত্যাগ করে খরস্রোতা নদীর তীব্র স্রোতের মতোই প্রবল বেগে কোরআনের মাহফিলে আছড়ে পড়ে। কোনো ধরনের লোভ-লালসা ও অর্থ প্রদান ব্যতীতই আল্লামা সাঈদীর মাহফিলে যে অগণিত মানুষ সমবেত হয়, মানুষের বানানো আদর্শ প্রতিষ্ঠাকামী রাজনৈতিক

দলগুলো একটি মিছিল-মিটিং-সমাবেশ করতে গেলে দু'হাতে অর্থ ছিটিয়েও তার একভাগ মানুষও জড়ো করতে পারে না।

ওয়াজ-বক্তৃতা যে একটি শিল্প, একটি মনোমুগ্ধকর আর্ট- তা আল্লামা সাঈদীই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মাত্র ৩০/৪০ বছর পূর্বেও বাংলাদেশে যেসব শ্রদ্ধেয় আলেম-ওলামা ওয়াজের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামটি জাগরুক রেখেছেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াজে কোরআনের আয়াতের পরিবর্তে ফার্সী কবিতা আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে এবং কোরআনের সমর্থন নেই-এমন কাহিনী বর্ণনা করে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁদের প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত এ কারণে যে, ইসলামের দুশমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় স্বার্থে মাদ্রাসাসমূহে যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলো, মুসলমানরা সে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য ছিলো। যে উদ্দেশ্যে কোরআনসহ রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে, সে শিক্ষায় তা প্রতিফলিত ছিলো না।

ওয়াজ-বক্তৃতায় প্রত্যেকটি কথার সমর্থনে কোরআনের আয়াত উল্লেখ ও কোরআন-হাদীস সমর্থিত ঘটনা বর্ণনা করার ধারা এ দেশে আল্লামা সাঈদীই প্রথম সূচনা করেছেন। কোনো কবির কবিতা বা শ্রুতি মধুর কোনো কল্প-কাহিনী নয়- শুধুমাত্র কোরআন-হাদীস সমর্থিত ওয়াজ-বক্তৃতার প্রতি সর্বশ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করার একক কৃতিত্ব আল্লামা সাঈদীর। তিনি যে ধারায় বক্তৃতা করেন, সেই ধারা যে আলেম অনুসরণ করেন না, সাধারণ মানুষ তাঁদের বক্তৃতার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না। বছরের যে কোনো মৌসুমে দিন ও রাতের যে কোনো প্রহরে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে, এ কথা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও মানুষের কল্পনার অতীত ছিলো। এদেশে ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো সাধারণত শীতের মৌসুমে এবং রাতে। ওয়াজের শ্রোতারা দিনের শেষে রাতের আহারাদী সেরে তারপর ওয়াজ মাহফিলে অংশ গ্রহণ করতো। আর নারীদের জন্য পৃথক মাহফিল- এ কথা কল্পনাও করা যেতো না।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোরআনের এ যুগের সিপাহ্সালার আল্লামা সাঈদীর মাধ্যমে ওয়াজ-মাহফিলের অতীতের যে কোনো রেকর্ড ভঙ্গ করিয়েছেন। বছরের যে কোনো মৌসুমে, দিন রাতের যে কোনো প্রহরে অগণিত মানুষের উপস্থিতিতে আল্লামা সাঈদীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নারীদের জন্য পৃথক মাহফিলের আয়োজন করা হয়। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতাই মাহফিলে অংশগ্রহণ করা থেকে নারী-পুরুষকে বিরত রাখতে পারে না। হাড় কাঁপুনে ঠান্ডা, মাথার ওপরে কোনো ছাউনী নেই, উন্মুক্ত আকাশ থেকে নীশিত শিশির বৃষ্টির মতো ঝরছে। বসার মতো

অবস্থা নেই, পায়ের নীচে কর্দমাক্ত ময়দান অথবা হাঁটু পরিমাণ পানি, শ্রাবণের বারিধারা প্রবল বেগে ঝরছে, অসংখ্য-অগণিত মানুষ কোরআনের মাহফিলে জমায়েত হয়েছে। কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নেই, সিক্ত বসনে তারা তাদের সমগ্র মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে কোরআনের সিপাহ্সালার আল্লামা সাঈদীর দিকে–আল হাম্দু লিল্লাহ।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা থেকে মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করছি। বগুড়ায় বিশাল ময়দানে আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহফিল। মাগরিবের নামাযের পরেই তিনি কোরআনের তাফসীর পেশ করবেন। অগণিত মানুষ মাহফিলে জমায়েত হয়েছে। মাগরিবের নামাযের পরেই প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হলো। মাতা-পিতার সাথে যে শিশুটি আগমন করেছে, সেও বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। কলিজার টুকরা শিশুটি বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর-সর্দিতে আক্রান্ত হতে পারে, এই অনুভূতি মাতা-পিতার হৃদয়ে শাণিত থাকার পরও তাঁরা স্ব-স্ব স্থানে হিমাচলের মতোই অটল। হৃদয়ে শঙ্কা, কি জানি–বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য স্থান ত্যাগ করলে পরে যদি দাঁড়ানোর জায়গাও পাওয়া না যায়!

ছাতায় আবৃত করে আল্লামা সাঈদীকে মঞ্চে আনা হলো। তখনও বৃষ্টির বেগ একটুও কমেনি, তাঁর পরিধেয় বস্ত্রও সিক্ত। তিনি মঞ্চে আরোহণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা করে কোনোরূপ ভূমিকা না করেই শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, **'আল্লাহর নির্দেশে বৃষ্টি হচ্ছে, বাধা দেয়ার মতো কোনো শক্তি নেই। সুতরাং মোনাজাত করছি, আপনারা বাড়ি চলে যান।'**

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার পূর্বেই অযুত কণ্ঠে দাবি উঠলো, 'আমরা বৃষ্টিতে ভিজেই আপনার মুখে কোরআনের কথা শুনবো, কোরআনের কথা না শুনে বাড়িতে ফিরে যাবো না।'

যেসব শ্রোতা দূর-দূরান্ত থেকে যান-বাহনে আসেন, তাদের যান-বাহন রাখার জন্য মাহফিলের আয়োজকগণ কতক স্থানে ব্যবস্থা করে থাকেন। যে স্থানে সাইকেল রাখার ব্যবস্থা করা হয়, সেই সাইকেলের সংখ্যা কেউ যদি গণনা করতে চায়, তাহলে গণনাকারীর বোধহয় একদিন সময় প্রয়োজন হবে। মাহফিলের স্থানে তিল ধারনের জায়গা নেই। রাস্তা-পথে মানুষ আর মানুষ, ইমারতগুলোর ছাদে, জানালার কার্ণিশে, গাছের ডালে, বাঁশ বাগানের ডগায় কোথায় মানুষ নেই। সর্বত্র মানুষ আর মানুষ। আমি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ছাদ আর জানালার কার্ণিশের দিকে তাকিয়ে থাকি, মানুষের ভারে যদি ছাদ আর কার্ণিশ ভেঙ্গে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে! আল হাম্দু

লিল্লাহ্– এ ধরনের দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত ঘটেনি। মাহফিল শেষ হয়ে গিয়েছে, আল্লামা সাঈদী ফিরে যাচ্ছেন, তবুও দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত মানুষের ঢল বিরামহীন গতিতে আসছেই।

প্রত্যেকটি তাফসীর মাহফিল এবং আনুষঙ্গিক ঘটনার বর্ণনা অক্ষরে বিন্যাস করতে গেলে কয়েক খন্ডের বিশালাকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। আমি বিশদ বর্ণনার দিকে না গিয়ে মহিলা সমাবেশের প্রশ্নোত্তরের বিষয়টি বেছে নিলাম। আল্লামা সাঈদীকে কেন্দ্র করে নারীদের জন্য পৃথক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব সমাবেশে অগণিত নারীর সমাবেশ ঘটে। আগত নারীদের মনে থাকে অসংখ্য প্রশ্ন এবং তাঁরা আল্লামা সাঈদীর মুখ থেকে তাঁদের প্রশ্নের জবাব পেতে চায়। কর্তৃপক্ষ নারীদের মধ্যে কাগজ সরবরাহ করেন, তাঁরা লিখিতভাবে মাওলানা সাঈদীকে প্রশ্ন করেন।

এসব প্রশ্ন পত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়, অবহেলিত নারী সমাজ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। অগণিত প্রশ্ন তাঁদের হৃদয়ের কোণে আর্তনাদ করতে থাকে, সঠিক জবাব তাঁরা পায় না ফলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্যতার স্ফূরণ ঘটে না। রাসূলের মহিলা সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষাঙ্গনসহ পারিবারিক পরিবেশেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকনির্দেশনাসমূহ কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে লাভ করতেন, ফলে তাঁরা খালিদ, তারিক, মূসা, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম হাম্বল, ইমাম মালিক, ইমাম শাফীই, সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবী, ইবনে সীনা, ইবনে খালদুন, ইবনে জারীর আত্ তাবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) প্রমুখ বীর মুজাহিদ এবং দিগন্ত আলোকিত করা ব্যক্তিত্বের গর্ভধারিণী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, কালের ব্যবধানে মুসলিম মিল্লাত জ্ঞান-সাধনার পাদপীঠ থেকে ছিট্‌কে পড়লো, নিজেদের শৌর্য-বীর্যের কথা ভুলে গেলো, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানকেই তারা যথেষ্ট মনে করলো, নিত্য-নতুন আবিষ্কারের দুয়ারে করাঘাত করা থেকে বিরত হলো, বিলাসিতা আর অলসতায় দেহ-মন ভাসিয়ে দিলো, এই সুযোগে ইসলামী সভ্যতাকে বিজয়ীর আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যের ঘৃণিত সভ্যতা সে আসন দখল করলো। যে মুসলিম মিল্লাতকে মধ্যমপন্থী মিল্লাত হিসাবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ তা'য়ালা সত্য অনুসরণ, প্রচার ও প্রসারের মহান দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে ধন্য করেছিলেন, তারা ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশে তলিয়ে গেলো। মুসলিম মিল্লাতের রাষ্ট্র শাসনের পদ থেকে শুরু করে রান্নাঘর ও বাথরুম পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা বন্যার বেগে আছড়ে পড়লো। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজয়ীর আসনে বসে মুসলিম মিল্লাতের জীবনের

সর্বক্ষেত্রে ও বিভাগে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, মুসলমানরা তাদের শিশুর 'মুসলিম' নাম রাখার ব্যাপারেও হীনতায় আক্রান্ত হলো। ফলে বীর প্রসবিনী মুসলিম মায়েরা এমন সন্তান জন্ম দিতে থাকলো যে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পদলেহী আর কাপুরুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। বর্তমানে অবস্থা এমনই এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, বীর বাঘিনী জন্ম দিচ্ছে অথর্ব শৃগাল শাবক।

বর্তমানেও মুসলিম মায়েরা যে খালিদ, তারিক, মূসা, সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবীর মতো বীর প্রসবিনী হতে পারে, রাসূলের মহিলা সাহাবী ওহুদ রণাঙ্গনের বীরাঙ্গনা হযরত উম্মে আম্মারা, কাদেসিয়ার যুদ্ধে চার শহীদের মাতা হযরত খান্সা এবং ইমাম আবু হানিফার মায়ের মতো সর্বংসহা মায়ের অনুরূপই ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, তা আল্লামা সাঈদীর মহিলা সমাবেশে আগত মুসলিম নারীদের প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। তাঁদের হৃদয় গহীনে সুপ্ত রয়েছে ঈমানের আগ্নেয়গিরি। প্রয়োজন শুধু সেই আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ ঘটানো। তাহলে যে উত্তপ্ত লাভা উদগীরণ হবে, বদর-উহুদে সে লাভার স্রোতে যেমন বাতিল শক্তি ভেসে গিয়েছিলো, বর্তমান সময়ে বাতিল শক্তিও ভেসে যেতে বাধ্য হবে এবং হেরার রাজতোরণ পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে ইসলামকে বিজয়ীর আসনে আসীন করবে।

নারীর অধিকার ও নেতৃত্ব

রাষ্ট্র ক্ষমতায় নারী

প্রশ্ন ঃ ইসলাম নারী-পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, পুরুষের যেমন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাবার অধিকার রয়েছে, নারীরও কি অনুরূপ অধিকার আছে? যদি না থাকে তাহলে কোন্ কারণে নেই জানালে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছেন। মর্যাদার দিক থেকে নারীর তুলনায় পুরুষের অগ্রাধিকার থাকলেও তাদের অধিকার সমান। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের কোনো সমর্থন নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَااَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ–

পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল ও তত্ত্বাবধায়ক–এ কারণে যে, আল্লাহ্ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর বিশিষ্টতা প্রদান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ থেকে তাদের ব্যয়ভার বহন করে। (সূরা আন্ নিসা–৩৪)

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন কিন্তু তিনি তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে বা তাঁর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন করে যাননি। অথচ হযরত আয়িশা সে যুগের বিদুষী নারী ছিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর যোগ্যতা এতটা বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন যে, তিনি অসংখ্য সাহাবাদের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁদেরকে তিনি কোরআন-হাদীস শিক্ষা দিতেন। আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে একজন নারী কতটা পান্ডিত্যের অধিকারিণী হলে অসংখ্য সাহাবীদের শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নারী তার আপন অধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের যোগ্যতার স্ফুরণ ঘটাবে, এ ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

নারীই সর্বপ্রথম

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে পুরুষরাই আল্লাহর ওলী হয়েছে কিন্তু মহিলারা আল্লাহর ওলী হতে পারে না কেনো?

উত্তর ঃ মহিলারা আল্লাহর ওলী হতে পারে না, এ কথা ঠিক নয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে অনবহিত রয়ে গিয়েছে, ফলে অধিকার বঞ্চিত নারী সমাজ হীনমন্যতায় ভুগছে। তাদের ধারণা, নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাদের জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ ধারণা মারাত্মক ভুল। নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে জীবন ব্যর্থ হয়নি বরং স্বার্থকতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করার সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গিয়েছে। নারীদের গর্ভধারণ করার কারণেই মানব বংশ বিস্তৃতির ধারাক্রম অব্যাহত রয়েছে । আল্লাহর রাসূলের আহ্বানে যিনি সর্বপ্রথম সাড়া দিয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন একজন নারী। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-ই সর্বপ্রথম আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং সেই জাহিলিয়াতের যুগেও তিনি 'তাহেরা অর্থাৎ পবিত্রা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর সাথে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। তিনিও আল্লাহর ওলী ছিলেন, আর আল্লাহর ওলী হিসাবে হযরত রাবিয়া বসরীর নাম তো সর্বজনবিদিত।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বপ্রথম রক্ত দিয়েছেন তথা শাহাদাতবরণ করেছেন আল্লাহর রাসূলের একজন মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। মহিলা সাহাবী হযরত খানসা ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত কবি এবং চারজন শহীদের মাতা। এই নারীরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব নবী-রাসূলদেরকে গর্ভে ধারণ

করেছেন। পবিত্র কোরআনে কোনো সাধারণ পুরুষের নামোল্লেখ পূর্বক আল্লাহ তা'য়ালা প্রশংসা করেননি, কিন্তু একজন নারীর নামোল্লেখ পূর্বক তাঁর প্রশংসা করেছেন–তিনি হলেন হযরত মারিয়াম আলাইহিস্ সালাম। এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহর সাথে নাফরমানী করে নিজেদেরকে রব বা ইলাহ্ বলে ঘোষণা করেছে, সেই ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ, হামানদের মধ্যে একজনও নারী ছিলো না। কোনো নারী কখনো এ ধরনের ধ্বংসাত্মক দাবি করেনি। সুতরাং নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হবার কোনো কারণ নেই; মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে বিরাট মর্যাদা দিয়েছেন।

নারী-পুরুষের অধিকার সমান

প্রশ্ন ঃ ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু অধিকার দেয়নি–বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিন।

উত্তর ঃ ইসলাম নারীকে যেমন সম্মান-মর্যাদা দিয়েছে, অনুরূপ তাঁর অধিকারও প্রদান করেছে। একশ্রেণীর মুসলিম নারীদের অবস্থা হলো, তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও অর্জন করেনি। এ কারণেই তাঁদের মনে ধারণা জন্মেছে যে, ইসলাম নারীকে অধিকার দেয়নি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী জাতিকে যে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে, তা যদি বর্তমান কালের নারীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো, তাহলে তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার আদায়ের জন্য অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলতো। পৃথিবীর নারীবাদীদেরকে তারা জানিয়ে দিতো, অন্য কোনো অধিকারের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করা হোক। সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে বহু ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ–

নারীদের জন্যও যথারীতি সেই সব অধিকারই নির্দিষ্ট রয়েছে যেমন তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। (সূরা বাকারা-২২৮)

আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে, তা অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে। আর নারীদেরকেও কোরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

সম্পদে নারীর অধিকার

প্রশ্ন ঃ পিতা-মাতার সম্পদে মেয়ের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করলে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ এটা একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং অল্প কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেয়া কঠিন। মুসলিম নারীদেরকে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী এ কথা বলে তাদের মনে বিভ্রান্তি এবং ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে যে, 'ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে, কারণ পিতার সম্পদে ছেলে যে অধিকার লাভ করে, মেয়ে লাভ করে তার অর্ধেক।' এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সৃষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করবেন, নারীকে ঠকাবেন–এ কথা যারা বলে, তারা অবশ্যই কুফরী করে। এ ধরনের কথা বলা মারাত্মক গুনাহ্ এবং ঈমানের বিপরীত কথা। পিতার সম্পদে মেয়ের অধিকার রয়েছে, ইসলামই এ কথার সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে। কন্যা সন্তানের থেকে পুত্র সন্তান পিতার সম্পদ বেশী লাভ করে, বিষয়টির সাথে সম্মান-মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত নয়–অধিকারের প্রশ্ন জড়িত।

আমি আমার আলোচনায় এ কথা বহুবার উল্লেখ করেছি যে, পুত্র ও কন্যার প্রাপ্তির ক্ষেত্র আল্লাহ তা'য়ালা যদি একই সমান করে দিতেন তাহলে একটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হতো। কারণ, পুত্র বিয়ের পরে পিতার বাড়িতেই অবস্থান করে আর কন্যা বিয়ের পরে স্বামীর বাড়িতে চলে যায়। বিয়ের পরে কন্যা নিজের ইচ্ছায় হোক অথবা স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকদের চাপে হোক, তার প্রাপ্য সম্পদ বিক্রি করে দিতো। ঘটনাক্রমে সেই কন্যা যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় অথবা স্বামী ইন্তেকাল করে, তখন সেই মেয়েটি কোন্ আশ্রয় অবলম্বন করবে? এই অবস্থায় মেয়েটি তার ভাইয়ের আশ্রয় অবলম্বন করবে। কারণ ঐ ভাই তার তুলনায় পিতার সম্পদ বেশী লাভ করেছে এবং এ কারণে অসহায় বোনকে লালন-পালনের দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তেছে। ইসলামী সমাজে ভাই সে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। পুত্র ও কন্যাকে সম্পদ কম-বেশী দেয়ার মূল রহস্য এখানেই নিহিত।

আরেকটি বিষয় হলো, মেয়ে নানা স্থান থেকে সম্পদ পেয়ে থাকে। পিতার সম্পদ তো সে পেলোই, সেই সাথে বিয়ের পরে স্বামীর সম্পদ লাভ করে। সন্তানের সম্পদে তার অধিকার থাকে। বিয়ের সময় স্বামী প্রদত্ত মোহরানা লাভ করে। আপন ভাইদের ও স্বামীর ভাই-বোনদের কাছ থেকে নানা ধরনের উপহার-উপঢৌকন লাভ করে। এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা কন্যা সন্তানকে নানা জায়গা থেকে পাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। নানা জায়গা থেকে সে লাভ করলো কিন্তু তার খরচের কোনো ঝামেলা নেই। সংসারে যাবতীয় খরচের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পুরুষের ওপর। পরিবারের কোনো সদস্য রোগে আক্রান্ত হলে, বাড়িতে কোনো মেহমান এলে, কাউকে কিছু দিতে হলে যাবতীয় দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তেছে। এসব ক্ষেত্রে ব্যয় করার ব্যাপারে নারী বাধ্য নয়–পুরুষই বাধ্য।

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন মহিলা সাহাবী আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যথেষ্ট সম্পদের অধিকারিণী, কিন্তু আমার স্বামী উপার্জনহীন। এই অবস্থায় আমার করণীয় কি? আল্লাহর রাসূল উক্ত নারীকে জানিয়ে দিলেন, বিষয়টি একান্তই তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার সম্পদ থেকে ব্যয় করতো পারো।

বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, আল্লাহর রাসূল উক্ত নারীকে এ কথা বললেন না যে, তোমার স্বামী যখন উপার্জনহীন তখন তোমার সম্পদ থেকেই তুমি ব্যয় নির্বাহ করতে বাধ্য এবং না করলে তুমি গোনাহ্গার হবে। সুতরাং ইসলাম নারীকে কোনো বিষয়েই বঞ্চিত করেনি এবং তাদের ওপরে কোনো ব্যয়ভারের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি। যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব একান্তভাবেই স্বামীর।

মহিলা নবী-রাসূল নেই কেনো?

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনও নারী ছিলেন না। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের রাষ্ট্রপ্রধান হবার কোনো সুযোগ কোরআনে রয়েছে কিনা?

উত্তর ঃ বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ীর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তদানীন্তন পারস্যের রাষ্ট্রপ্রধানের মেয়েকে সেখানের জনগণ যখন নিজেদের বাদশাহ হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলো, তখন এ সংবাদ শুনে আল্লাহর রাসূল বলেছিলেন, যে জাতি নিজেদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসমূহ কোনো নারীর ওপরে অর্পণ করে, সে জাতি কখনো প্রকৃত কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে না।

সৃষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে নারী ও পুরুষকে পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদেরকে সন্তান ধারণের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। সন্তান ধারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করার লক্ষ্যে যথাযথ বয়সে একজন নারী প্রতি মাসে বিশেষ এক অবস্থার সম্মুখীন হন এবং সে সময়ে তাঁকে নামায-রোযা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সময়ে নারীর দেহ ও মনে একাধিক পরিবর্তন ঘটে। শারীরিক দিক দিয়ে তাঁরা দুর্বলতায় আক্রান হন। মন-মেজাজ খিটখিটে হতে পারে এবং তাঁর স্মরণ শক্তি কিছুটা হলেও লোপ পেতে পারে। এরপর সন্তান প্রসব করার পর তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটে থাকে। এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে কোনো গুরু-দায়িত্ব পালন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর ওপরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়াও জুলুম করার নামান্তর।

একজন নবীকে দিন রাত অনুক্ষণ তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর কাছে সময়ের যে কোনো মুহূর্তে ফেরেশ্‌তা আগমন করেছে, ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, প্রয়োজনে মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথন হয়েছে, মসজিদে প্রবেশ করতে হচ্ছে। নারীকে নবী করা হলে তাঁর যখন ঐ অবস্থা সৃষ্টি হতো, তখন তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না, হায়েজ-নেফাসের সময় তাঁর কাছে যেমন ফেরেশ্‌তা আগমন করতো না এবং তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করাও যেতো না, তিনি মসজিদেও প্রবেশ করতে পারতেন না। হয়তো এ ধরনের অনেক কারণে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের ভেতর থেকে কারো প্রতি নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেননি।

নির্বাচনে নারী

প্রশ্ন ঃ দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে নারীকে নির্বাচিত না করার ব্যাপারে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে কোন্ কারণে?

উত্তর ঃ সৃষ্টিগতভাবেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষকে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতি, রুচি, অভ্যাস, মন-মানসিকতা ও দৈহিক শক্তি ইত্যাদির দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতি ও দেহ কাঠামো দিয়ে নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করে তাদের কর্মক্ষেত্রেও পৃথক করে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা। পুরুষের দৈহিক কাঠামোর কারণে পৃথিবীর কঠিন কাজসমূহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাদের ওপরে আর নারীর ওপর অর্পিত হয়েছে সহজ কাজের দায়িত্ব। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী তথা প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি পদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নারীর মধ্যেও রয়েছে, এ কথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু যে দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সেই স্বাভাবিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে তাকে অন্যসব দিকের ছোট-বড় দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং তার সে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তার অপরাপর স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ পালন করা একজন নারীর পক্ষে কি সম্ভব? নারীকে পারিবারিক জীবন-যাপন, গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তান প্রতিপালন ও ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ তৈরীর কাজ সঠিকভাবে করতে হলে তাকে কিছুতেই রাষ্ট্রীয় ঝামেলায় জড়ানো যেতে পারে না। আর যদি কোনো নারীর প্রতি সে দায়িত্ব অর্পণও করা হয়, তাহলে তার পক্ষে সেই একই সময়ে অন্যান্য স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ পালন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তাকে অবশ্যই ভিন্

পুরুষের সাথে অবাধ মেলমেশা করতে হবে, নিরিবিলি ও একাকীত্বে সম্পূর্ণ ভিন্ পুরুষের সাথে একত্রিত হতে হবে। এমনকি মুখমন্ডল ও হাত-পা ভিন্ পুরুষের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে, তাকে নিজের বাড়ি-ঘর, স্বামী-সন্তান ছেড়ে দূর-দূরান্তে গমন করতে হবে এবং এটা করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। এই অবস্থা কি কোনো নারীর জন্য কতটা নিরাপদ?

গভীরভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীকে আসীন করার পরিণাম অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়াবহ। তাঁর কাঁধে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকার কারণে তাকে বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্ততি ও স্বামীকে ছেড়ে বাইরে যেতে হবে। ফলে অবহেলিত বাড়ি-ঘর, সন্তান ও স্বামীর সাথে হৃদয়-মনের দূরত্ব এক স্থায়ী ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে পারে। তারপরে স্বামীর সাথে যদি রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকে, তাহলে পারস্পরিক কঠিন মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে। আমেরিকার এক নির্বাচনে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে এ জন্যই হত্যা করেছিলো যে, স্ত্রীর পসন্দের বিপরীত রাজনৈতিক দলের এক প্রার্থী হয়েছিলো স্বামী। ফলে প্রথমে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হলো–পরিণতিতে হত্যা।

একজন নারীর পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা আরো বেশী অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন–যখন সে নারী হয় সুন্দরী যুবতী। তার রূপ-সৌন্দর্য নির্বাচনে নানা ক্ষেত্রে বিজয়ী হবার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এরপর সেই সুন্দরী যুবতী যখন স্বয়ং প্রার্থী হয়, তাহলে তার যোগ্যতা বিচার না করেই শুধুমাত্র তার রূপে মুগ্ধ হয়ে একশ্রেণীর মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর এর পরিণাম নৈতিক-রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই যে ভয়াবহ হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না।

যে নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্পণ করা হলো, তার পক্ষে কি কারো সফল মাতা এবং স্ত্রী হওয়া সম্ভব? যদি তার ওপরে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে একদিকে সংসারের দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা কি সম্ভব? তাহলে যে সব নারী রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে, তাদেরকে স্ত্রী ও মা হওয়ার দায়িত্ব বা অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে? যদি বঞ্চিত রাখা হয়, তাহলে কি নারী হিসাবে তার স্বভাব-প্রকৃতির দাবির বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না? আর স্বামী-সন্তান-সংসারের দায়িত্ব পালন সহকারেও যদি তাঁর প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তাহলে তার দায়িত্ব পালনকে কি প্রতি মাসে ৭ থেকে ১০ দিন এবং দুই বা এক বছরের ব্যবধানে সন্তান প্রসবের জন্য কয়েক মাসের জন্যে মুলতবী রাখা হবে? কারণ নারীর জন্য বিশেষ করে বিবাহিতা নারীর পক্ষে এটা তো

এক স্বাভাবিক বিষয়। এ সময় নারীর জন্য বড়ই সঙ্কটপূর্ণ। এ সময় নারীর মন-মানসিকতায় স্থিতি থাকে না এবং কোনো কিছুই তার ভালো লাগে না। এই অবস্থায় তার পক্ষে গুরুদায়িত্ব পালনের অবসর সে বছরে কতটুকু সময় পাবে? এসব নানা কারণে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে নারীকে নির্বাচিত না করার ব্যাপারে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, নারী কি নেতৃত্বের ইতিহাসে এতটাই দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে যে, নেতৃত্বের পদে তাদেরকে আসীন না করে পুরুষদেরকে আসীন করলে মানব জাতিকে ভয়াবহ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে? এমন কোন্ কাজ রয়েছে, যা পুরুষরা করতে সক্ষম নয়?

নারীর সম্মান ক্ষুন্ন হয়নি

প্রশ্ন ঃ নারীকে দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে ইসলাম কি নারীর সম্মান-মর্যাদা ক্ষুন্ন করেনি?

উত্তর ঃ অবশ্যই ক্ষুন্ন করেনি বরং নারীর প্রতি গর্ভ ধারণের দায়িত্ব ও আদর্শ মানব গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করে মহান আল্লাহ তাদের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধিই করেছেন। তারা গর্ভ ধারণে অস্বীকৃতি জানালে মানব বংশ বৃদ্ধি লাভ করতো কিভাবে? নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে তাদের সম্মানের প্রতি আঘাত করা হয়নি। প্রত্যেক জাতির পুরুষদের মধ্যে একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে, যাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে দেশ ও জাতির স্বার্থেই বিরত রাখা হয়েছে। যেমন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনী। যাদের দেশ ও জাতির কল্যাণে সরাসরি রাজনীতি থেকে বিরত রাখা হয়েছে, তাহলে তাদের সম্পর্কে কি ধরে নিতে হবে যে, তাদের কোনো সম্মান-মর্যাদা নেই? আর নেই তাদের মধ্যে এ ধরনের কোনো যোগ্যতা বা মনুষ্যত্ববোধ? কোনো মানব সমষ্টির প্রতি বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হলে এবং দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে– এমন সব কাজ থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হলে তাতে তাদের মনুষ্যত্ব লোপ পায় না, তাদের সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা যেতে পারে না।

পিতার মৃত্যুর পরে কন্যা নেত্রী

প্রশ্ন ঃ পিতার মৃত্যুর পরে কন্যা এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হবে, বিষয়টি কি ইসলাম সমর্থন করে?

উত্তর ঃ নারীদেরকে দেশ ও জাতির প্রত্যেক বিভাগে অংশগ্রহণের ব্যাপারে যে উৎসাহ আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে, তার কারণ ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ আর

পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মানসিক গোলামী এবং বিবেচনাহীন অযৌক্তিক আবেগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইউরোপে তো রেঁনেসার প্রায় একশ বছর পর নারীরা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছে। দেশ ও জাতির প্রত্যেক বিভাগে তারা নারীকে টেনে এনেছে। এর পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ। সেখানে পারিবারিক ব্যবস্থা অস্তিত্বহীন হতে চলেছে, জারজ সন্তানের আধিক্য এক মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। নৈতিকতার শেষ বাঁধনটুকুও আল্‌গা হয়ে পড়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে তার কন্যাকে নেতা নির্বাচন করতে হবে, বিষয়টি যদি ইসলামের সমর্থন থাকতো, তাহলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকেই নেতার আসনে বরণ করে নেয়া হতো। কারণ তাঁর অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্না এবং সর্বদিক দিয়ে সর্বোত্তম নারী আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে দ্বিতীয়টি ছিলো না এবং কিয়ামত পর্যন্তও সৃষ্টি হবে না। সর্বোপরি সাহাবা কেরাম (রাঃ) তাঁকে নেত্রী বানাননি।

স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে নেতার আসনে আসীন করার প্রতি যদি ইসলামের সমর্থন থাকতো, তাহলে আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের পরে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকেই নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হতো। তিনি ছিলেন বিদুষী নারী–যিনি ছিলেন হাদীসের মুহাদ্দিস, কোরআনের মুফাস্‌সীর তথা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারিণী। অগণিত সাহাবী তাঁর কাছ থেকে কোরআন-হাদীস তথা আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু সাহাবা কেরাম তাঁকে নেতার আসনে আসীন করেননি। বরং হাদীসে বলা হয়েছে, যে জাতি তাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কোনো নারীর প্রতি অর্পণ করে, ঐ জাতির কল্যাণ হবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ ও শয়তান প্রকৃতির, তোমাদের ধনীরা যখন তোমাদের মধ্যে অধিক কৃপণ হবে আর তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব যখন অর্পিত হবে তোমাদের স্ত্রীলোকদের ওপর, তখন মৃত্যু হবে জীবন অপেক্ষা উত্তম। (তিরমিযী)

নারীর প্রতি ইসলাম অবিচার করেনি

প্রশ্ন ঃ ইসলাম একদিকে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছে। অপরদিকে পারিবারিক ব্যবস্থায় পুরুষের হাতে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারী নেতৃত্বকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মুসলিম হিসাবে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক বিষয়টিকে 'নারীর প্রতি ইসলাম অবিচার করেছে' বলে প্রচার করছে। ফলে শিক্ষিতা নারীদের একটি বিরাট অংশ তাদের

প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করছে। অনুগ্রহ করে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর ঃ এই পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ, সুতরাং তাদের প্রতি দৃষ্টি না দিলে জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর তার অর্ধেক করেছে নারী এবং অর্ধেক নর। মানব সৃষ্টির সূচনাতেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের সাথে হযরত হাওয়াকেও সৃষ্টি করে তাঁদের উভয়কেই দায়িত্বশীল বানিয়েছেন। তবে দেশ ও জাতির ব্যাপারে নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা নারীর নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টির কল্যাণেই সৃষ্টিগতভাবেই নারীদের ভেতরে কিছু সীমাবদ্ধতা দিয়েছেন। এই সীমাবদ্ধতা মানব মন্ডলীর কল্যাণে এবং সেদিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্মবন্টনের নীতি পূর্ণমাত্রায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। পুরুষকে করা হয়েছে উপার্জন ও শ্রম দানের জন্য দায়িত্বশীল আর স্ত্রীকে করা হয়েছে ঘরের সম্রাজ্ঞী। পুরুষের জন্যে কর্মক্ষেত্র করা হয়েছে বাইরের জগত আর নারীর জন্যে ঘর। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে উপার্জন, তেমনি গড়বে সমাজ-রাষ্ট্র, শিল্প, সভ্যতা-সংস্কৃতি। আর নারী ঘরে অবস্থান করে একদিকে সম্পাদন করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার মহৎ কাজ। এ জন্যই আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের পারিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণকারিণী–কর্ত্রী।'

ইসলাম নারীর অধিকার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এমনকি নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নিষেধ করা হয়নি। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–নারী তার স্বামীর ঘর-বাড়ির এবং তার সন্তানদের প্রহরী ও রক্ষণাবেক্ষণকারিণী এবং সে জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (আবু দাউদ)

ইসলামের স্বর্ণালী যুগে মহিলারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রোমানদের সাথে যুদ্ধের সময় যখন রোমান সৈন্যরা গভীর রাতে মুসলিম মহিলা শিবিরের ওপর আক্রমণ করেছিলো, তখন হযরত খালিদ বিন ওলিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বোন হযরত খাওলা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সমস্ত মহিলাকে নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে রোমান সৈন্যদেরকে প্রতিরোধ করেছিলেন, তাদেরকে পরাজিত করে ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। স্বর্ণ যুগের এসব কাহিনী ইতিহাসের পাতায়

লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং ইসলাম সর্বত্র নারীকে নেতৃত্ব দেয়া থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের প্রতি অবিচার করেছে, এ কথা কোনোক্রমেই ঠিক নয়। বরং ইসলামই নারীর অধিকার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারীদের শিক্ষা, চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেনাবাহিনীতে, প্রশাসনে যোগদান করার ব্যাপারে ইসলাম পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। এই অধিকারের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা জ্ঞানপাপী। মুসলিম নারীরা যেন ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন, এ জন্য জেনে বুঝেই এই ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

চেয়ারম্যান-মেম্বার নির্বাচনে নারী

প্রশ্ন ঃ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে নারীকে চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে ইসলাম কি সমর্থন করে?

উত্তর ঃ দেখুন, নারী ও পুরুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমান অধিকার দিয়েছেন কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্গত কারণেই পৃথক করে দিয়েছেন। দেশে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পর্দার ব্যবস্থা করেছেন। নারী পর্দা রক্ষা করে সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, এ ব্যাপারে কোনো বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। নারী সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে, শিক্ষাঙ্গনে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গনে, চাকরী ক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীতে তথা যেখানে যা নারীর পক্ষে সম্ভব, সেখানে নারী তার শ্রম ও মেধা দিয়ে অবদান রাখবে। তবে যেখানে যা কিছুই করবে, তা পর্দার বিধান অনুসরণ করে করতে পারবে এবং এই স্বাধীনতা ইসলাম নারীকে দান করেছে। পর্দার বিধান লংঘন করতে নারীকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

নারীর সওয়াব অর্ধেক নয়

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে, সৎকাজ করলে নারী নাকি পুরুষের অর্ধেক সওয়াব পাবে। বিষয়টি কোরআন-হাদীসের আলোকে জানাবেন কি?

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞান নেই, তারাই এ ধরনের অবান্তর কথা বলে থাকে। ঈমান এনে যারাই সৎকাজ তথা আমলে সালেহ্ করবে, তারা পুরুষই হোক বা নারীই হোক, সমান বিনিময় লাভ করবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَايُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا–

আর যে ব্যক্তি আমলে সালেহ্ তথা সৎকাজ করবে–সে পুরুষ বা নারী হোক, সে

যদি ঈমানদার হয়, সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র অধিকারও নষ্ট হবে না। (সূরা নেছা-১২৪)

আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের যে কোনো নির্দেশ তা পুরুষই পালন করুক অথবা নারীই পালন করুক, সমান সওয়াবের অধিকারী হবে। তবে সৎকাজ বা আমলে সালেহ্ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার শর্ত হলো, প্রথমে ঈমান আনতে হবে। ঈমানবিহীন কোনো আমল আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না বা এ ধরনের কোনো আমলের বিনিময় আল্লাহর কাছ থেকে পাবার আশা করা যায় না।

নারীই সকল অনিষ্টের মূল

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে, নারীই সকল অনিষ্টের মূল। প্রশ্ন হলো, পৃথিবীতে নারীর কি কোনোই অবদান নেই?

উত্তর ঃ নারী সকল অনিষ্টের মূল– এ কথাটি এসেছে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মমত থেকে। খৃষ্টধর্ম মতানুসারে নারী হলো, পুরুষের প্রতারক, সকল পাপের মূল, পাপের প্রবেশ দ্বার, নারী জাতীয় অভিশাপ, ধ্বংস ও পতনের কারণ, নারী মানুষ কিনা সন্দেহ ইত্যাদি। ইয়াহুদী ধর্মমতে, নারী জাতি দাসীর শ্রেণীর অতিরিক্ত কিছু নয়। নারীই যাবতীয় অশান্তির কারণ। হিন্দু ধর্মমতে, মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প, আগুন–এগুলোর কোনো একটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়। কেবলমাত্র ইসলামই ঘোষণা করেছে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্ত এবং পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার তিনগুণ বেশী।

সৃষ্টির সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রেম-প্রীতি, বন্ধুত্ব, সহানুভূতি আত্মদানই হচ্ছে নারীর ভূষণ বা বৈশিষ্ট্য এবং অনন্তকাল পর্যন্ত নারীর এই ভূষণ স্থায়ী থাকবে। নারী মৃত মন-মানসিকতায় নব জীবনের স্পন্দন জাগিয়েছে সতত–সর্বত্র। বিপদ-মুসিবতে নিপতিত এবং বেদনা কাতর ব্যক্তিকে সে দিয়েছে জীবনের মন্ত্র, ভীরু কাপুরুষের মধ্যে জাগিয়েছে সাহস, বিক্রম ও বীরত্ব। বিপদের প্রচন্ড ঝঞ্ঝা-বাত্যায় বৃক্ষের কচি শাখার মতোই নারী রয়েছে অটুট। সামান্য আনন্দেই তার কাননে খেলেছে হাসির উদ্বেল লহরী, দুঃখ ভারাক্রান্ত মানসে জ্বালিয়েছে আশার আলো। মানবেতিহাসের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সবাই নারীর গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করেছে, বর্ধিত হয়েছে, নারী কর্তৃক প্রসবিত হয়েছে এবং নারীর মমতার ছায়াতলে লালিত-পালিত হয়েছে। মানব মন্ডলীর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে নারী। পুরুষের মনোরাজ্যে সে স্থাপন করেছে নিজের অটুট সিংহাসন। সে পুরুষের সমগ্র জীবনব্যাপী বিস্তার করেছে রাজত্ব। গোটা মানবতাই নারীর কাছে ঋণী। এ জন্য নারীর মর্যাদা ও গুরুত্ব ইসলাম দিয়েছে সর্বাধিক এবং এটা কেউ অস্বীকার করতে

পারবে না। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যমান নারীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নারীর জন্য রচিত হয়েছে অসংখ্য কাব্য-সাহিত্য, তারই জন্য রচিত হয়েছে পবিত্রতা, সতীত্ব ও প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি শব্দ। সুতরাং নারীর অবদান অপরিসীম এবং তা অস্বীকার করতে পারে কেবলমাত্র অর্বাচিনরাই।

মেয়েদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক কথা

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক কথা শোনা যায়। যেমন, 'মেয়ে মানুষের কথা বাদ দাও! মেয়েদের কথায় কান দিও না! মেয়েদের বুদ্ধি মতো চললে এমনই হয়!' ইত্যাদি ধরনের মন্তব্য করা হয়। প্রশ্ন হলো, কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার অধিকার কি নারীদের নেই?

উত্তর ঃ নারীদের গুরুত্ব ও অধিকার সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান নেই, তারাই এ ধরনের মন্তব্য করতে পারে। নারীদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা যে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছেন, তা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে নারী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করার সাহস কারো হতো না। পারিবারিক এমন কি সামাজিক ও জাতীয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার কাছে যাবতীয় অবস্থার বিবরণ দেয়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার প্রথা চালু করা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাবতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে। স্ত্রীর সাথে কোনো গুরুতর বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঐকান্তিক আস্থা-বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রমাণিত হয়, ভারাক্রান্ত স্বামীর মনও হালকা হয় এবং স্ত্রীর মনও স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যমূলক ভাবধারা গভীরতর হয়। শুধু তা-ই নয়, ঘরের নারীদের কাছ থেকেও স্বামী ভালো বুদ্ধি ও পরামর্শ পেতে পারে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ খুবই সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারে পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাতা তার সন্তানকে কতদিন দুধ পান করাবে তা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالْوَلِدتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ–

স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোনো দোষ হবে না। (সূরা বাকারা-২৩৩)

সন্তানকে লালন-পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং পিতা-মাতার একজনকে অপরজনের ওপর শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই অনুভব করা যেতে পারে। আল্লাহর রাসূলের প্রতি সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পর তিনি হৃদয়ে যে অস্বস্তি অনুভব করছিলেন, এ সময়ে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁকে পরামর্শ ও সান্ত্বনা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। স্ত্রীর সান্ত্বনা বাণী ও প্রচেষ্টা রাসূলের মনের ভার অনেকটা লাঘব করেছিলো। এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে তার প্রিয়তমা ও সহানুভূতিসম্পন্না স্ত্রীর আন্তরিক সান্ত্বনাপূর্ণ কথাবার্তা প্রভৃত কল্যাণকর হয়ে থাকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন মক্কায় গমন করা ও আল্লাহর ঘর তওয়াফ করা সম্ভব হলো না, তখন রাসূলের সাথে ১৪০০ শত সাহাবী নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় আল্লাহর রাসূল সেখানেই কুরবানী করতে আদেশ করলেন কিন্তু সাহাবা কেরামের মধ্যে তাঁর আদেশ পালনের কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হলো না। ফলে আল্লাহর রাসূল অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্মাহত হলেন এবং তিনি তাঁর জন্য নির্মাণ করা তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার কাছে সমস্ত বিষয়টি বললেন। তিনি আল্লাহর রাসূলকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি স্বয়ং বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে আপনার সাথীগণ নিজ থেকেই আপনাকে অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে শুরু করবেন।'

রাসূলের স্ত্রী যে পরামর্শ দিলেন আল্লাহর রাসূল তাই করলেন এবং এই গুরুতর পরিস্থিতিতে আক্ষরিক অর্থেই হযরত সালমার পরামর্শ কল্পনাতীত কল্যাণ বয়ে আনলো। এভাবে সব স্বামীই তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে এ ধরনের কল্যাণময় পরামর্শ লাভ করতে পারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। সুতরাং স্ত্রী অবশ্যই পরামর্শ দেয়ার অধিকারিণী এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবো?

প্রশ্ন ঃ আমি মহান আল্লাহর বিধান যথাসাধ্য মেনে চলি। পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করি না। সমাজের লোকজন আমাকে যোগ্য মনে করে যদি চেয়ারম্যান বা মেম্বার নির্বাচিত করতে চায়, তাহলে আমি কি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারি?

উত্তর ঃ ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার সম্পর্কে বর্তমানে অধিকাংশ নারী সচেতন নয় বলে তাদেরকে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখী হতে হচ্ছে। নারী এবং পুরুষের অধিকার আল্লাহ তা'য়ালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নারী সমাজ কল্যাণমূলক সকল কাজে নিজেদের ভূমিকা রাখতে পারবে। তবে বাড়ির বাইরে এসে নারী যে কাজ করবে, তা পর্দার সাথে করতে হবে। নারী সামাজিক কর্মকান্ডে, দেশ প্রতিরক্ষামূলক কর্মকান্ডে, মানব সেবামূলক কর্মকান্ডে, চাকরীর ক্ষেত্রে, দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তথা যাবতীয় ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা প্রয়োগ করতে পারবে, তবে তা হতে হবে পর্দার সাথে। পর্দা না করে যদি এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা হয়, তাহলে তা হারাম হবে।

লেখা-পড়ার অধিকার

প্রশ্ন ঃ ইসলাম মেয়েদেরকে কতদূর লেখা-পড়ার অধিকার দিয়েছে?

উত্তর ঃ একজন পুরুষ যতদূর লেখাপড়া শিখতে পারে অনুরূপ একজন নারীও শিক্ষাঙ্গনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করতে পারে।

দেশ প্রতিরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন ঃ মহিলারা কি দেশ প্রতিরক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর ঃ অবশ্যই পারবে তবে তাদের ক্ষেত্র হবে পৃথক। পর্দার সাথে তারা তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

বিয়ে-মোহরানা-যৌতুক

বিয়ের জুটি পূর্ব নির্ধারিত

প্রশ্ন ঃ কোন্ ছেলের সাথে কোন্ মেয়ের বিয়ে হবে, বিষয়টি কি জন্মগ্রহণ করার সময়ই আল্লাহ তা'য়ালা নির্ধারণ করে রাখেন না মানুষের পছন্দ মতো বিয়ে হয়? অনুগ্রহ করে জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ বিয়ের ব্যাপারটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্ধারিত। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কোন্ বান্দাকে কতটা জীবনকাল দেবেন, কি পরিমাণ রিয্ক দেবেন, কি পরিমাণ ধন-সম্পদ দেবেন এবং কে কার জীবন সাথী হবে, তা নির্ধারণ তিনিই করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً–اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ–

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারো, উপরন্তু তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও পাম্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা রুম-২১)

কনে দেখার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ বিয়ের কনে নির্বাচনের সময় বরের সাথে অনেকে এসে মেয়েকে দেখে। এভাবে সবাই মিলে মেয়ে দেখা কি শরীয়ত সম্মত?

উত্তর ঃ বিয়ের কনেকে দেখার অধিকার একমাত্র পাত্রের এবং পিতা, দাদা, নানা ইত্যাদি ধরনের আপন বর্ষিয়ান মুরুব্বিদের। সেই সাথে পাত্রের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মহিলা তারা কনেকে দেখতে পারে। কিন্তু বরের বন্ধু-বান্ধব, ভগ্নিপতি এবং খালাত, মামাত, চাচাত ভাইদের সাথে নিয়ে পাত্রী দেখা জায়েজ নেই। বিয়ের পরে স্ত্রী স্বামীর যেসব আত্মীয়-স্বজনদের সামনে পর্দা করবে, কনে নির্বাচনের সময় তারাও কেউ কনেকে দেখতে পারবে না। বরের বন্ধু-বান্ধব, ভগ্নিপতি কনে দেখে নির্বাচন করবে, ইসলামী শরীয়তে এটা জায়েজ নেই।

জামাইয়ের বাড়িতে পিঠা পাঠানো

প্রশ্ন ঃ কতক পরিবারে এমন দেখা যায় যে, বিয়ের সময় যৌতুক গ্রহণ না করলেও বিয়ের পরে নানা কারণে বধুকে যন্ত্রণা দেয়। শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকে জামাই-এর বাড়িতে জাঁকজমকের সাথে রমজানের দিনে ইফতার পাঠাতে হবে, কোরবানীর সময় কোরবানীর পশু পাঠাতে হবে, ঈদ উপলক্ষ্যে জামাইকে মূল্যবান পোষাক দিতে হবে। সন্তান জন্মগ্রহণ করলে নানা ধরনের পিঠা, খাসী-মুরগী ও পোলাউ-এর চাল পাঠাতে হবে। আম-কাঁঠালের সময় আম-কাঁঠাল পাঠাতে হবে। এসব পাঠাতে না পারলে বধুকে নানাভাবে উত্যক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ এসব প্রথা পালনের ব্যাপারে যদি মেয়ের পিতা বা অভিভাবকদের প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে তা নির্যাতনের শামিল হবে। এ জাতিয় নানা ধরনের নিয়ম হিন্দুদের জন্য বাধ্যতামূলক। খেয়ে না খেয়ে হোক, এসব নিয়ম তাদেরকে পালন করতেই হবে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে আরেকজনের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে, সেই মেয়ের পিতার আম-কাঁঠালের বাগান রয়েছে। আম-কাঁঠালের মৌসুমে মেয়ের পিতা-মাতার চোখ যখন নিজের বাগানের আম-কাঁঠালের ওপরে নিবদ্ধ হয়, তখন মেয়ের কথা মনে পড়ে তার নিজের অজান্তেই চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে।

মাতাপিতা মেয়েকে আম-কাঁঠাল না খাওয়ায়ে নিজের মুখে উঠাতে পারেন না। বৃদ্ধ বয়সে শরীরে সহ্য হয় না, তবুও তিনি আম-কাঁঠাল নিয়ে জামাই-এর বাড়িতে ছুটে যান। মেয়েকে মমতাভরা কণ্ঠে বলেন, 'মা, আমি অনেক কষ্ট করে টেনে এনেছি, তুই আমার সামনে একটু খেয়ে নে, তুই না খেলে তোর মা খাবে না। বাড়িতে গিয়ে তোর মাকে যেনো বলতে পারি, আমি নিজের হাতে মেয়েকে খাওয়ায়ে এসেছি।' মেয়ের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে পিঠা বানালেও মেয়ের বাড়িতে না পাঠিয়ে মাতা-পিতা তা খেতে পারে না। কিন্তু যে মেয়ের বাড়িতে আম-কাঁঠালের বাগান নেই বা যারা গরীব, তাদের ওপরে প্রথার নামে এসব চাপিয়ে দেয়া মারাত্মক অন্যায়। সামর্থ থাকলে মেয়ের পিতা জামাই বাড়িতে কিছু পাঠাবে, না থাকলে পাঠাবে না। শ্বশুর বাড়ির আম-কাঁঠাল পিঠা না পেলে বধুর প্রতি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা হারাম।

এসব সামাজিক প্রথা পালন করতে না পারলে বধুর সাথে অশোভন আচরণ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, আপনি অন্যের মেয়েকে নির্যাতন করবেন, আপনার মেয়ে বা বোন যখন আরেকজনের বাড়িতে বধু হয়ে যাবে, তখন তার ওপরে নির্যাতন করলে আপনার কেমন লাগবে? শ্বশুর বাড়ি থেকে খাসি না পাঠালে, পোলাউ-এর চাল না পাঠালে, পিঠা আম-কাঁঠাল না পাঠালে জামাই-এর এসব কপালে জুটবে না, জামাই এমন ফকীর নাকি? এই ধরনের হীনমন্যতা ত্যাগ করতে হবে, শ্বশুর বাড়ির জিনিসের প্রতি লোভ করা যাবে না এবং অমুসলিমদের প্রথা নিজেদের জন্য অনুসরণীয় করে নেয়া হারাম। যারা এসব করবে আল্লাহর দরবারে তাদেরকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে।

বিয়ে ভেঙে দেয়ার অধিকার

প্রশ্ন ঃ আমার বাল্যবিবাহ হয় মাত্র ১১ বছর বয়সে এবং পরবর্তীতে আমার অভিভাবকগণ যৌতুক দিতে অক্ষম হওয়ায় আমি স্বামীকে ধারণ করার অনুপযুক্ত হওয়ায় তালাকপ্রাপ্তা হই। এরপর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন এক ব্যক্তির সাথে আমাকে বিয়ে দেয়া হয়, যিনি দাম্পত্য জীবনসহ অন্যান্য দিকে ছিলেন অক্ষম। আমি প্রায় দুই বছর পূর্বে তার কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করেছি। প্রশ্ন হলো, বর্তমানে আমি কি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবো?

উত্তর ঃ ইসলামে বাল্য বিবাহ অনভিপ্রেত, বিবাহের সময় বর ও কন্যা পক্ষ তাদের পাত্র-পাত্রীর বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখলে এ ধরনের মারাত্মক সমস্যা এড়ানো সম্ভব। বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত খানসা বিনতে হাজাম রাদিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহাকে তাঁর পিতা একজনের কাছে তাঁর অমতে বিয়ে দেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে জানালেন, 'আমার পিতা আমাকে যার কাছে বিয়ে দিয়েছেন তিনি পূর্ব বিবাহিত, এই বিয়ে আমার পছন্দ নয়।' তাঁর কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সেই বিয়ে বাতিল করে দেন। আবু দাউদ হাদীসে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, একটি অবিবাহিতা মেয়েকে তার পিতা এমন একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো, যাকে সেই মেয়েটি পছন্দ করতো না। সেই মেয়েটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জানালো, 'আমার অমতে যার সাথে আমাকে বিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি তাকে পছন্দ করি না।' আল্লাহর নবী সেই মেয়েটিকে জানিয়ে দিলেন, 'এই বিয়ে বহাল রাখা বা না রাখা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা।' সুতরাং ইসলাম আপনাকে আপনার পছন্দমত জীবন সাথী নির্বাচনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ার দিয়েছে, আপনি পুনরায় বিয়ে করতে পারেন।

কিস্তিতে মোহরানা

প্রশ্ন ঃ মোহরানার অর্থ প্রতি মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ বিয়ের সময় যে মোহরানা ধার্য করা হয় তা স্ত্রীর অধিকার এবং স্বামীর জন্য আদায় করা ফরজ। মোহরানার এই অর্থ একবারে না পারলে তা কিস্তিতে আদায় করা যাবে। তবে কিস্তিটা একেবারেই নগণ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা ইনসাফের কাজ হবে না। কিস্তির পরিমাণ সন্তোষজনক ও যুক্তি ভিত্তিক হওয়া উচিত।

যৌতুক নিয়ে বিয়ে

প্রশ্ন ঃ বরপক্ষের যৌতুকের দাবি মেনে নিয়ে আমার অভিভাবক বিয়ে দিয়েছেন, এ অবস্থায় আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ বিয়ের সময় কোনো কিছু দাবী করে কন্যা পক্ষের কাছ থেকে আদায় করা তথা যৌতুক গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই নির্দেশ অমান্য করলে কিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তি পেতে হবে, এ কথাটি আপনি আপনার স্বামীকে জানিয়ে দিন। আপনি তাকে বার বুঝাতে থাকুন যে, তিনি যৌতুক হিসাবে যা আদায় করেছেন তা যেন ফেরৎ দিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে তওবা করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা করার জন্য আপনি আপনার স্বামীকে বুঝাতে থাকুন।

প্রেম করে বিয়ে

প্রশ্ন ঃ ছেলে ও মেয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বিয়ে করে। এভাবে বিয়ে করা কি জায়েজ হবে?

উত্তর ঃ ইসলাম বিয়ে পূর্ব প্রেমকে হারাম ঘোষণা করেছে। তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী তথা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে ইসলাম সমাজ, দেশ তথা মানবতার কল্যাণেই নিষিদ্ধ করেছে। পর্দার বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করলে এ ধরনের অবাঞ্ছিত সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না।

আমি নই–যৌতুক নেবে পিতা

প্রশ্ন ঃ আমি বিয়ের উপযুক্ত একজন যুবক কিন্তু আমার মাতা-পিতা যৌতুক গ্রহণ ব্যতীত আমাকে বিয়ে দেবে না। আমি কি মাতা-পিতাকে না জানিয়ে বা তাদের অমতে অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবো?

উত্তর ঃ আপনি আপনার মাতা-পিতাকে বুঝান যে, যৌতুক গ্রহণ করা ইসলাম শূকরের গোস্তের অনুরূপ হারাম ঘোষণা করেছেন। এই হারাম কাজটি করলে আল্লাহ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হবেন এবং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এতেও যদি তারা রাজী না হন, তাহলে তাদেরকে জানিয়েই আপনি অন্যত্র বিয়ে করুন। আপনার বিয়েতে আপনি তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করুন। তাদের ইচ্ছে হলে তারা অংশগ্রহণ করবে না হলে করবে না। তবুও আপনি যৌতুক গ্রহণের মতো হারাম কাজে সম্মতি দেবেন না।

বিয়েতে খরচের পরিমাণ

প্রশ্ন ঃ বিয়ের অনুষ্ঠানে গেট সাজানো, লাইটিং ইত্যাদি ধরনের সাজ-সজ্জার আয়োজন করা হয়। প্রশ্ন হলো, সামর্থ থাকলে বিয়ের অনুষ্ঠানে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে তা নির্ভর করে আর্থিক স্বচ্ছলতার ওপর। তবে যে কোনো ব্যাপারেই অপব্যয় করা যাবে না। কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ–

অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। (সূরা বনী ইসরাঈল)

যতটুকু ব্যয় না করলে সুষ্ঠুভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করা যায় না, ততটুকুই করা উচিত। অহেতুক অর্থ ব্যয় না করে অতিরিক্ত অর্থ প্রতিবেশীদের মধ্যে অর্থের অভাবে যার মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না, রোগের চিকিৎসা করাতে পারছে না, সন্তানের স্কুল-মাদ্রাসার বই কিনতে পারছে না অর্থাৎ অভাব-অনটনে রয়েছে, তাদেরকে সাহায্য করলে বর-কনের জন্য তারা যে দোয়া করবে, তাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'য়ালা বর-কনের দাম্পত্য জীবন সুখময় করে দিতে পারেন। অভাবী লোকদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দম্পতিকে এমন নেক সন্তান

দান করতে পারেন, যে সন্তানের কারণে মাতা-পিতা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের অধিকারী হবেন।

দাওয়াত দানে বৈষম্য

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সমাজে দেখা যায়, মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাওয়ার আশায় বিয়ের অনুষ্ঠানে বেছে বেছে ধনী ও স্বচ্ছল লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয়। গরীব আত্মীয়-স্বজনদেরকে বা দরিদ্র প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–সেই ওয়ালীমার খাদ্য হচ্ছে সবথেকে নিকৃষ্টতম, যেখানে শুধুমাত্র ধনী-স্বচ্ছল লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হবে আর গরীব-অভাবী লোকদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হবে। (বোখারী-মুসলিম)

বিয়ের অনুষ্ঠানে বেছে বেছে শুধুমাত্র ধনী-স্বচ্ছল লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হবে আর গরীবদের দাওয়াত দেয়া হবে না, এটা মারাত্মক অন্যায়। বরং কর্তব্য হলো, স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল, ধনী-গরীব নির্বিশেষে যতদূর সম্ভব সব শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া। যেখানে শুধুমাত্র স্বচ্ছল-ধনী আত্মীয় বা বন্ধুদেরকেই দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় না, বিয়ে উপলক্ষ্যে যে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় সেই খাদ্যে আল্লাহর রহমত বা বরকত হতে পারে না। বরং সেই খাদ্য হয়ে যায় সবথেকে নিকৃষ্টতম। কারণ মহান আল্লাহর কাছে স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল, ধনী-গরীবের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে যারা এভাবে বেছে বেছে ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়, তারা গরীব আর ধনীর মধ্যে পার্থক্যের দেয়াল তুলে দেয়। সুতরাং বিয়ের অনুষ্ঠানে ধনী-গরীব, শিশু-বৃদ্ধ তথা সর্বশ্রেণীর আত্মীয়-স্বজন বা নিকটতম প্রতিবেশীকে সাধ্যানুসারে দাওয়াত দিতে হবে।

কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে

প্রশ্ন ঃ কমিউনিটি সেন্টারে বর-কনেকে উপস্থিত করে বিয়ের অনুষ্ঠান করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টার, হোটেল বা অন্য কোনো মিলনায়তনে করা যেতে পারে। তবে যেখানেই করা হোক না কেনো, মুসলমানের কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে শরীয়তের বিপরীত কোনো কর্মকান্ড ঘটানো যাবে না।

স্বামী নির্বাচনের পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন মেয়ে কোন্ বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে?

উত্তর ঃ বিয়ের সময় পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্র দ্বীনদার, পরহেজগার তথা আল্লাহভীরু কিনা এদিকটি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবে। সেই সাথে পাত্রের ধন-সম্পদ, চেহারা-স্বাস্থ্য, বংশ ইত্যাদির দিকে গুরুত্ব দেবে।

গায়ে হলুদ

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় গায়ে হলুদ-গায়ে মেহেদী দেয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। এসব অনুষ্ঠান কি ইসলামে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ এসব অনুষ্ঠান স্বয়ং নাজায়েয নয়, কিন্তু এসব অনুষ্ঠানের নামে যুবক-যুবতীরা সাজসজ্জা করে পরস্পরের সাথে যেভাবে মেলামেশা করে, তা সম্পূর্ণ হারাম। মেয়েদের কোনো অনুষ্ঠানে ছেলেরা প্রবেশ করতে পারবে না, আর ছেলেদের কোনো অনুষ্ঠানে মেয়েরা প্রবেশ করতে পারবে না। গায়ে হলুদ ও মেহেদী দেয়ার অনুষ্ঠান কন্যার পক্ষে যেটা করা হবে, সেখানে কন্যার মেয়ে আত্মীয়-স্বজন ও পাত্রের পক্ষ থেকে মেয়েরা যেতে পারবে। বরের পক্ষে যেটা করা হবে, সেখানেও বরের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন ও পাত্রীর পক্ষ থেকে কেউ যোগ দিতে চাইলে পুরুষ কেউ যোগ দেবে। এসব অনুষ্ঠানে কোনো ধরনের গান-বাজনার আয়োজন তথা শরীয়ত বিরোধী কিছু করা যাবে না।

পিতার আদেশে তালাক

প্রশ্ন ঃ মাত্র তিন মাস হলো আমার বিয়ে হয়েছে। আমার স্বামী মাঝে মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ তিনি মিরকি রোগগ্রস্ত। বিয়ের সময় বিষয়টি গোপন রাখা হয়। ফলে আমার পরিবার ও আমার স্বামীর পরিবারের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার পিতা আমার বিয়ে ভেঙে দেয়ার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে ত্যাগ করতে রাজী নই। এখন যদি আমি পিতার আদেশ অমান্য করি, তাহলে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ আপনারা দুইজন যদি এই অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে চান এবং বিবাহ বিচ্ছেদ না চান, তাহলে যারা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে আপনাকে চাপ দিচ্ছে, তারা অন্যায় কাজ করছে। আপনার পিতা আপনার কল্যাণের কথা চিন্তা করেই বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলছেন। কিন্তু বিষয়টি আপনি আপনার পিতাকে বলুন যে, 'সামান্য এই রোগের কারণে আমি আমার স্বামীকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক নই। আমার স্বামীর রোগ আছে সত্য কথা, কিন্তু তার অন্যান্য অনেক ভালো গুণ রয়েছে। আমাকে তার সাথেই সংসার করার সুযোগ দিন।' আপনার প্রতি যদি কেউ অবৈধ চাপ প্রয়োগ করে আর আপনি যদি তা পালন না করেন, তাহলে আপনি গোনাহ্গার হবেন না।

ইসলামপন্থী পাত্র চাই

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত কোনো ছেলের সাথে আমি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার মাতা-পিতা এমন ছেলের সাথে আমার অমতে বিয়ে ঠিক করেছে, যিনি ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত নন। এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি?

উত্তর ঃ মেয়ে যদি বালেগা ও জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধির অধিকারিণী হয়, তাহলে সেই মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ বিয়ে দিতে পারে না। যে পুরুষটি একটি মেয়ের স্বামী হবে, তাকে পছন্দ করে স্বামী হিসাবে নির্বাচিত করার অধিকার মেয়ের রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, একটি দ্বীনদার-ঈমানদার মেয়েকে এমন এক ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছে, যে ছেলে ইসলামের দুশমন বা আল্লাহ্‌র বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না। ফলে ঐ মেয়েটি তার স্ত্রী হবার কারণে ক্রমশ পর্দা ছেড়ে দিয়েছে, নামাজ-রোজা ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ইসলাম বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের দ্বীনদারীর দিকটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আপনি আপনার অভিভাবকদেরকে জানিয়ে দিন, 'আমি দ্বীনদার-ঈমানদার পাত্র ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষকে আমার স্বামীত্বে বরণ করতে প্রস্তুত নই।'

মাসিক চলাকালে বিয়ে

প্রশ্ন ঃ মাসিক চলাকালে কি বিয়ে করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ জেনে বুঝে ঋতু চলাকালীন বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়াই উত্তম। এ অবস্থায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে, কিন্তু স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এ অবস্থায় স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া হারাম।

অবৈধ গর্ভ

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পূর্বে যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভবতী হওয়ার পরে তিন মাসের গর্ভসহ ঐ ব্যক্তির সাথেই বিয়ে হলো, যার সাথে বিয়ের পূর্বে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিলো। প্রশ্ন হলো, ঐ সন্তান বৈধ না অবৈধ হবে এবং পূর্বে যে গোনাহ্ করা হয়েছে তার কাফ্ফারা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ বিয়ের পূর্বে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম এবং বিয়ের পূর্বে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করার কারণে যদি কোনো সন্তান গর্ভে আসে বা কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ইসলামী শরীয়তের নীতিমালা অনুসারে সে সন্তানকে বৈধ বলে বিবেচনা করার অবকাশ নেই। মানুষ গোনাহ্ করবে এটাই স্বাভাবিক। যে গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছে তার জন্য তওবা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এমন ধরনের গোনাহ্ যেন

আর সংঘটিত না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। তওবা করে মহান আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে হবে। আশা করা যায় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্কে ক্ষমা করে দেবেন।

পূর্ব প্রেমিক

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পূর্বে একজনের সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো এবং বিয়ের পরে আমি আমার স্বামীকে নিয়ে যথেষ্ট সুখী। প্রশ্ন হলো, পথ চলতে যদি বিয়ের পূর্বে যার সাথে সম্পর্ক ছিলো, তার সাথে দেখা হয়ে যায় এবং ভদ্রতার খাতিরে তার সাথে আমি কথা বলি, তাহলে আমি কি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ বিষয়টি এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ শয়তান আপনার পেছনে লেগে আছে, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তালাকের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে শয়তান সফল হয়ে গেলো। শয়তান আপনার মনে পূর্ব স্মৃতি জাগিয়ে দিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এ জন্য ঐ ব্যক্তির সাথে আপনার কথা বলা ঠিক হবে না, যার সাথে বিয়ের পূর্বে আপনার সম্পর্ক ছিলো।

স্বামী-স্ত্রী

স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা

প্রশ্ন ঃ স্বামীর অধিকার আদায় করতে হবে এ কথা আমরা বার বার শুনি এবং বিয়ের সময় আমাদের মুরুব্বীরা স্বামীর খেদমতে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার উপদেশ দিয়ে থাকেন। আমার প্রশ্ন হলো, স্ত্রীর কি স্বামীর প্রতি কোনো অধিকার নেই? যদি থেকে থাকে তাহলে বিয়ের সময় স্বামীকে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয় না কেনো?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের ওপর এ কথা কেবলমাত্র আল্লাহর ইসলামই স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো আদর্শে বা ধর্মে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত নয়। কোনো কোনো ধর্মে তো স্ত্রীকে মানুষ হিসাবেই অধিকার দেয়া হয়নি। তদানীন্তন আরব সমাজে স্ত্রীদেরকে চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য সম্মান-মর্যাদা দেয়া হতো না। তাদেরকে হীন, নগণ্য ও অনুগ্রহের পাত্রী মনে করা হতো। নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মতো তাদেরকে রাখা হতো। ইসলামই স্ত্রীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, স্ত্রীর মৌলিক অধিকার স্বামীর তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের ওপরে এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।' স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সম্পূর্ণ সমান। তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং দুইজনের মাঝে অধিকারের ক্ষেত্রে কোনোই পার্থক্য করা যেতে পারে না। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কারো প্রতি কম বেশী করা হয়নি।

স্ত্রী-ই শুধু স্বামীর খেদমেত নিজেকে বিলিয়ে দেবে এ কথা ঠিক নয়। স্বামী যে খেদমত স্ত্রীর কাছ থেকে আশা করে, সেই একই খেদমত স্বামীকেও স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনে করতে হবে। স্ত্রীর অসুস্থতার সময়ে স্বামীকে তার খেদমত করতে হবে। রান্না দেরী হয়েছে বলে স্ত্রীর প্রতি চোখ রাঙানো যাবে না। স্ত্রীকে রান্নার কাজে স্বামী সহযোগিতা করবে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন। প্রত্যেক স্বামীকে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে আল্লাহর বিধান সম্পর্কে বিয়ের পূর্বেই যুবক-যুবতীদের জ্ঞানার্জন করা উচিত। তাহলে বিয়ের পরে স্বামী একাই শুধু স্ত্রীর মাথার ওপরে কর্তৃত্বের ছড়ি ঘুরাতে পারবে না। আর পরিবারের মুরুব্বীদেরও উচিত, বিয়ের সময় পাত্রকে স্ত্রীর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সচেতন করা। স্ত্রীকে অধিকার না দিলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে।' (মুসলিম)

স্বামীকে শাসনের অনুমতি

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী অন্যায় করলে স্বামী অবশ্যই তাকে শাসন করবে, কিন্তু স্বামী যখন অন্যায় করে তখন স্ত্রীকে কি স্বামীকে শাসনের অনুমতি দেয়া হয়?

উত্তর ঃ সমাজ যেহেতু ইসলামের বিপরীত আদর্শে চলছে, এ কারণেই স্ত্রী তার স্বামীর যাবতীয় অন্যায়-অবিচার মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা তাদের স্বামীকে ব্যক্তিগতভাবে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর তাঁরা রীতি মতো স্বামীর বিরুদ্ধে রাসূলের কাছে অভিযোগ করতেন এবং সে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সুতরাং আপনি যদি স্পষ্ট অনুভব করেন যে, আপনার স্বামী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত পথে চলছে, তখন আপনি তাঁকে মিষ্টি ভাষায় বুঝাবেন। প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে তাঁকে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। আখিরাতে জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর ভেতরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। তবে কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। স্বামীকে শাসনের নামে তার ব্যক্তিত্বে আঘাত দেবেন না। স্বামীও শাসনের নামে স্ত্রীকে আঘাত করবে না, অশালীন ভাষায় গালাগালি করবে না। কঠোরতা অবলম্বন করে যা না হয়, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সহৃদয়তা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, কোমলতা দিয়ে তাই হয়। সুতরাং কঠোরতা নয়-কোমলতার পথ অনুসরণ করুন।

স্বামীর মন জয় করতে পারিনি

প্রশ্ন ঃ আমার বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দুই বছর হতে চললো, এখন পর্যন্ত কোনো সন্তান হয়নি। আমার কেনো যেনো মনে হয়, আমি এখন পর্যন্ত আমার স্বামীর মন জয় করতে পারিনি। এখন বলুন, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কেমন ব্যবহার করবে?

উত্তর ঃ স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের জীবন মাধুর্যময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য ইসলাম কতিপয় জরুরী নির্দেশ দিয়েছে। মনে রাখতে হবে, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি লাভই হচ্ছে বিয়ের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কারণ এই জিনিস মানুষ মাত্রেই প্রয়োজন এবং মানব স্বভাবের ঐকান্তিক দাবি। পুরুষ ও নারী উভয়ের এক নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হলেই বিপরীত লিঙ্গ (Opposite sex) সম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার এক তীব্র ইচ্ছা ও বাসনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠে। উভয়ের দেহমনে যৌবনের সর্বপ্লাবী এক জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এ সময় যৌন মিলনের অপেক্ষাও প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা লাভের জন্য নারী ও পুরুষের মন-মানসিকতা অধিকতর উদ্দাম হয়ে ওঠে। এ জন্যই যথাসময়ে পুত্র ও কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম এবং বিয়েকে আল্লাহর কোরআন 'প্রেম-ভালোবাসার জীবন' বলে উল্লেখ করেছে। আসলে বিয়ের প্রকৃত বন্ধন হচ্ছে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। আল্লাহ না করুন, এই বন্ধন শিথিল হলে অন্য যে কোনো বন্ধন ছিন্ন হতে সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে এই বন্ধনকে স্থায়িত্ব ও গভীরতা দানের লক্ষ্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই সর্বাধিক যত্নবান হতে হবে।

চিন্তা করে দেখুন, স্বামী ও স্ত্রী দুইজনই সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশ, ভিন্ন পরিবার ও পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। তারা পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, একজনের কাছে আরেকজন সম্পূর্ণ নতুন। তাদের প্রত্যেকের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-প্রকৃতি, রুচি-অভ্যাস পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ধরনের। সাধারণত এটাই হয়ে থাকে এবং এটাই স্বাভাবিক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে বিশাল পার্থক্যও হয়ে থাকে। পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই দুইজনের মধ্যে পূর্ণ মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপন, এই দুইজনকে 'একজনে' পরিণত করাই হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিশেষ কাজটি বিয়ের পরে প্রথম সাক্ষাতেই পরিপূর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ জন্য ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছে, তা আদায় করতে থাকলে অচিরেই তাদের মধ্যে এক অভঙ্গুর মধুর বন্ধন সৃষ্টি হয়। স্বামী ও স্ত্রী

পরস্পর পরস্পরের প্রতি এমন আচরণ করবে, একে অপরের সাথে অন্তরের গভীর একাত্মপূর্ণ ভাবধারা ও ভেদহীন কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে থাকবে, যেন তারা একজন ঠিক অপরজনে পরিণত হয়।

স্বামীর বিরক্তিকর আচরণ

প্রশ্ন ঃ স্বামীর আচরণ আমার মধ্যে প্রায়ই বিরক্তির সৃষ্টি করে এবং তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠি, যদিও আমি তা তাঁর সামনে প্রকাশ করি না। ফলে আমি এক মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগছি। এই অবস্থা থেকে আমি কিভাবে পরিত্রাণ পেতে পারি?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে উত্যক্ত করে আনন্দ উপভোগ করার জন্যও অনেকেই এমন করে থাকে। বিষয়টি এমন কিনা তা লক্ষ্য করুন, যদি এমন হয় তাহলে এত তো বিরক্ত হবার প্রশ্নই আসে না। আর যদি বিরক্তিকর আচরণ তার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত থাকে, তাহলে এক মধুর পরিবেশে তার আচরণ সম্পর্কে তাঁকে সজাগ করে বিরক্তিকর আচরণ পরিহারের পরামর্শ দিন। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এই সুযোগেই শয়তান পরস্পরের মনে নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ফলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরে। মেয়েরা একটু নাজুক স্বভাবের হওয়ার কারণেও অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া, স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চলা হয়ে ওঠা নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। আপনার স্বামীর কতিপয় আচরণ আপনার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করলেও আপনি তার অন্য আচরণের প্রতি দৃষ্টি দিন। দেখুন তার মধ্যে অনেক ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্য আপনার চোখে ধরা পড়বে এবং আপনাকে মুগ্ধ করবে। সামান্য দুই একটি খারাপ গুণ দিয়ে স্বামীকে বিচার করবেন না এবং এ কারণে তার ওপরে ক্ষুব্ধ হবেন না। আর প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্রেই কিছু না কিছু এমন গুণ রয়েছে, যা আরেকজনে পসন্দ করে না। এ জন্যে কাউকে অপসন্দ করা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই তার অনেক ভালো গুণও রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মানসিক দ্বন্দ্ব দূর করে মনে প্রশান্তি দান করুন।

ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পরে আমার স্বামী আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেনি। একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার কিছুদিন পর থেকেই তিনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকেন যে, ঘুমের মধ্যে আমার নাকে শব্দ হয় এবং এ কারণে তার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি প্রায়ই আমার সাথে অশোভন আচরণ করে থাকেন। কোরআন ও হাদীসে এমন কোনো দোয়া কি আছে, যা পাঠ করে শোয়ার পরে নাকে আর শব্দ হবে না?

উত্তর ঃ এমন কোনো দোয়ার কথা আমার জানা নেই এবং নাক ডাকা বন্ধ করার জন্যও কোরআন অবতীর্ণ হয়নি। আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। আর নাক ডাকার কারণে আপনার স্বামী আপনার সাথে অশোভন আচরণ করেন, সেই স্বামী যদি এখানে থাকেন, তাহলে তিনি শুনে নিন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ-فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيْرًا-

তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করো ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করছো, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দেবেন। (নিছা-১৯)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–কোনো মুসলিম পুরুষ যেন কোনো মুসলিম নারীকে তার কোনো একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কারণ একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে। (মুসলিম)

কোরআনের এই আয়াত ও হাদীসে স্বামীদেরকে এক ব্যাপক হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা যাকে বিয়ে করেছো, যাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছো তার সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করবে। তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। আর প্রথমেই যদি এমন কিছু তোমাদের চোখে পড়ে, যার কারণে তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ঘৃণিত হয়ে পড়ে, স্ত্রীর প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তাহলে তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করো না। বুদ্ধির স্থিরতা ও সজাগ বিচক্ষণতা সহকারে শান্ত থাকতে ও পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করো। এ কথা তোমাকে অনুধাবন করতে হবে, কোনো বিশেষ কারণে তোমার স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তাহলে এখানেই চূড়ান্ত নৈরাশ্যের সাথে ও চিরবিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেলো না। কেননা হতে পারে, বিয়ের পরে প্রথমেই সহসা এক অপরিচিতা মেয়েকে তোমার সমগ্র মন-হৃদয় দিয়ে তুমি গ্রহণ করতে পারোনি। তার ফলেই এই ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে অথবা তুমি হয়তো একটি দিক দিয়েই তাকে বিচার করেছো এবং সেদিক দিয়ে তাকে মন মতো না পেয়ে হতাশ হয়েছো। অথচ তোমার অনুভব করা উচিত যে, সেই বিশেষ দিক ব্যতীত আরো অসংখ্য দিক এমন থাকতে পারে, যার জন্যে তোমার মনের আকাশ থেকে ঘৃণার পুঞ্জিভূত মেঘ কেটে যাবে এবং তুমি তোমার সমগ্র হৃদয় দিয়ে তাকে আপন করে নিতে সক্ষম হবে।

সেই সাথে এ কথাও বুঝা উচিত যে, কোনো নারীই সম্পূর্ণ ঘৃণা ও খারাপের প্রতিমূর্তি হয় না। যার একটি দিক ঘৃণার, তার আরো সহস্র ভালো দিক থাকতে পারে এবং যা এখনো স্বামীর সামনে উদঘাটিত হয়নি। কিছু দোষ থাকলে অনেকগুলো ভালো গুণও রয়েছে। এ কারণে কোনো কিছু খারাপ লাগলে সাথে সাথে অস্থির ও দিশাহারা হয়ে স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। যে স্ত্রীর নাক ডাকার কারণে আপনি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করছেন, আপনি লক্ষ্য করুন, আপনার সন্তানের প্রতি সে কি ধরনের সেবাযত্ন করছে। আপনি স্বয়ং অসুস্থ হলে বা কোনো বিপদে পড়লে সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ে। রাতের পর রাত ঘুম হারাম করে সে কিভাবে আপনার সেবাযত্ন করছে। আপনাকে একটু উপাদেয় খাবার খাওয়ানোর জন্য সে কত কষ্ট করে আগুনের তাপে রান্না করছে। স্ত্রীর এসব ভালো দিকের প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন, শুধু নাক ডাকার জন্য আপনি যদি তার সাথে খারাপ আচরণ করেন, তাহলে আল্লাহর কাছে দায়ি হবেন।

পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী প্রায়ই বলে থাকেন যে, 'তোমরা আদম আলাইহিস্ সালামের পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি, তোমাদের স্বভাবই বাঁকা। ডান দিকে বললে বাম দিকে যাও।' এই কথাটি আমার কাছে নারীর সম্মান-মর্যাদার প্রতি আঘাত বলেই মনে হয়। অনুগ্রহ করে কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর ঃ হাদীসে নারীকে পাঁজরের বক্র হাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সত্যই যদি স্ত্রীকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হতো, তাহলে পৃথিবীতে যেসব দেশের পুরুষরা দশটি বিশটি বিয়ে করে, তাহলে তো তাদের পাঁজরের একটি হাড়ও অক্ষত থাকার কথা নয়। বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নারীরা পাঁজরের হাড়ের মতো। তাকে সোজা করতে চাইবে তো তাকে চূর্ণ করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।'

নারী সৃজিত হয়েছে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে–কথাটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর আসল অর্থ এটা নয় যে, নারীকে সৃষ্টিই করা হয়েছে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে। বরং এর অর্থ হলো, নারীর সৃষ্টিতে পাঁজরের হাড়ের মতো বক্রতা বিদ্যমান। সমগ্র মানব জাতি সম্পর্কে কোরআনে যেমন বলা হয়েছে, 'মানুষকে তাড়াহুড়া করার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।' এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে,

'মানুষ প্রকৃতপক্ষেই তাড়াহুড়া থেকে জন্মলাভ করেছে।' বরং এর তাৎপর্য হলো, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতেই তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার প্রবণতা নিহিত রয়েছে। পাঁজরের হাড় থেকে নারী সৃষ্টি, কথাটি বক্রতা বোঝানোর জন্য রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, নারীর মধ্যে এমন এক ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা। নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। নারীরা সাধারণত একটু জেদী প্রকৃতির হয়ে থাকে। নিজের কথার ওপর অটল থাকা ও একবার জেদ উঠলে সবকিছু সহ্য করা নারী স্বভাবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা খুঁতখুঁতে মেজাজেরও হয়ে থাকে। সুতরাং পুরুষ যদি কথায় কথায় তার দোষ ধরে, আর একবার কোনো দোষ পাওয়া গেলে তা শক্ত করে ধরে রাখে এবং কখনো ভুলে না যায়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকুই শুধু নষ্ট হবে না, দাম্পত্য জীবনের স্থিতিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। যে পুরুষ তার নিজের সহধর্মিণীর খুঁটিনাটি অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর মজ্জাগত অভ্যাস, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোনো নারীকে স্ত্রী হিসাবে সাথে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে তাদের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা তাগাবুনের ১৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ–وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের ওপর বেশী চাপ প্রয়োগ করো না বা শক্তি প্রয়োগ করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, জেনে রাখো, আল্লাহ স্বয়ং বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

নারীদের স্বভাবে সৃষ্টিগতভাবে যে বক্রতা দেয়া হয়েছে, সে বক্রতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা যাবে না। তাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করতে হলে, তাদের মন-মেজাজ ও স্বভাবের প্রতি পূর্ণরূপে সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ আদায় করতে হবে, বাঁকা স্বভাবের কারণে অধৈর্য হওয়া যাবে না। তাদের আসল প্রকৃতি বজায় রেখে এবং তাদের স্বভাবকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাদেরকে নিয়ে সুমধুর

পারিবারিক জীবন গড়তে হবে। তাদের কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করতে হলে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে অত্যন্ত দরদ, নম্রতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করা এবং তাদের মন রক্ষা করার জন্য শেষ সীমা পর্যন্ত স্বামীকে যেতে হবে। তাদেরকে বাঁকা হাড়ের সাথে তুলনা করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, পাঁজরের হাড় যেমন বাঁকা এবং তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে যাবে। ঐ হাড় বাঁকাই থাকবে এবং দেহ পরিচালনা করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর স্বভাবকে একান্তই নিজের মন মতো করতে চাইলে তা কখনোই সম্ভব হবে না। সুতরাং তার স্বভাব-প্রকৃতিতে তাকে থাকতে দিয়েই পরম ধৈর্য ধারণ করে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তার প্রতি রূঢ় ব্যবহার পরিহার করা ব্যতীত স্বামীর দ্বিতীয় কোনো উপায়ই নেই।

নারীর স্বভাবে বাঁকা প্রকৃতি নিহিত রয়েছে–আল্লাহর রাসূলের এই কথায় নারীদের অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হওয়ার অথবা নিজেদেরকে অপমানিত মনে করার কোনোই কারণ নেই। কারণ এ কথার মাধ্যমে তাদেরকে অপমান বা তাদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়নি। আল্লাহর রাসূলের এই কথার মূল উদ্দেশ্য হলো, নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর পুরুষদেরকে অত্যধিক সজাগ-সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। পৃথিবীর পুরুষ জাতি নারী জাতিকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলবে, তাদের মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখবে, তাদের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করবে, তাদের জন্য প্রেমের বাহু বিছিয়ে দেবে, এসব দিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহর রাসূল ঐ সকল কথা বলেছেন। এতে করে পুরুষদের কাছে নারীরা অধিকতর আদরণীয় হয়েছে, তাদের সম্মান ও মর্যাদা পুরুষের কাছে বৃদ্ধিই পেয়েছে।

নারীর অসংখ্য উত্তম দিক রয়েছে। তারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, অল্পে তুষ্ট, স্বামী-সন্তানের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গকারিণী, মায়া-মমতা ও প্রেমদায়িনী। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন-পালনের কঠিন কাজ কেবলমাত্র নারীদের পক্ষেই সম্ভব। নারী যে কতটা কষ্ট সহ্য করে এসব কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তা পুরুষদের পক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। ঘর-সংসারের কাজ ও ব্যবস্থাপনায় নারীরা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাদের অনুভূতি পুরুষদের মতো নাজুক ও স্পর্শকাতর নয়। পুরুষদের মতো তারা ধৈর্যহীনা নয়। আপনার স্বামী আপনার মধ্যে শুধু বাঁকা স্বভাবই দেখলো, এসব সর্বোত্তম

গুণাবলী তার চোখে পড়লো না? আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবাড়ি ক্ষমা করে দিয়েছেন, সুতরাং স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি স্বামীকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না।

স্ত্রী নয়—দাসী

প্রশ্ন ঃ অনেক ছেলেদেরকে বলতে শোনা যায়, 'এখন বিয়ে করার ইচ্ছা ছিলো না, মা একা সংসারের কাজ করতে পারে না, তাই বিয়ে করলাম।' এ কথার পরিষ্কার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সংসারে একজন কাজের লোক প্রয়োজন। এ কারণে তিনি বিয়ে করে একজন দাসী এনেছেন—স্ত্রী নয়। আমার প্রশ্ন, স্ত্রীকে যদি দাসী মনে করা হয়, তাহলে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা কিভাবে দেয়া হবে?

উত্তর ঃ স্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের ধারণা পোষণ করা মারাত্মক অপরাধ। হাদীসে স্ত্রীকে 'আল্লাহর দাসী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিয়ের পরে একজন স্ত্রীকে তার স্বামী পৃথক একটি ঘর দেবে, তাঁর জিনিস-পত্র রাখার জন্য পৃথক আলমারী দেবে। তার কাজ-কর্মে সহযোগিতা করার জন্য একজন কাজের লোক দেবে। স্ত্রী অসুস্থ হলে তার সেবা-যত্ন ও যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে স্বামী। স্ত্রীর যে কোনো বিপদে স্বামী তার দিকে মমতার বাহু বিছিয়ে দেবে। এক কথায় স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজন স্বামী পূরণ করবে এবং এটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার। যারা সংসারিক কাজের প্রয়োজনে স্ত্রীর কাছ থেকে পশুর মতো শ্রম আদায় করে, নিঃসন্দেহে তারা অন্যায় করে এবং এটা নারীর অধিকার হরণের শামিল। আল্লাহর কাছে এ জন্য জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী সংসারের কাজ করবে না কেনো, অবশ্যই কাজ করবে। তবে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বোঝা তার ওপরে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে সে অবশ্যই স্ত্রীকে সহযোগিতা করার জন্য কাজের লোক রাখবে।

স্বামীর জন্য অপেক্ষা

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পরে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো ধরনের দায়িত্ব পালন না করে, দেখা-সাক্ষাৎ না করে, কোনো ধরনের খরচ না দেয়, তাহলে স্ত্রী সেই স্বামীর জন্য কত বছর অপেক্ষা করবে এবং এই বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইলে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করবে?

উত্তর ঃ স্বামী যদি বিয়ের পরে স্ত্রীর কোনো অধিকার আদায় না করে, তাহলে স্ত্রীর এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে। বর ও

কন্যাপক্ষের লোকজন বিচার-সালিশের মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করতে ব্যর্থ হলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। আদালতের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদ করে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিকার রাখে।

স্বামী অবৈধ পথে উপার্জন করছে

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী স্পষ্ট অনুভব করছে যে, তার স্বামী অবৈধ পথে উপার্জন করছে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী কি ভূমিকা পালন করতে পারে?

উত্তর ঃ স্বামী যদি অবৈধ পথে উপার্জন করে আর স্ত্রীর যদি পৃথক কোনো উপার্জন না থাকে, তাহলে স্ত্রীকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী পৃথক উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে ঘরে অবস্থান করেই বিভিন্ন ধরনের কাজ করে অর্থোপার্জন করা যায়। স্ত্রীর পক্ষে এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্বামীকে অবৈধ উপার্জনের পথ থেকে বিরত রাখার জন্য স্ত্রীকে শেষ সীমা পর্যন্ত চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। স্বামীর হৃদয়ে হারাম উপার্জনের নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। স্বামীকে বলুন, 'পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। অবৈধ পথে তুমি উপার্জন করো না। প্রয়োজনে আমরা দিন-রাতে এক বেলা ডাল-ভাত খাবো, তবুও হারাম পথ ত্যাগ করো। হারাম পথে উপার্জিত অর্থে শরীরে যদি এক ফোটা রক্তও সৃষ্টি হয়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই রক্তের ফোটা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। এসব কথা আপনি আপনার স্বামীকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন। আপনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে থাকুন, যদি আপনি ব্যর্থ হন, তাহলে আপনার কোনো গোনাহ্ হবে না। কারণ স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব স্বামীর। স্বামীর পাপের দায়িত্ব আপনাকে বহন করতে হবে না। আপনি আপনার স্বামীর ভেতরে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকুন। আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করুন।

দৃষ্টি শক্তিহীনা নারীর বিয়ে

প্রশ্ন ঃ আমি একজন দৃষ্টি শক্তিহীনা নারী। দৃষ্টিহীনতা বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা মনে করছি। আমি যদি বিয়ে না করি তাহলে কি আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে?

উত্তর ঃ আপনার প্রতি আমি সমবেদনা প্রকাশ করছি। দৃষ্টি নেই যার–দুনিয়া নেই তার। একজন মানুষ দৃষ্টি শক্তিহীন হলে তার গোটা জীবনই বৃথা। আপনি যদি ধৈর্য

অবলম্বন করেন তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে এর জন্য উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করবেন। অন্ধত্ব ব্যতীত আপনার যদি অন্য কোনো শারীরিক অসুবিধা না থাকে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। কারণ আপনার সতীত্ব হেফাযতের জন্য, নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য সর্বোপরি অন্ধ জীবনে একান্ত আপনজন লাভের জন্য বিয়ে করে স্বামী গ্রহণ করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণে অশান্তি সৃষ্টি

প্রশ্ন ঃ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারণে-অকারণে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কেনো এমন হচ্ছে এবং এই অশান্তি দূর করার উপায় কি?

উত্তর ঃ পারিবারিক জীবনে নানা কারণে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে এবং সব পরিবারে অশান্তির ধরন এক নয়–ভিন্ন ভিন্ন। তবে যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ হলো আল্লাহর দ্বীনের অনুপস্থিতি। আল্লাহর বিধান যেখানে অনুসরণ করা হয়না, সেখানে তো অশান্তি হবেই। এই অশান্তি দূর করার জন্যই আল্লাহর দ্বীনের আগমন ঘটেছে। যে পরিবারে কোরআন-হাদীস নেই, কোরআন-হাদীসের অনুসরণ করা হয় না, সেখানে কি করে শান্তি আশা করা যেতে পারে? স্বামী-স্ত্রীসহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের অধিকার যদি কোরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে আদায় করা হয় এবং সবাই যদি আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চলে, তাহলে সেই পরিবারে অশান্তি হবার কথা নয়। সুতরাং শান্তি লাভের জন্য ইসলামকে বুঝতে হবে এবং ইসলাম নির্দেশিত পথ নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ কাংখিত শান্তি লাভ করা যাবে।

ঋণ পরিশোধে স্বামী উদাসীন

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী ঋণী এবং তিনি তা পরিশোধের ব্যাপারে উদাসীন। এখন সেই ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে আমার প্রতি দায়িত্ব বর্তে কিনা?

উত্তর ঃ ঋণ যদি স্বামীর হয় তাহলে স্ত্রীর প্রতি সেই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বর্তে না। তবে আপনার যদি তা পরিশোধের ক্ষমতা থাকে, তাহলে তা পরিশোধ করতে পারেন। না করলে আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন না। কারণ ইসলাম একজনের বোঝা আরেকজনের প্রতি চাপায় না। তবে আপনার স্বামী যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারেন আর আপনার যদি তা পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে আপনি ইচ্ছা করলে স্বামীকে ঋণ থেকে মুক্ত করতে পারেন এবং এতে সওয়াব রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা হাশরের ময়দানে আপনাকে এ জন্য উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

নির্যাতিতা স্ত্রীর মুক্তি কোন্ পথে

প্রশ্ন ঃ নির্যাতিতা স্ত্রী কোন্ পদ্ধতিতে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে?

উত্তর ঃ নির্যাতক স্বামীর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। প্রথমত দুই পক্ষের নেতৃস্থানীয় লোক বা আত্মীয়দের মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে খোলা তালাক গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এটা একটি উত্তম ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়ত আদালতের শরণাপন্ন হওয়া এবং এ জন্য বিশেষ আদালত গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সেই আদালতের পরিধি প্রত্যেক ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত অর্থেই বর্তমানে মহিলারা সমাজে বড়ই নির্যাতিত হচ্ছে। আরেকদিকে তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত ঘৃণিত আইনের কারণে পুরুষ নির্যাতিত হচ্ছে। আইয়ুব খানকে তাড়ানো হলো কিন্তু তার প্রবর্তিত আইন দিয়ে নির্যাতন করা যাবে, এ জন্য সে আইনকে বলবৎ রাখা হলো। সুতরাং আল্লাহর আইনে পরিবর্তন না ঘটিয়ে তা দেশ ও জাতির পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা একান্তই প্রয়োজন।

তৃতীয়ত বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে জানিয়ে দিতে পারে যে, 'আমার যেমন তোমাকে তালাক দেয়ার অধিকার রয়েছে, অনুরূপ অধিকার আমি তোমাকেও দিলাম।' এটাকে তালাকে তাফবীজ বলা হয়। অবশ্য এই ধরনের তালাকের ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ বিরাজমান। এ জন্য বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে এই অধিকার দিলেও বিবাহ বিচ্ছেদের সময় খোলা তালাকের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

স্বামী পরপুরুষের সাথে মিশতে বাধ্য করে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী আল্লাহর বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না। আমাকে পর পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে, কথা বলতে এমনকি এক রিক্সায় উঠতে বাধ্য করে। যাদের সাথে এসব করতে বাধ্য করে, তারা কেউ-ই আমাদের আত্মীয় নয়–আমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধব। এসব আমি সহ্য করতে পারিনা বিধায় তাকে দীর্ঘ পাঁচ বছর বুঝিয়েছি। কিন্তু তার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়নি। এ ব্যাপারে আমি মানসিক যন্ত্রণায় আছি। এখন আমি কোন্ পথ অবলম্বন করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার অবস্থা সত্যই দুঃখজনক, মহান আল্লাহ আপনাকে এই অবস্থা

থেকে মুক্ত করুন। যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে অপর পুরুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ করে দেয়, হাদীসে তাদেরকে 'দাইউস' বলা হয়েছে। আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'দাইউস' কি? জবাবে তিনি বলেছেন, দাইউস হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার স্ত্রীর কাছে কে গেলো আর কে না গেলো, তার কোনো পরোয়া করে না, স্ত্রী কোন্ পুরুষের সাথে মেলামেশা করছে, স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ মেলামেশা করছে কিনা, এ ব্যাপারে যার দৃষ্টি নেই সে-ই হলো দাইউস। আর এই দাইউসের জন্য জান্নাত হারাম করা হয়েছে। সুতরাং আমি আপনার স্বামীর জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার স্বামীর মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদয় করে দিন।

আর আপনার ভূমিকা কি হবে, এ ব্যাপারে কথা হলো, আপনি নিরাশ হয়ে চেষ্টা-সাধনায় বিরতি দেবেন না। এ ব্যাপারে একটি গল্প থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। একজন নারী এক দরবেশের কাছে গিয়ে আবেদন করলো, আমার স্বামী যেন আমার বাধ্যানুগত থাকে, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে পরামর্শ দিন। কারণ স্বামী আমার কোনো কথাই শোনে না। দরবেশ বললেন, তুমি আমাকে জীবন্ত বাঘের ঘাড় থেকে চারটি পশম এনে দিতে পারো, তাহলে তুমি তোমার স্বামীকে যেমন খুশী তেমনভাবে চালাতে পারবে।

সেই নারী পড়লো বেকায়দায়। জীবন্ত বাঘের ঘাড় থেকে পশম যোগাড় করতে গেলে তো বাঘের পেটে যেতে হবে। কিন্তু উপায় কি! স্বামীকে অনুগত করতে গেলে তো বাঘের পশম আনতেই হবে। নারী চেষ্টা করতে থাকলো। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে সে সত্যই বাঘের পশম যোগাড় করে দরবেশের কাছে গেলো। দরবেশ সাহেব অবাক কণ্ঠে মহিলাকে প্রশ্ন করলো, তুমি জীবন্ত বাঘের ঘাড় থেকে পশম আনলে কিভাবে?

মহিলা বললো, প্রথমে আমি জঙ্গলে গিয়ে বাঘ খুঁজে বের করলাম। তারপর বাঘের সাথে সখ্যতা গড়ার জন্য প্রথমে দূর থেকে তাকে একটি মুরগী খেতে দিলাম। তারপর একদিন ছাগল খেতে দিলাম। একদিন গরুর গোস্ত দিলাম। এভাবে প্রতিদিনই বাঘকে খাবার দিতাম। এভাবে করে আস্তে আস্তে আমি বাঘের কাছে যেতে থাকলাম। বাঘ যখন বুঝলো, আমি তাকে খাদ্য দেই। তখন সে আর আমাকে কিছুই বললো না। এক কথায় বাঘ আমার পোষ মানলো। এই সুযোগে আমি বাঘের ঘাড় থেকে পশম সংগ্রহ করলাম। বাঘের সাথে সখ্য গড়ার কাজে আমার পাঁচ মাস সময় লেগেছে।

দরবেশ সাহেব বললেন, স্বামীকে অনুগত করার জন্য তোমার মত নারীর তাবিজের প্রয়োজন নেই। তুমি স্বামীর কাছে যাও। মহিলা অবাক হয়ে বললো, কেনো? দরবেশ সাহেব মহিলাকে বললেন, যে নারী একটি জীবন্ত বাঘকে কৌশলে অনুগত করে তার ঘাড় থেকে পশম সংগ্রহ করতে সক্ষম, সেই নারী একজন মানুষকে নিজের অনুগত করতে অক্ষম, তুমি কি এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

মা–বোনেরা! গল্পটি এ জন্য বললাম যে, স্নেহ, মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা-আদর-সোহাগ দিয়ে কি না করা যায় বলুন! মমতা ঢেলে যত্ন করলে ধূষর মরুপ্রান্তর পুষ্প কাননে পরিণত করা যায়। অবাধ্য স্বামীর প্রতি আপনি প্রেমের বারি সিঞ্চন করতে থাকুন। স্বামীর প্রশংসা করতে থাকুন, তার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এগিয়ে দিন, তার পোষাক পরিধানের সময় আপনি নিজ হাতে পরিয়ে দিন। তাকে বলুন, তোমাকে এই পোষাকে অদ্ভূত সুন্দর দেখাচ্ছে। তার জন্য যত্নের সাথে রান্না করে সামনে পরিবেশন করুন। সংসারের খরচ বাঁচিয়ে স্বামীর জন্য পোষাক কিনে তাকে উপহার দিন। এভাবে একদিন দেখবেন আপনার স্বামী আপনার অনুগত হয়ে গিয়েছে, আপনি যা বলছেন, তাই শুনছে। কখনো স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না, খারাপ ব্যবহার স্বামীকে আপনার কাছ থেকে ক্রমশই দূরে সরিয়ে দেবে। মনে কষ্ট থাকলেও মুখে হাসি দিয়ে স্বামীর সাথে কথা বলুন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, হাসি মুখে কথা বলা একটি সদকা দেয়ার সমান সওয়াব। সুতরাং নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্বামীকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করুন।

অনুমতি ছাড়া আত্মীয়-স্বজনকে দান

প্রশ্ন ঃ স্বামীর উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ স্বামীর ঘরে স্ত্রীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত। স্ত্রীর যেমন অধিকার রয়েছে সীমার মধ্যে থেকে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার পরে যে কোনো কাজ করে অর্থোপার্জন করার, তেমনি অধিকার রয়েছে সেই উপার্জিত অর্থের মালিক হবার এবং নিজের ইচ্ছানুক্রমে জায়েয পন্থায় ব্যয় ও ব্যবহার করার। স্বামীর ধন-সম্পদেও তার ব্যয়-ব্যবহার ও দান করার অধিকার রয়েছে। আল্লাহর রাসূল মুসলিম নারীদেরকে দান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য কিছু হলেও তা উপহার হিসাবে

পাঠানোর জন্য বলেছেন। বোখারীর হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ থেকে যা দান করবে, স্বামীও তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। স্ত্রীদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা সাধ্যানুযায়ী দান করো, কিন্তু স্বামীর সম্পদ তার অগোচরে নিজের তহবিলে জমা করো না। যদি তা করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন।

আপনি স্বামীকে বলুন, আমি কোনো গুনাহের কাজ করছি না। আত্মীয়-স্বজনকে দান করার অধিকার তোমার যেমন রয়েছে, আমাদেরকেও তো ইসলাম সেই অধিকার দিয়েছে। আমাকে তুমি সেই দান করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না। এই সংসার আমাদের দুইজনার প্রচেষ্টায় চলছে। তুমি উপার্জন করছো আর তোমার ধন-সম্পদের প্রহরা দিচ্ছি। আমি যদি তা না করে সব খরচ করে ফেলতাম, তাহলে তোমার সংসার অচল হয়ে যেতো। সুতরাং আমিও সংসার গড়ছি, এই সংসার গড়ার পেছনে তোমার যেমন অবদান রয়েছে, অনুরূপ অবদান আমারও রয়েছে। এসব কথা বলে স্বামীকে দানের ব্যাপারে আপনি অনুপ্রাণিত করুন। আপনার স্বামী দান করলে যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি আপনি দান করলেও সওয়াব পাবেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল মহিলাদের মজলিশে উপস্থিত হয়ে তাদের লক্ষ্য করে উপদেশ দিলেন এবং সাদকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাপড় বিছিয়ে দিলেন। মেয়েরা সেই কাপড়ের ওপর তাদের অলঙ্কারাদি খুলে দিতে থাকলো। সুতরাং আপনারাও দান করুন, আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিদান দেবেন।

স্বামীর আদেশ মানবেন না

প্রশ্ন ঃ স্বামীর আদেশ যদি আল্লাহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হয়ে তার বিপরীত হয়, তাহলে সে আদেশ মানতে স্ত্রী বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ স্বামীর আদেশ অবশ্যই স্ত্রীকে মানতে হবে, কিন্তু সে আদেশ যদি ইসলামের বিপরীত হয়, তাহলে তা মানা যাবে না। স্বামীর এমন কোনো আদেশ স্ত্রী মানতে বাধ্য নয়, যে আদেশ পালন করতে গেলে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘিত হয়। হাদীসে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কোনো সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মহান আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না এবং আল্লাহর নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।' স্বামী যদি এমন কোনো আদেশ দেয় আর আপনি যদি তা

অনুভব করতে পারেন, তার সে আদেশ পালন করতে গেলে ইসলামের সীমা লংঘন করতে হবে। তাহলে আপনি স্বামীকে মিষ্টি-মধুর ভাষায় বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন, যে-দেখো, আমি প্রথমে আল্লাহর গোলাম। আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আদেশ অনুসরণ করতে আমি বাধ্য। কিন্তু তুমি আমাকে এমন কোনো আদেশ করো না, যে আদেশ পালন করলে আমি ও তুমি দুইজনেই জাহান্নামে যাবো। এভাবে করে স্বামীকে বুঝাবেন। কঠোর ভাষা প্রয়োগ না করে, সম্মান ও মর্যাদার সাথে মিষ্টি ভাষায় স্বামীকে বুঝাবেন। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন না যে, স্বামীর সাথে আপনার ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে সংসার অশান্তিতে ভরে যায় এবং আপনাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে।

শ্বশুরের দাবি–ঘুষ খাও

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী সরকারী চাকরী করেন, ঘুষ গ্রহণের পথ উন্মুক্ত থাকার পরও তিনি তা গ্রহণ করেন না। ফলে নির্ধারিত বেতনে সংসার পরিচালনা করতে কষ্ট হয়। এ কারণে আমার শ্বশুর-শাশুড়ী প্রায়ই আমার স্বামীকে চাকরী ক্ষেত্র থেকে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন, কিন্তু আমার স্বামী তা করেন না ফলে তারা তাঁকে তিরস্কার করেন ও অভিশাপ দেন। এই অবস্থায় আমার স্বামী পিতা-মাতার দাবি মানছেন না বলে তিনি কি আল্লাহর দরবারে দায়ি হবেন?

উত্তর ঃ সন্তান ঘুষ গ্রহণের সুযোগ থাকার পরও তা গ্রহণ করছে না এবং হালাল উপার্জনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকছে, এমন সুসন্তানের জন্য তো পিতা-মাতার গর্ব করা উচিত এবং আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। এমন সন্তান কয়জনে লাভ করতে পারে। ঘুষ গ্রহণ করে সংসারকে স্বচ্ছল করে না বলে পিতা-মাতা যদি সন্তানকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তা'য়ালা সে অভিশাপ মঞ্জুর করবেন না। বিষয়টি এমন নয় যে, পিতা-মাতা যা বলবেন, আল্লাহ তা-ই কবুল করবেন। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার শুভ কামনা ও অশুভ কামনা আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন, কিন্তু সে কামনা হতে হবে সঠিক পথে এবং যথাযথস্থানে। সন্তানকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, সে প্রথমে আল্লাহর গোলাম। সর্বাগ্রে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে প্রাধান্য দেবে। তারপরেও পিতা-মাতার আদেশ অনুসরণ করবে। পিতা-মাতার আদেশ যদি আল্লাহর আদেশের বিপরীত হয়, তাহলে তা অনুসরণ করা যাবে না।

রুজি হালাল না হলে দোয়া কবুল হয় না। হারাম উপার্জনে যে দেহ গঠিত হবে, তা জাহান্নামে যাবে। আপনার স্বামীকে বলুন, তিনি যেন তার পিতা-মাতাকে বুঝান, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে। আমি যদি হারাম পথে উপার্জন করি তাহলে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। হারাম পথে উপার্জন করার কারণে আমার যে গোনাহ্ হবে এবং আমি যে শাস্তি পাবো, সে গোনাহ্ ও শাস্তির ভাগ তো আপনারা গ্রহণ করবেন না। সুতরাং আপনারা আমাকে জাহান্নামের পথ অনুসরণ করার জন্য বলবেন না। আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, ঘুষ গ্রহণ না করার কারণে আমার প্রতি অভিশাপ না দিয়ে বরং আমার হালাল উপার্জনে আল্লাহ যেন বরকত দেন, আমার রিযিক যেন প্রশস্ত করে দেন সেই দোয়া করুন। এভাবে করে পিতা-মাতাকে বুঝাতে বলুন, আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করবেন।

স্বামীর সাথে অভিমান

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় আমরা দুইজনই বিএ পাশ ছিলাম এবং পরবর্তীতে স্বামীর অনুপ্রেরণায় আমি এমএ পাশ করে একটি স্কুলে চাকরী করছি। আমার স্বামীও চাকরী করেন। তিনি কোনোদিনও আমাকে প্রহার করেননি। হঠাৎ করে একদিন তিনি সন্তানের অপরাধের কারণে আমাকে চড় দিয়ে বসলেন, ফলে আমি আর তাঁর সাথে এক ঘরে থাকি না। তিনিও আমাকে ডাকেন না। এ অবস্থায় প্রায় মাসাধিককাল পার হতে চললো। এখন আমি ভীষণ অনুতপ্ত, অপরদিকে নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে স্বামীর ঘরে যেতেও পারছি না। এখন আমি কি করতে পারি?

উত্তর ঃ সন্তান কোনো কৃতিত্বের কাজ করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়কেই তখন গর্বভরে বলে, 'দেখতে হবে না, ছেলেটি কার!' আবার যখন কোনো অপরাধ করে বসে তখন বলে, 'দেখো, তোমার ছেলে এই কাজ করেছে।' তখন আর বলে না, 'আমার বা আমাদের ছেলে।' এটা একটি সাধারণ বিষয় যা দোষের নয়। কিন্তু সন্তানের অপরাধের কারণে তার মা'কে আঘাত করতে হবে, এটা তো ঠিক নয়। সন্তানের ব্যাপারে যদিও মায়ের দায়িত্ব বেশী, কিন্তু তাই বলে তো পিতাও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। আর বোধশক্তি সম্পন্ন সন্তান অপরাধ করলে মা'কে দায়ি হতে হবে কেনো?

আপনার প্রশ্ন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আপনার স্বামী অত্যন্ত ভদ্র মানুষ, তিনি কখনো আপনাকে প্রহার করেন না। হঠাৎ করে তিনি একটি ভুল করে ফেলেছেন, এ জন্য আপনি তাকে এভাবে শাস্তি দিতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রী দুইজনই দুইজনার, উভয়ের মধ্যে অহঙ্কার প্রদর্শন বা আমিত্ব বজায় রাখলে তো সংসার শান্তির হবে না। একের কাছে অপরের আমিত্ব বিসর্জন দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সম্মান-মর্যাদা সব শেষ হয়ে গেলো। আপনি এতদিন যে ভুল করে আসছেন, আজ থেকে আর সেই ভুল করবেন না। আজই আপনি স্বামীর কাছে ফিরে যাবেন, তার মনের অবস্থাও আপনি দেখতে পাবেন যে, তিনিও কতটা অনুতপ্ত। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসবে, ফেরেশ্‌তারা ততক্ষণ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে। (বুখারী)

বাপের বাড়িতে যাওযার অনুমতি

প্রশ্ন ঃ আমার ছোট বোন কলেজে পড়া অবস্থায় একটি ছেলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে কাউকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে এবং ছেলের অভিভাবক তাদেরকে গ্রহণ করেছে। আমার আব্বা-আম্মাও পরবর্তীতে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। আমার স্বামী এটা মেনে নেননি এবং আমাকে আজ প্রায় তিন বছর বাপের বাড়িতে যেতে দেন না। বর্তমানে আমার আব্বা ভীষণ অসুস্থ, তিনি আমাকে বার বার দেখতে চাচ্ছেন। কিন্তু স্বামী যেতে দিচ্ছেন না। এখন আমি কি করবো?

উত্তর ঃ সহশিক্ষা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে দেশে যিনা-ব্যভিচার যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি ডাষ্টবিন ও রাস্তা-পথে অবৈধ নবজাতকের লাশের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে তথাকথিত প্রেমের বিয়ের সংখ্যাও উদ্বেগ জনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী শিক্ষা ও পর্দার আইন কার্যকর না থাকার কারণে নৈতিকতার বন্ধন এমনভাবে আল্‌গা হয়ে পড়েছে যে, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরাই শুধু এসব অপরাধে জড়িয়ে পড়েনি, পরকিয়া প্রেমের ঘটনাও আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌছেছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন এক জায়গায় হয়, তখন শয়তানকে দিয়ে সেখানে তিনজন হয়।' শয়তান স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে বিপর্যয় ঘটিয়ে ছাড়ে। সুতরাং প্রেমের নামে যা ঘটে, সেখানে পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ, মেলামেশা, তারপর ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়, একে অপরের কাছে নানা ধরনের আবেগ তাড়িত কথা বলে, সর্বশেষে বিষয়টি যিনা-ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হয়। এসব কিছুই ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। যারা এই কাজ করে এবং এই কাজে সহযোগিতা করে, সবাই সমান পাপী।

অভিভাবকের অজ্ঞাতে কোর্টে বা কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করার পরে অভিভাবক যদি তাদেরকে গ্রহণ না করেন, তাহলে সমাজে এই ধরনের দুষ্কর্ম স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে।

হারাম প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বিয়ে করলো এবং বিয়ের পরে লজ্জার শেষ রেশটুকুও বিসর্জন দিয়ে মাতা-পিতার সামনে উপস্থিত হলো, তখন যদি তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদেরকে মেনে নিলে আমার অন্য সন্তানও তোমাদের পথই অনুসরণ করবে এবং সমাজের অন্যরাও উৎসাহিত হবে। সুতরাং তোমাদের কারণে আমার অন্য সন্তানগুলোকে খারাপ পথে ঠেলে দিতে পারি না এবং সমাজের অন্যকেও এই কাজে উৎসাহিত করতে পারি না।' অভিভাবক যদি এই ভূমিকা গ্রহণ করতো, তাহলে তথাকথিত প্রেমের পথে পা বাড়ানোর পূর্বে অনেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতো। বর্তমানে ইসলামের বিপরীত এই হারাম কাজ সমাজে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কাজে যারা স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যারা এই কাজ করেছে, তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে অবস্থান করে এ কথাই প্রমাণ করে দিন যে, ইসলামের বিপরীত পথে যে কাজ করা হয়, আপনার হৃদয়ে তার প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা রয়েছে। আপনি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন, বিষয়টি আপনার স্বামীকে বুঝিয়ে বলুন এবং আপনার আব্বা-আম্মাকে গিয়ে দেখে আসুন।

শ্বশুরের অপরাধে স্ত্রীকে শাস্তি

প্রশ্ন ঃ আমার আব্বা আমার অন্য চাচা ও ফুফুদের ঠকিয়ে প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়েছেন এবং যা ঘটেছে তা আমার বিয়ের পূর্বে। বিয়ের পরে আমার স্বামী যখন বিষয়টি জানতে পারে, তখন তিনি আর আমাকে পিতা-মাতার বাড়িতে যেতে দেন না এবং নিজেও যান না। আমার প্রথম সন্তান হবার পরেও আমার আব্বা তাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমার স্বামী অনুমতি দেননি। এখন আমি কি আমার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আব্বার সাথে দেখা করতে পারি?

উত্তর ঃ একজন জেনে বা না জেনে যদি গোনাহের কাজ করে থাকে, তাহলে তার সাথে এভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা ঠিক নয়। অনেকেই লোভের কারণে অনেককেই ঠকাতে পারে। আপনারা তো তার হেদায়াতের মাধ্যমও হতে পারেন। আপনারা তার কাছে যান এবং তাকে এভাবে হেদায়াত করুন যে, 'আপনি অন্যকে তার হক থেকে বঞ্চিত করে যে অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয়েছেন, তা আপনি চিরদিন ভোগ করতে পারবেন না। আমরা আপনার সন্তান এবং আপনার মৃত্যুর পরে এসব আমাদের দখলে আসবে। আপনি আমাদের সুখের জন্যই অন্যকে হক থেকে বঞ্চিত

করেছেন। আমরা হারাম পথে অর্জিত কোনো ধন-সম্পদের অংশীদার হতে আগ্রহী নই। আপনি অন্য হকদারকে তাদের হক থেকে বঞ্চিত করেছেন, হাশরের ময়দানে তাদের হক বুঝিয়ে দিতে হবে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদসহ আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে। সুতরাং হকদারের হক আদায় করে আপনি জাহান্নামের আযাব থেকে আত্মরক্ষা করুন।' বিষয়টি আপনি আপনার স্বামীকে এভাবে বুঝিয়ে বলুন, 'চলো আমরা দুইজনেই গিয়ে আব্বাকে বুঝাই, তিনি যদি আমাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে হকদারের হক আদায় করেন, তাহলে এর সওয়াব আমরা লাভ করবো।' পিতা-মাতা আল্লাহর নাফরমানী করছে, এ কারণে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন না, বরং আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে থাকুন এবং এই প্রচেষ্টায় কখনো বিরতি দেবেন না।

মা হওয়া কি জরুরী?

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পনের দিন পরেই দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে আমার স্বামী প্রায় পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলো। বর্তমানে চলাফেরার ক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে সক্ষম হলেও দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করতে অক্ষম। এ জন্য প্রায়ই তিনি আমাকে বলেন, 'তোমার জীবনটা ব্যর্থ হতে চলেছে, আমার কাছ থেকে তুমি সন্তানের মা হতে পারবে না, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিয়ে করো।' তার এসব কথায় আমি ভীষণ কষ্ট পাই এবং আমি তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক নই। প্রশ্ন হলো, অন্যত্র বিয়ে করে সন্তানের মা হওয়া কি আমার জন্য জরুরী?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের মতো নারীর প্রতি রহম করুন। স্বামীর অক্ষমতার ক্ষেত্রে যেসব স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করবে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই স্ত্রীকে পরকালীন জীবনে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করবেন। স্বামী অক্ষম হলে স্ত্রী অন্যত্র বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে, এই অধিকার তার রয়েছে। কিন্তু কোনো স্ত্রী যদি সেই পঙ্গু স্বামীকে নিয়েও জীবন অতিবাহিত করতে ইচ্ছুক হয়, সে স্বাধীনতাও তার রয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো, তাকে অবশ্যই নিজ সতীত্বের হেফাজত করতে হবে। আপনি যদি ইচ্ছুক হন, তাহলে অন্যত্র বিয়ে করতে পারেন, এ ব্যাপারে কোনো বাধা নেই কিন্তু অন্যত্র বিয়ে করলেই যে আপনি মা হবেন, এই নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারে? সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে আসে। বিষয়টি আপনি আপনার স্বামীকে বুঝিয়ে বলুন যে, 'তুমি অক্ষম হলেও আমি তোমাকে নিয়েই জীবন কাটাতে চাই। আর তুমি তালাকের কথা বলো না, এতে আমি কষ্ট পাই।' আল্লাহ

তা'য়ালা আপনাদের প্রতি রহম করুন এবং আপনার স্বামীকে সুস্থ করে আপনাকে সন্তানের মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

স্বামী সন্দেহ করে

প্রশ্ন ঃ একজন সৎ স্বামী তাঁর সৎ স্ত্রীকে কিভাবে সন্দেহ করতে পারে?

উত্তর ঃ স্বামী ও স্ত্রী যদি উভয়েই সৎ হয়, তাহলে পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করার তো কোনো কারণই থাকতে পারে না। তবে যেখানে মহান আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা হয় না, সেখানে সন্দেহ-সংশয়, অশান্তি ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। আপনারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করুন এবং কেনো সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে, সে কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদেরকে সুখী দাম্পত্য জীবন দান করুন।

স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত

প্রশ্ন ঃ স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত–আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত এই কথাটি ইসলাম সম্মত কিনা?

উত্তর ঃ মোটেও নয় এবং এই কথাটির সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। নারীর অধিকার হরণ করে যারা তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত রাখতে চায়, এ কথাটি তারাই প্রচার করেছে। আর ইসলামের শত্রুরা এই কথাটি নারী অধিকারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে বলে থাকে যে, ইসলাম নারীকে কোনো অধিকারই দেয়নি। প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।' এই ঘোষণার মাধ্যমে নারী জাতির সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের পায়ের নীচে রয়েছে জুতা, আর নারীরা মায়ের জাতি, তাদের পায়ের নীচে রয়েছে বেহেশ্‌ত। সুতরাং স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্‌ত, এ কথা মারাত্মক ভুল। বরং সঠিক হাদীস হলো, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশ্‌ত।

ঘুষ নয়-নাস্তা খাওয়ার টাকা

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী একটি রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকের অফিসার। তার কর্মদক্ষতার কারণে বিভিন্ন গ্রাহকবৃন্দ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করে থাকেন। প্রশ্ন হলো, এই অর্থ গ্রহণ করা কি তার জন্য বৈধ?

উত্তর ঃ যিনি এই প্রশ্নটি করেছেন, সেই মহিলা খুবই পরহেজগার, মহান আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আপনার প্রশ্নের জবাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। হযরত

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিলাফত আমলে যাকাত সংগ্রহকারী ব্যক্তি যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে এনে হযরত ওমরের কাছে দিয়ে বললেন, 'আমিরুল মুমেনীন! যাকাতের এসব অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করুন।' হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন, লোকটির সাথে আরেকটি থলে। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ঐ থলেতে কি?' লোকটি বললো, 'এগুলো আমার বকশিশের অর্থ, লোকজন এসব অর্থ আমাকে উপহার দিয়েছে।' খলীফা বললেন, 'ওগুলোও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দাও।' লোকটি জানতে চাইলো, 'কেনো, এসব অর্থ তো লোকজন আমাকে উপহার দিয়েছে?' খলীফা বললেন, 'তাহলে আজ থেকে তোমাকে চাকরীচ্যুত করা হলো। এখন দেখি, কে তোমাকে বকশিশ দেয়।'

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ঘুষ গ্রহিতা ও ঘুষ দাতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' সুতরাং আপনার স্বামী সরকারী কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, কাজ করে দেয়া তার দায়িত্ব এবং এ জন্য তিনি সরকার থেকে বেতন গ্রহণ করেন। তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কোনো উপহার দিলে দিতে পারে সরকার। কিন্তু যাদের কাজ করে দেয়া হলো, তারা চা-নাস্তার নামে যা দেবে, তা ঘুষের মধ্যে শামিল হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আপনার কাছে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যাপারে সুপারিশের জন্য আসে এবং সাথে মিষ্টি, ফলমূল বা অন্য কোনো বস্তু এনে উপহার দেয়, অথবা নগদ অর্থ দেয়। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তা সবই ঘুষের মধ্যে শামিল হবে। সুতরাং সুপারিশ করে কোনো কিছু গ্রহণ করা ঘুষ গ্রহণের নামান্তর। আপনি আপনার স্বামীকে বলুন, চা-নাস্তার নামে কোনো গ্রাহক যদি কিছু দেয়, তা যেন তিনি ফিরিয়ে দেন। আর বন্ধু-বান্ধব যদি খুশী হয়ে কিছু উপহার দেয়, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু চাকরীতে বহাল থেকে কাজের বিনিময়ে বেতনও গ্রহণ করা হচ্ছে, অপরদিকে গ্রাহকদের কাছ থেকেও কিছু নেয়া হচ্ছে। এ ধরনের কিছু গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

পিতা-মাতা ও স্বামী–গুরুত্ব কার বেশী?

প্রশ্ন ঃ পিতা-মাতা ও স্বামীর মধ্যে কার গুরুত্ব অধিক?

উত্তর ঃ আল্লাহর পরেই পিতা-মাতার স্থান। পৃথিবীতে পিতা-মাতার গুরুত্বের মোকাবেলায় অন্য কারো গুরুত্বের তুলনাই করা যায় না। পিতা-মাতা তাদের স্থানে মহিয়ান আর স্বামী তার নিজের স্থানে অত্যন্ত সম্মানীত ও মর্যাদাবান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই দুই স্থানে সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শনের ধরন ভিন্ন। সুতরাং পিতা-মাতাকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা যেমন দিতে হবে, অনুরূপ স্বামীকেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান-মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

স্বামীর প্রতি বদদোয়া

প্রশ্ন ঃ স্বামীর অশোভন আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো স্ত্রী বদদোয়া করে, তাহলে স্ত্রীকে কি আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে বদদোয়া করেননি। আপনি সেই রাসূলেরই উম্মত। আপনি কেনো বদদোয়া করবেন? স্বামীর কোনো আচরণ যদি আপনার কাছে খারাপ বোধ হয়, তাহলে তা সংশোধনের চেষ্টা করুন এবং তার হেদায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন–বদদোয়া করবেন না। বদদোয়া যদি আল্লাহ কবুল করেই নেন, তাহলে তো আপনারই ক্ষতি হবে। আল্লাহ না করুন, আপনার স্বামী যদি ইন্তেকাল করেন তাহলে আপনিই বিধবা হবেন। কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে পঙ্গুত্ববরণ করেন, তাহলে সে ক্ষতি আপনাকেই বরণ করে নিতে হবে। সুতরাং স্বামীকে বদদোয়া না করে তার জন্য দোয়া করুন, তার সাথে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করুন। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে চেষ্টা করুন এবং পরস্পরের কল্যাণের জন্য দোয়া করুন।

স্ত্রীর অর্থ-খুশী মতো ব্যয় করা

প্রশ্ন ঃ আমি চাকরিজীবী মহিলা। আমার নিজের উপার্জিত অর্থ যদি স্বামীকে না জানিয়ে আমার পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনকে দেই, তাহলে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ অবশ্যই দিতে পারেন, এতে আপনার কোনো গোনাহ্ হবে না। আপনার উপার্জিত অর্থ আপনি বৈধ পথে ব্যয় করতে পারেন অথবা জমাও করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি স্বামীর সম্পদ থেকেও তার অনুমতি নিয়ে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার স্বাধীনতা রয়েছে।

পর্দা করতে স্বামীর বাধা

প্রশ্ন ঃ আমি বাইরে যাবার সময় মাথায় স্কার্ফ বা ওড়না ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার স্বামী এতে বাধা দিচ্ছেন। আমি যদি স্বামীর নির্দেশ অনুসরণ করি, তাহলে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ স্বামীর আদেশ যদি আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত হয়, তাহলে সে নির্দেশ পালন করা যাবে না। পালন করলে গোনাহ্গার হতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, সর্বপ্রথমে আপনি আল্লাহর গোলাম এবং তাঁর আইন পালন করা আপনার জন্য ফরজ। আপনি অবশ্যই পর্দা করবেন এবং বাড়ির বাইরে যাবার সময় পর্দার সাথে যাবেন। স্বামীর আদেশে পর্দা লংঘন করা যাবে না। আপনি স্বামীকে বুঝিয়ে

বলুন, আমি তো কোনো অন্যায় কাজ করছি না, আমি আল্লাহর আদেশ পালন করছি। আমি যদি আল্লাহর আদেশ পালন না করি, তাহলে তুমিও গোনাহ্গার হবে আমিও গোনাহ্গার হবো। আমি তোমার সমস্ত আদেশ-নিষেধ পালন করবো। তুমি এমন কোনো আদেশ আমাকে করো না, যা পালন করতে গেলে আল্লাহর নাফরমানী করা হয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত আদেশ আমি মুসলিম নারী হয়ে মানতে পারি না। এভাবে করে স্বামীকে মিষ্টি ভাষায় বুঝান, তার সাথে ঝগড়া না করে, সম্পর্কের অবনতি না ঘটিয়ে তার মন জয় করুন।

আব্বা আমার আম্মাকে মারে

প্রশ্ন ঃ আমরা সবগুলো ভাই-বোনই বড় হয়েছি। কিন্তু সামান্য ব্যাপারেও ক্ষিপ্ত হয়ে পিতা আমার আম্মাকে অমানুষিকভাবে প্রহার করে। এ সময় আমাদের যে কষ্ট হয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। এ ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি?

উত্তর ঃ যারা নিজের স্ত্রীকে মারপিট করে সেটাও আবার জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের সামনে, তাদেরকে চরম মূর্খ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যে ব্যক্তি নিজের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নয়, সে অপরের সম্মানও বোঝে না। পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য ঘটাই স্বাভাবিক। এ জন্য স্ত্রীকে সন্তানদের সামনে শাসন করা মূর্খতা আর বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি সন্তানদের সামনে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া করাও ঠিক নয়। পরস্পর পরস্পরকে যদি দুই কথা শোনতেও হয়, তাহলে তা সন্তানদের আড়ালেই শোনানো উচিত। কিন্তু সন্তানদের সামনে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে গালিগালাজ করলে, মারপিট করলে সন্তান-সন্ততি বেয়াদব হতে বাধ্য। এসব সন্তানও পিতা-মাতার সামনে যে কোনো খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না এবং তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে। পিতা-মাতার প্রতি তাদের অন্তর থেকে শ্রদ্ধা-মায়া-মমতা উঠে যাবে। সুতরাং সন্তানদের সামনে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া কোনো ভদ্র-রুচিবান মানুষের কাজ নয়। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারেই পিতা-মাতাকে সন্তানদের সামনে সংযমী হয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, মাতা-পিতাই হলো সন্তান-সন্ততির প্রথম শিক্ষক। পিতা-মাতা যা করবে, সন্তান তাই শিখবে।

আর এ ব্যাপারে আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হলো, আপনি আপনার পিতা-মাতা উভয়কেই কোরআন-হাদীস দিয়ে বুঝান যে, এই ধরনের ঝগড়া, মারপিট করতে আল্লাহর রাসূল নিষেধ করেছেন এবং এ কারণে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে

হবে। এভাবে বুঝিয়ে পিতা-মাতাকে বিরত করুন। পিতাকে একদিকে আর মা'কে আরেকদিকে টেনে নিয়ে যান, যেন কেউ-ই কাউকে আঘাত করতে না পারে। এরপরেও আপনি আপনার পিতা-মাতার হৃদয়ে আল্লাহর ভয়, পরকালের ভয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ ঝগড়া-মারপিট থেকে তারা বিরত হবেন। আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তা'য়ালা যেন আপনার মাতা-পিতার মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন।

সামান্য অপরাধেই স্ত্রীকে প্রহার

প্রশ্ন ঃ একজন স্বামী নামায আদায় করেন, অপরদিকে স্ত্রীর সামান্য অপরাধের কারণে বেদম প্রহার করেন। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি কি?

উত্তর ঃ নামায আদায় এক বিষয় আর স্ত্রীকে মারপিট করা ভিন্ন বিষয়। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায় করে, তার চরিত্রে বিনয় ও ধৈর্য সৃষ্টি হয়। সুতরাং সামান্য ব্যাপারে স্বামী অধৈর্য হয়ে স্ত্রীকে প্রহার করবে, এটা তো ঠিক নয়। আল্লাহর রাসূল স্ত্রীকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। একান্ত বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে মৃদু শাসন করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে এমনভাবে প্রহার করা যাবে না যে, শরীরে কোনো দাগ লাগে। স্ত্রীর মুখে আঘাত করা যাবে না। আরাফাতের ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'তোমরা কালেমা পাঠ করে একটা পরের মেয়েকে নিজের জন্য হালাল করেছো। তাদেরকে দাস-দাসীর মতো প্রহার করো না।' কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, যারা সন্তান-সন্ততির সামনেই স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালি দেয়, মারাত্মকভাবে প্রহার করে। এসব পশুসুলভ কাজ, যা কোনো ভদ্র-রুচিবান মানুষের পক্ষে শোভনীয় নয়। সন্তানের সামনে স্ত্রী তার স্বামীকে, স্বামী তার স্ত্রীকে যদি গালিগালাজ করে, মারপিট করে, অপমান করে তাহলে সন্তানদের কাছে পিতা-মাতার সম্মান বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানকে শাসন করার নৈতিক শক্তি আর থাকে না। সন্তানকে কিছু বলতে গেলে তার উল্টো শুনিয়ে দেবে, 'নিজেরা আগে সংশোধন হও।' সুতরাং স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে গালি দেবে না, মারপিট বা অপমান করবে না।

স্বামীকে নাম ধরে ডাকা

প্রশ্ন ঃ স্বামীকে কি স্ত্রী নাম ধরে ডাকতে পারে? অনেকে বলে থাকেন, স্বামীকে নাম ধরে ডাকলে গোনাহ্ হবে। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সন্তানের নামের সাথে মিলিয়ে 'ইয়া আবুল কাসেম' অর্থাৎ হে কাসেমের পিতা বলে ডাকতেন। এই ধারাবাহিকতায় মুসলিম পরিবারে স্ত্রী তার স্বামীকে সন্তানের নামের সাথে মিলিয়ে ডাকেন বা সন্তান হওয়ার পূর্বে স্বামীর ভাই বা বোনকে জড়িয়ে স্বামীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলে, 'অমুকের ভাই' বলে উল্লেখ করে থাকেন। এটা মুসলিম সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এই সংস্কৃতিই প্রত্যেক মুসলিম নারীর অনুসরণ করা উচিত। স্বামীর নামোল্লেখ করে ডাকলে গোনাহ্ হবে, এমন কথা কোরআন-হাদীসে নেই। একান্ত প্রয়োজনে নামোল্লেখ করে ডাকা যেতে পারে, তবে নাম ধরে ডাকা ভদ্রতা ও সৌজন্যতার বিপরীত।

স্বামীকে নাম ধরে ডাকার অভদ্র প্রথা আমদানী করা হয়েছে পশ্চিমা জগৎ থেকে। তারা স্বামীকে স্বামী মনে করে না, 'যৌন সাথী' মনে করে এবং যে কোনো সময় সেই সাথীকে তারা পরিবর্তনও করে থাকে। স্বামীর নামোল্লেখ করে ডাকলে গোনাহ্ হবে না মনে করে পশ্চিমা সভ্যতা যা জন্ম দিয়েছে, তা অনুসরণ করা ঠিক হবে না। গোনাহ্ নেই, এমন একটি বিষয় অনুসরণ করতে গিয়ে গোটা পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি মনে অনুরাগ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং এটা আদবের খেলাপ কাজ, এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রথম স্বামীর জন্য দোয়া করা

প্রশ্ন ঃ আমার প্রথম স্বামী ইন্তেকাল করার পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি। প্রশ্ন হলো, আমি কি দ্বিতীয় স্বামীর সংসারে থেকে মৃত প্রথম স্বামীর জন্য দোয়া করতে পারি?

উত্তর ঃ অবশ্যই আপনি আপনার প্রথম স্বামীর জন্য দোয়া করতে পারেন। শুধু প্রথম স্বামীই নয়, আপনি সমস্ত মুসলমানদের জন্যই দোয়া করতে পারেন এবং তা করা উচিত।

স্বামী ধূমপান ও তালাক সমস্যা

প্রশ্ন ঃ ধূমপান আমার রুচির বিপরীত কিন্তু আমার স্বামী ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। আমার অনুরোধে তিনি ধূমপান ত্যাগ করেছেন বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি গোপনে ধূমপান করছেন, বিষয়টি আমার দৃষ্টিতে আসে। এ অবস্থায় আমি তাকে উত্তেজিত হয়ে বলেছি, 'পুনরায় যদি আপনাকে আমি ধূমপান করতে দেখি, তাহলে আপনি আমার জন্য হারাম হয়ে যাবেন।' বিষয়টি নিয়ে আমি

মানসিক দ্বন্দ্বে আছি। প্রশ্ন হলো, তিনি যদি হঠাৎ ধুমপান করেই বসেন, তাহলে আমার অবস্থা কি হবে?

উত্তর ঃ কথাটা ওভাবে বলা আপনার উচিত হয়নি। ধুমপানের ব্যক্তিগত, আর্থিক ও জাতীয় ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আপনি তাকে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। এখন আপনি আল্লাহর দরবারে তওবা করুন এবং ভবিষ্যতে এমন ধরনের কথা আপনি কখনো তাকে বলবেন না। বরং বুঝিয়ে ধুমপান থেকে বিরত করুন।

স্বামীর সাথে কথা বন্ধ রেখেছি

প্রশ্ন ঃ স্বামী ও স্ত্রীতে মন কষাকষি হয়েছে–ফলে তাদের মধ্যে কথা বন্ধ রয়েছে। এভাবে তারা কতদিন কথা বন্ধ রাখতে পারে এবং এ ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি, মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এক জায়গায় থাকতে গেলে এটা হতেই পারে। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা জায়েয নেই। একজনের রাগ বা অভিমান যদি বেশী হয়, তাহলে অপরজনকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তার রাগ ভাঙাতে হবে। যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন, এতে তিনি সওয়াব পাবেন। স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য না করে আনন্দ-ফূর্তিতে থাকলে সংসার অত্যন্ত সুখের হয় এবং সুখের সংসার গড়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই চেষ্টা করতে হবে।

সুদভিত্তিক ব্যাংকে স্বামী চাকরী করে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী একজন নিয়মিত নামাযী মানুষ, তিনি সুদ ভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরী করেন এবং তার উপার্জিত অর্থ দ্বারা আমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়। প্রশ্ন হলো, আমার স্বামীর উপার্জন কি জায়েয?

উত্তর ঃ শুধু গ্রামীণ ব্যাংকই নয়, শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত অন্য সমস্ত ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা, চাকরী করা বা কোনোভাবে ব্যাংকের সাথে জড়িত থাকা হারাম। কারণ এসব ব্যাংক সুদ ভিত্তিক আর সুদের সাথে কোনো মুসলমান জড়িত থাকতে পারে না। সুদের মধ্যে অসংখ্য গোনাহ্ রয়েছে, এর মধ্যে সবথেকে ছোট্ট গোনাহ্ হলো, নিজের মাকে বিয়ে করার অনুরূপ। সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরী করেন, তাদের উপার্জন হারাম আর হারাম উপার্জনে কোনো বরকত পাওয়া যাবে না। যাদের স্বামী বা স্ত্রী সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন, তাদের স্ত্রী এবং স্বামীকে বলতে হবে, অন্য কোনো হালাল প্রতিষ্ঠানে যেন চাকরীর চেষ্টা করে বা উপার্জনের হালাল পন্থা অনুসন্ধান করে। আর

এ জন্য মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে যে, তিনি যেন হালাল পথ উন্মুক্ত করে দেন। চাকরিজীবী সমস্ত মুসলমান যদি সুদ ভিত্তিক ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে চাকরী করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বা এক যোগে পদত্যাগ করে, তাহলে মুসলিম দেশে এসব প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে এবং জাতি সুদের গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে এই অবস্থার কথা কল্পনাও করা যেতো না। তবে যতক্ষণ অন্যত্র উপার্জনের ব্যবস্থা না হয়, ততক্ষণ অনিচ্ছা ও ঘৃণার সাথে এসব প্রতিষ্ঠানেই থাকা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই। তবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যাবে না, হালাল পন্থা অনুসন্ধান করতে হবে। শুধু ব্যাংকিং সেক্টরই নয়, সর্বত্র হারামের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এটা মুসলিম নারী ও পুরুষের ঈমানী দায়িত্ব।

স্বামী হারাম উপার্জন করে

প্রশ্ন ঃ স্বামী হারাম উপার্জন করে, ফলে আমিও হারাম খেতে বাধ্য হই। এই হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আমি কি তালাক চাইতে পারি?

উত্তর ঃ স্বামীকে হারাম উপার্জন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা স্ত্রী হিসাবে আপনার দায়িত্ব। আপনি স্বামীকে কোরআন-হাদীস দিয়ে মিষ্টি ভাষায়, মমতার সাথে বুঝান, তার মধ্যে পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি ও জাহান্নামের ভয় সৃষ্টি করুন। যখনই সময়-সুযোগ পাবেন, তখনই স্বামীকে বুঝাতে থাকুন। প্রয়োজনে আপনি তার পা দুটো ধরে হারাম পথ ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করুন। এরপরও যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আপনার কোনো গোনাহ্ হবে না। কারণ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব। স্বামী যদি হারাম পথে উপার্জন করে, তাহলে তার গোনাহের ভাগ আপনাকে নিতে হবে না। স্বামীর ভেতরে খারাপ গুণ রয়েছে, এ জন্য তাকে সংশোধনের চেষ্টা না করে তাকে ত্যাগ করা তো ঠিক নয়। আপনি তার পাশে থেকেই তাকে হেদায়াত করতে থাকুন। তালাক চাইবেন না বা এ ধরনের কোনো চিন্তাও করবেন না।

মৃত্যুর পরে স্বামীর লাশ দেখা

প্রশ্ন ঃ স্বামী বা স্ত্রী কেউ একজন ইন্তেকাল করলে, কেউ কি কারো লাশ দেখতে পারবে না?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন ইন্তেকাল করলে, কেউ কাউকে দেখতে পারবে না,

এ ধরনের কোনো নিষেধ নেই। তবে স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে গোছল দিতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রী দুইজনের মধ্যে কোনো একজন ইন্তেকাল করলে, গোছল, কাফন-দাফন করার মতো কাউকে পাওয়া না গেলে স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে গোছল, কাফন-দাফন সবই করতে পারে। এ কথাগুলো প্রযোজ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, তবে এই ধরনের অবস্থা বর্তমান জনবহুল এলাকায় কোথাও সৃষ্টি হবার কথা নয়।

লা'নত প্রাপ্তা স্ত্রী

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রীর কারণে স্বামী যদি রাগান্বিত হয়ে অন্য স্থানে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে সেই স্ত্রীর প্রতি লা'নত করা হয়। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর কারণে রাগান্বিত হয়ে অন্য স্থানে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে স্বামীর প্রতি কি লা'নত হবে না?

উত্তর ঃ মূল বিষয়টি হলো স্বামী-স্ত্রীর অধিকার। আল্লাহ্ তা'য়ালা উভয়ের অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন যদি অপরজনের অধিকার পূর্ণমাত্রায় আদায় করে, তাহলে তারা রাগারাগি করে পৃথক থাকবে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। উভয়ের অধিকার সমান কিন্তু সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বামীর মর্যাদা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিরমিযী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাহাবীদের সাথে নিয়ে একদিন পাহাড়িয়া এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে আল্লাহর রাসূলের কদম মোবারকে চুম্বন করলো। সাহাবা কেরাম এ দৃশ্য দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! উটের কতই না সৌভাগ্য যে, সে আপনার পায়ে চুমো খেলো। আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরাও আপনার পায়ে চুমো খেতাম এবং সিজ্দা করতাম।'

আল্লাহর রাসূল বললেন, 'না, কোনো মানুষ অন্য মানুষকে সিজ্দা করতে পারে না। মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে সিজ্দা করা যদি বৈধ হতো, তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন তাদের স্বামীকে সিজ্দা দেয়।' সুতরাং রাসূলের এই কথা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, অধিকার স্বামী ও স্ত্রীর সমান কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে স্বামীকে অগ্রগামী করা হয়েছে। এ কারণে স্বামীকে কোনো বৈধ কারণে অসন্তুষ্ট করে স্ত্রীর পক্ষে অন্য স্থানে রাত অতিবাহিত করা জায়েয নেই এবং ফেরেশ্তারা লা'নত করে থাকেন। কিন্তু কোনো বৈধ কারণে স্ত্রী যদি নারাজ থাকে, তাহলে নারাজ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করাও স্বামীরই দায়িত্ব–স্ত্রী অভিমান করলে তা স্বামীকেই ভাঙাতে হবে।

স্বামীর আফসোস

প্রশ্ন ঃ আমি আমার স্বামীর জন্য আমার প্রেম-ভালোবাসার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি। কিন্তু এটা আমার স্বভাবে নেই যে, আমি মুখে বার বার উচ্চারণ করবো যে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' আমার স্বামী প্রায়ই আফসোস করে বলেন যে, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি, অথচ তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কথা কখনো শুনলাম না। স্বামীকে ভালোবাসার কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাটা কি একান্তই জরুরী?

উত্তর ঃ এই কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলে যদি স্বামী সন্তুষ্ট হন, তার মনে প্রশান্তি আসে, তাহলে তা উচ্চারণ করতে আপনার অসুবিধা কোথায়! বুঝা যাচ্ছে আপনি খুবই ভাগ্যবতী নারী, কারণ আপনার স্বামী আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। নিশ্চয়ই তিনি আপনার জন্য তার সাধ্যানুসারে উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসে, আপনার সুখ-শান্তির জন্যে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় এটা আপনার কর্তব্য যে, স্বামীর এসব কাজের জন্য আন্তরিক ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। অন্যথায় স্বামীর মনে হতাশা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই জন্যই আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভালো ভালো কাজের শোকরিয়া জ্ঞাপন করে না। (নাসায়ী)

এই শোকরিয়া যে সবসময় মুখে উচ্চারণ করতে হবে, এমন কোনো জরুরী শর্ত নেই। শোকর আদায়ের নানা ধরন হতে পারে। কাজে-কর্মে, আলাপ-আলোচনায়, ব্যবহারে, স্বামীকে বরণ করে নেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর মনের কৃতজ্ঞতা ও উৎফুল্লতা প্রকাশ পেলেও স্বামী অনুভব করতে পারে যে, তার ব্যবহারে স্ত্রী তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ এবং সে তার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করছে, তা সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে এবং স্বীকৃতি দিচ্ছে। সুতরাং স্বামীর আড়ালে, তার সামনে গুণ উল্লেখ করে প্রশংসা করুন। সে যে কথাটি আপনার মুখ থেকে শুনলে খুশী হবে, তা আপনার অভ্যাসের বিপরীত হলেও প্রিয়জনের সন্তুষ্টির জন্য মুখে উচ্চারণ করুন।

স্বামীকে উপহার দেয়া

প্রশ্ন ঃ সংসারের খরচ থেকে টাকা বাঁচিয়ে তা দিয়ে কিছু কিনে স্ত্রী কি স্বামীকে উপহার-উপঢৌকন দিতে পারে?

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই পারে, এটা খুবই ভালো কাজ এবং প্রত্যেক স্ত্রীর উচিত এই ধরনের কাজ করা। এতে করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরো মধুর হবে—পরস্পর পরস্পরের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হবে। স্বামী সংসারে যে খরচ দেয়, তা থেকে কিছু কিছু করে

জমা করলে এক মাস বা দুই মাস পরে বেশ কিছু টাকা হয়। এই টাকা দিয়ে সংসারে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনলে স্বামীর খুশী হবারই কথা। অথবা স্বামীর জন্য কোনো পোষাক-জুতো, কলম, বই কিছু একটা কিনে স্বামীকে উপহার দিলে এটা উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতাই বৃদ্ধি করবে। স্বামী যদিও স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে, তবুও তার উচিত মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে কিছু না কিছু উপহার দেয়া।

আমার রাগ বেশী

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী প্রায়ই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, 'তুমি ভীষণ জেদ করো' এবং বিষয়টি আমি নিজেও অনুভব করি যে, আমার জিদ্ একটু বেশী। প্রকৃত বিষয় হলো, আমার পিতা-মাতার পাঁচজন সন্তান-সন্ততির মধ্যে আমিই একমাত্র মেয়ে। ফলে আমি লালিত-পালিত হয়েছি সবার আদরে। অতিরিক্ত আদরে আমার মধ্যে যে খারাপ গুণ সৃষ্টি হয়েছে, তা সংসার জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন আমি কিভাবে জিদ্ ত্যাগ করতে পারি?

উত্তর ঃ পিতা-মাতা সন্তানকে আদর, স্নেহ-মায়া, মমতা, ভালোবাসা দেবেন এটাই স্বাভাবিক এবং পিতা-মাতার কাছে সন্তানের অধিকার। কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসার কারণে সন্তান অবাধ্য হচ্ছে কিনা, তার ভেতরে কোনো খারাপ গুণ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, এ ব্যাপারে পিতা-মাতাকে সজাগ থাকতে হবে। অন্ধ স্নেহ-ভালোবাসার কারণে সন্তানের অযৌক্তিক জিদ্, হঠকারিতা প্রশ্রয় দেয়া হলে এর বিষময় ফল পিতা-মাতাকে যেমন ভুগতে হয়, তেমনি ভুগতে হয় বিয়ের পরে স্বামী বা স্ত্রীকে। সুতরাং একমাত্র মেয়ে বা ছেলে হলেই যে তাকে অন্যায় করলেও শাসন করবে না বা তার যে কোনো অন্যায় আবদার পূরণ করতে হবে, এটা তো ঠিক নয়। আর অধিকাংশ নারীরই স্বভাবে নিহিত রয়েছে জিদ্ এবং হঠকারিতা। এই অবস্থা থেকে নারীদের মুক্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো সামান্য ব্যাপারও যদি তাদের চিন্তা-চেতনা বা রুচির বিপরীত হয়, তাহলে তারা বারুদের মতোই জ্বলে ওঠে। তখন তাদের অনেকে বিপর্যয়ও ঘটাতে ত্রুটি করে না। সংসার জীবনে এমনটি ঘটলে পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটা একান্তই স্বাভাবিক। স্ত্রীর স্বভাবে অতি মাত্রায় জিদ্ প্রকাশ পেলে স্বামীর মন-মানসিকতা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

কোনো বিষয়ে জেদাজেদি করা ঠিক নয়, কিন্তু একান্ত অপরিহার্য কোনো ব্যাপার হলে স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীকে অপরিসীম ধৈর্য সহকারে বুঝানো, প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার অমৃত ধারায় স্বামীকে সিক্ত করে নিজের কথায় রাজি করানো। কিন্তু

তার পরিবর্তে রাগ করে, মুখ ভার করে থাকা, তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া করে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা স্ত্রীর কখনো উচিত নয়। যদি মনে হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট তাহলে উভয়ের কেউ একজনের শান্ত হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। কারণ স্বামী বেচারীর মন-মানসিকতা বাইরের নানা কারণে বিষিয়ে থাকতে পারে। আর স্ত্রী যদি স্বামীর ওপরে মনের ঝাল মিটাতেই চায়, তাহলে তার জন্য সেই পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করা উচিত, যখন মধুর পরিবেশ বিরাজ করবে। তাহলে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হবে না এবং স্বামী রাগ করার পরিবর্তে হাসতে থাকবে।

স্বামীর মন-মানসিকতা খারাপ দেখলে স্ত্রীর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এই অবস্থায় স্ত্রীও যদি বাড়াবাড়ি করে বা নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে, তাহলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাই স্বাভাবিক। সুতরাং স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তাহলে সেটা করাই স্ত্রীর কর্তব্য এবং এজন্য স্ত্রী আদালতে আখিরাতে বিনিময় লাভ করবেন। আর আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করুন, তিনি যেন আপনার স্বভাব থেকে জিদ্ দূর করে দেন।

আমাকে নিয়ে তুমি কি সুখী নও?

প্রশ্ন ঃ আমি পিতা-মাতার বড় সন্তান, আমার পরে আরো চারজন ভাই-বোন রয়েছে। অসুস্থতার কারণে আমার আব্বা চাকরী ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ফলে আমাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই আছে। এ অবস্থায় এক স্বচ্ছল পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছে প্রায় এক বছর হলো। আব্বা-আম্মা ও ছোট-বোন অভাবে রয়েছে, এ কথা ভেবে প্রায় সময়ই আমার মন খারাপ থাকে। প্রকৃত বিষয় আমার স্বামী জানে না বলে প্রায়ই সে বলে, 'আমাকে নিয়ে তুমি সুখী নও বলে তোমাকে বিষন্ন দেখায়। বাসায় ফিরে কখনো তোমার মুখে হাসি দেখি না।' আসলে আমি তাকে নিয়ে অতি মাত্রায় সুখী। প্রশ্ন হলো, তার মনের সন্দেহ আমি কিভাবে দূর করতে পারি?

উত্তর ঃ স্বামীকে বাইরের জগতে নানা ঝামেলায় লিপ্ত হতে হয়। ক্লান্ত দেহ-মনে বাসায় ফিরে এসে পরিবারের সদস্যদেরকে হাসি খুশী দেখলে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এ ব্যাপারে স্ত্রীর-ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। স্বামী যখনই বাইরে থেকে বাসায় ফিরে আসে, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হলো, হাসিমুখে ও সহাস্যবদনে তাকে বরণ করে নেয়া। কারণ স্ত্রীর হাসির ভেতরে স্বামীর জন্য বিরাট আকর্ষণ রয়েছে, স্ত্রীর হাসি মুখ দেখলে স্বামীর মনের জগতে এমন মধুময় মলয়-হিল্লোল প্রবাহিত হয়

যে, তার মন-মানসিকতা থেকে সমস্ত গ্লানি, ক্লান্তিজনিত যাবতীয় অবসাদ দূর হয়ে যায়। স্বামী যতো ভারাক্রান্ত হোক না কেনো, প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ হাসি দেখলে সে নিমেষে সবকিছু ভুলে যেতে পারে। যেসব স্ত্রী সবসময় স্বামীর সামনে গোমরা মুখো থাকে, স্বামীর সাথে প্রাণখোলা কথা বলে না, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নেয় না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর-পরিবার ও নিজের আশ্রয় দাম্পত্য জীবনকেই ইচ্ছে করে জাহান্নামে পরিণত করে এবং গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। এ জন্য আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়।' (ইবনে মাজাহ্)

অর্থাৎ স্ত্রী এমনভাবে থাকে এবং স্বামীর সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করে যে, সেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়া মাত্র স্বামীর মন-মানসিকতায় অনাবিল আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর সামনে আপনি হাসি মুখে থাকুন এবং যে কারণে আপনার মনে অশান্তি বিরাজ করছে, সেই কারণ আপনি স্বামীর সাথে খোলাখুলি আলোচনা করুন। দেখবেন, আপনার স্বামী আপনার যন্ত্রণার অর্ধেক ভাগ নিয়ে নেবে। আপনার মাতা-পিতা, ভাই-বোন কষ্টে আছে অথচ আপনি সুখে আছেন, বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে প্রভাবিত করবে। এ জন্য স্বামীকে মূল বিষয়টি অবগত করুন, যে বোঝা আপনি একা বয়ে বেড়াচ্ছেন, সে বোঝা দুইজনেই বহন করলে বিষয়টি অনেক হাল্‌কা হয়ে যাবে।

স্বামী তার স্ত্রীর কথা শোনে না

প্রশ্ন ঃ স্বামী তার মা, ভাই-বোনদের অগ্রাধিকার দেয়। স্ত্রীর কোনো কথাই শোনে না। এ অবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কি?

উত্তর ঃ আপনার স্বামীকে যে নারী গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসব করেছেন এবং অপরিসীম কষ্টে লালন-পালন করেছেন, তার অধিকার আপনার স্বামীর উপরে থেকে বেশী। এরপর আপনার স্বামীর ভাই-বোন রয়েছে, তাদের অধিকার রয়েছে আপনার স্বামীর প্রতি। স্ত্রী হিসাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকেও অধিকার দিয়েছেন। আপনার অধিকার আপনার স্বামী যথাযথভাবে আদায় করবে, যদি তিনি তা না করেন তাহলে তিনি অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবেন। আল্লাহ তা'য়ালা স্ত্রী হিসাবে আপনাকে কি কি অধিকার দিয়েছেন, এসব বিষয় আপনি আপনার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিন এবং তাকে এ কথা জানিয়ে দিন যে, আপনার অধিকার তিনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় না করেন, তাহলে আদালতে আখিরাতে তাকে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে। স্বামীর ভেতরে আল্লাহর ভয়, আখিরাতে জবাবদিহির ভয় সৃষ্টি করুন, নিশ্চয়ই তিনি আপনার অধিকার আদায় করবেন।

স্বামীর অনুমতি-স্ত্রীর কর্মক্ষেত্রে গমন

প্রশ্ন ঃ কর্মজীবী নারীরা কি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কর্মক্ষেত্রে যেতে পারে?

উত্তর ঃ স্বামী যদি আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয় তাহলে তো স্ত্রীর চাকরী করার প্রয়োজনই হয় না। চাকরী করার ব্যাপারে স্বামী যদি অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে তো আর তার কাছ থেকে নতুন করে অনুমতি নেয়ার প্রশ্ন আসে না। কিন্তু সংসার যদি স্বচ্ছল হয়, চাকরী করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং চাকরীর ব্যাপারে স্বামীর অনুমতিও নেই, এই অবস্থায় একজন স্ত্রীর পক্ষে চাকরী করতে যাওয়ার পেছনে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। সুতরাং কোনো বৈধ কারণ ব্যতীতই স্বামী-সন্তানের সঙ্গ ত্যাগ করে কোনো স্ত্রীর পক্ষে চাকরীর নামে আড্ডা দিতে যাওয়া বা ভ্রমণ বিলাসী হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

স্বামী-স্ত্রীকে ডাকার পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ স্বামী–স্ত্রীকে ডাকার প্রয়োজনে সন্তানকে বলে, 'যাও, আম্মুকে ডেকে আনো বা আম্মুকে এ কথাটি বলো।' আবার স্ত্রীও স্বামীকে ডাকার প্রয়োজনে সন্তানকে বলে, 'আব্বুকে ডেকে আনো বা আব্বুকে বলো।' এভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে আম্মু এবং স্ত্রী তার স্বামীকে আব্বু বলে উল্লেখ করেন, এটা কি শরীয়তে জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ স্বামী বা স্ত্রী যখন একে অপরকে ডাকার ব্যাপারে সন্তানকে মাধ্যম করে, তখন তারা সন্তানের পিতা-মাতাকেই বুঝিয়ে থাকেন। সুতরাং এতে দোষের কিছুই নেই।

স্ত্রীর কারণে মৃত স্বামীর আযাব

প্রশ্ন ঃ স্বামীর ইন্তেকালের পরে যদি কোনো স্ত্রী পর্দাহীন অবস্থায় চলাফেরা করে, তাহলে কি মৃত স্বামীর কোনো আযাব হবে?

উত্তর ঃ একজনের পাপের কারণে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া হবে না। ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর ইন্তেকালের পরে স্ত্রী যদি পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে সে জন্য স্ত্রীকেই দায়ী হতে হবে–মৃত স্বামীকে সে জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

স্বামীর পাপের বোঝা

প্রশ্ন ঃ স্বামীর পাপের বোঝা কি স্ত্রীকেও বহন করতে হবে?

উত্তর ঃ স্ত্রী যদি গোনাহের কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করে তাহলে স্ত্রীকেও সে গোনাহের অংশীদার হতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে গোনাহের ব্যাপারে সতর্ক করবে এবং কেউ কাউকে এ ব্যাপারে

সহযোগিতা করবে না। সতর্ক করার পরও যদি দুইজনের কেউ একজন গোনাহ্ করে তাহলে তাকেই দায়ী হতে হবে–উভয়কে নয়।

স্বামীর আদেশে পাপ করা

প্রশ্ন ঃ স্বামীর আদেশ অনুসারে স্বামীর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয নয়, তাদের সাথেও দেখা দিতে হয়। এ ব্যাপারে কি স্বামী পাপী হবে না আমি পাপী হবো?

উত্তর ঃ দায়িত্ব পালন করার জন্য যাদের সাথে আপনাকে সাক্ষাৎ করতে হবে, তাদের সাথে আপনি পর্দা সহকারে সাক্ষাৎ করুন। আপনার স্বামী আপনাকে নিশ্চয়ই পর্দাহীনভাবে সাক্ষাৎ করতে বলেননি। অকারণে স্বামীকে অভিযুক্ত করবেন না। যাদের সাথে পর্দা করতে হবে, তাদের সামনে যদি আপনি পর্দা ব্যতীতই সাক্ষাৎ করেন, তাহলে আপনাকেই গোনাহ্গার হতে হবে। স্বামী যদি আপনাকে পর্দা ত্যাগ করতে আদেশ করে, স্বামীর সেই আদেশ স্ত্রীর পক্ষে পালন করা জায়েয নেই।

আখিরাতে কি স্বামীকে পাবো?

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে যে নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী ছিলো, ইন্তেকালের পরে আখিরাতের ময়দানে বা জান্নাতে তারা কি একত্রিত হতে পারবে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি আপন কর্মের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা যদি একে অপরকে চায় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে একত্রিত করে দেবেন। সুতরাং যারা জান্নাতে একে অপরকে পেতে চায়, তাদেরকে এই পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে।

বেনামাজী স্বামীর সাথে সংসার করা

প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি নামাজ আদায় না করে তাহলে সেই স্বামীর সাথে কি সংসার করা যাবে?

উত্তর ঃ স্বামী বেনামাজী হলে তাকে নামাজ আদায় করার জন্য তাগিদ দিতে হবে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তে স্বামীকে বুঝাতে হবে যে, নামাজ আদায় না করলে আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হতে হবে এবং বেনামাজী ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। স্বামী নামাজ আদায় করে না, এ কারণে সেই স্বামীর সংসার করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। এমনও হতে পারে যে, নামাজী স্ত্রীর কারণে বেনামাজী স্বামী এক সময় নামাজ আদায়ের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হতে পারে।

মৃত্যুর সময় স্ত্রীর কাছ থেকে ওয়াদা নেয়া

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর সময় স্বামী যদি স্ত্রীর কাছ থেকে ওয়াদা নেয় যে, তার মৃত্যুর পর সে অন্যত্র বিয়ে করবে না। স্ত্রীও মুমূর্ষ স্বামীর কথায় ওয়াদা দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, স্বামীর মৃত্যুর পর কি সেই স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে না?

উত্তর ঃ এই ধরনের ওয়াদা করা ও ওয়াদা নেয়া–উভয়টিই ঠিক নয়। কারণ ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এই অধিকার দিয়েছে যে, কোনো একজনের মৃত্যুর পরে আরেকজন দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে। জেনে বুঝে কেউ যদি এই ধরনের অবৈধ ওয়াদা করে তাহলে গোনাহ্গার হতে হবে। কেউ যদি এ ধরনের ওয়াদা করে থাকে, তাহলে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইতে হবে এবং প্রয়োজনে অন্যত্র বিয়েও করতে পারবে।

বিয়ের পরে মাত্র ১৫ দিন

প্রশ্ন ঃ পাঁচ বছর পূর্বে আমার বিয়ে হয়েছিলো এবং আমার স্বামী বিয়ের পর মাত্র ১৫ দিন পরেই বিদেশে চলে গিয়েছেন। এ পর্যন্ত তিনি আমার কোনো খোঁজ-খবর নেননি, বর্তমানে আমি পিতার আশ্রয়ে রয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় সম্পর্কে জানালে খুশী হবো।

উত্তর ঃ যদি স্বামীর ঠিকানা আপনার অজানা থাকে তাহলে তার কোনো পরিচিত লোকদের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তাকে আপনার সমস্যার কথা জানিয়ে আলটিমেটাম দিয়ে দিন যে, 'এই নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে তুমি যদি ফিরে এসে আমাকে গ্রহণ না করো, তাহলে আমি কোর্টের মাধ্যমে বিয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য হবো।' এরপর যদি সে যোগাযোগ করে তাহলে ভালো, আর যদি না করে তাহলে আপনি আপনার স্বামীর পক্ষের লোকদের সাথে যোগাযোগ করে কোর্টের মাধ্যমে বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। তবে আপনি স্বামী সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন, তিনি জীবিত আছেন না কোথাও বন্দী আছেন অথবা অন্যত্র বিয়ে করেছেন, না ইচ্ছাকৃতভাবেই আপনার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখেছে।

বিষয়টি কি লজ্জার নয়?

প্রশ্ন ঃ যে পুরুষ দুইজন নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছে, সে পুরুষ একই বিছানায় দুইজন স্ত্রীকে নিয়ে কি শয়ন করতে পারে?

উত্তর ঃ বিষয়টি চরম লজ্জাহীনতা ও বেহায়াপনার নামান্তর এবং হারাম। স্বামী-স্ত্রী তৃতীয় কোনো মানুষের উপস্থিতিতে এমন কোনো আচরণ করতে পারবে না, যা লজ্জাশীলতার বিপরীত এবং হারাম।

আমার ঈমান ঠিক আছে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী নামাজ আদায় করেন না এবং নামাজের কথা বললে বলে যে, আমার ঈমান ঠিক আছে। নামাজের জন্য বেশী তাগিদ দিলে আমাকে মারধর করে। আমি কি বর্তমানে তার সাথে সম্পর্ক রাখবো?

উত্তর ঃ কারো হৃদয়ে ঈমানের অস্তিত্ব রয়েছে, এর বাহ্যিক প্রকাশ হলো সে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে। যে নামাজ আদায় করে না, তার ঈমান ঠিক থাকার প্রশ্নই আসে না। আপনি স্বামীর হাতে প্রহৃত হবেন, এই ভয়ে স্বামীকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানানো থেকে বিরত হবেন না। আপনি স্বামীর সাথে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মিষ্টি ভাষায় তাকে বুঝাতে থাকুন। তাকে বলুন, 'এই পৃথিবীতে তোমার পূর্বে অসংখ্য মানুষ গত হয়ে গিয়েছে। পথ চলতে যে কবর স্থান তুমি দেখতে পাও, সেখানে যারা মাটির সাথে ক্রমশ মিশে যাচ্ছে, তারাও এক সময় তোমারই অনুরূপ পৃথিবীতে ছিলো। আখিরাতের ময়দানে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। জবাব যথাযথ দিতে অক্ষম হলেই জাহান্নামে যেতে হবে। সুতরাং নামাজ আদায় করো, নিজেকে আল্লাহ্র গোলাম হিসাবে গড়ো। এভাবে স্বামীকে বুঝাতে থাকুন, হিদায়াত নছিবে থাকলে নামাজ আদায় শুরু করবে।

স্বামীর উপার্জনে স্ত্রীর অধিকার

প্রশ্ন ঃ স্বামী তার নিজের উপার্জনের অর্থ স্ত্রীকে না জানিয়ে আত্মীয়দেরকে দেয়। প্রশ্ন হলো, সেই অর্থের ওপর স্ত্রীর কোনো অধিকার রয়েছে কিনা এবং এভাবে অর্থ দিলে স্ত্রীর অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কিনা?

উত্তর ঃ আপনার স্বামীরও পিতামাতা, ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আপনার স্বামীর ওপরে তাদেরও অধিকার রয়েছে। সুতরাং আপনার স্বামী তার পিতামাতা ও আপনার প্রয়োজন পূরণ করে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে, এতে আপনার অধিকার মোটেও ক্ষুন্ন হবে না।

অক্ষম স্বামী

প্রশ্ন ঃ বিয়ের পরে বাসর রাতে প্রমাণিত হলো, স্বামী দাম্পত্য জীবন-যাপনে অক্ষম। স্বামী তার স্ত্রীকে জানালো, আমি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে তোমাকে গ্রহণ করবো। প্রশ্ন হলো, স্ত্রীকে সেই স্বামীর জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

উত্তর ঃ এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এক বছর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। এ সময়ের মধ্যে চিকিৎসার মাধ্যমে স্বামী যদি সুস্থ না হয় তাহলে উভয় পক্ষের

অভিভাবকগণ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে বিয়ে বিচ্ছেদ করিয়ে দেবে। অভিভাবকগণ যদি এতে রাজী না থাকে তাহলে কন্যা স্বয়ং আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে।

স্বামী কত দিন বাইরে থাকতে পারে

প্রশ্ন ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে কতদিন বিদেশে অবস্থান করতে পারে?

উত্তর ঃ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর খিলাফতকালের ঘটনা। তাঁর অভ্যাস ছিলো, তিনি রাতে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবস্থা পরিদর্শন করতেন। একদিন রাতে তিনি শুনতে পেলেন, একজন নারী তার স্বামীর বিরহে ঘুমাতে পারেনি, ঘরের মধ্যে সে বিরহগাঁথা গাইছে। তিনি বিরহগাঁথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং বাড়িতে ফিরে এসে নিজের মেয়ের কাছে ব্যস্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'একজন যুবতী স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে কতদিন থাকতে পারে?' মেয়ে জবাব দিলো, 'চার মাসের অতিরিক্ত থাকা উচিত নয়।' এরপর তিনি এমন নিয়ম প্রবর্তন করলেন ইসলামী রাষ্ট্রের সৈনিকসহ অন্যান্য কর্মচারী যারা স্ত্রীকে ছেড়ে দূরে থাকতো, তারা যেনো এ সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে। সুতরাং যারা স্ত্রীকে দেশে রেখে বিদেশে থাকেন, তাদের যদি মারাত্মক কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে স্ত্রীকে নিয়ে যাবার সুযোগ থাকলে নিয়ে যাবেন, না থাকলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। নিয়ে যেতে না পারেন, মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করুন। অনথ্যায় উভয়ের মাধ্যমেই শরীয়ত বিরোধী কোনো ঘটনা ঘটে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।

শ্বশুর-শাশুড়ী-বধু

মা এবং শাশুড়ী—কার অধিকার বেশী

প্রশ্ন ঃ মা এবং শাশুড়ী—এই দুইজনের মধ্যে কে অধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী?

উত্তর ঃ মায়ের অধিকার অবশ্যই বেশী তবে উভয়েই উভয়ের স্থানে সম্মান-মর্যাদার অধিকারিণী। কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। মা আপনাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, বহু কষ্টে লালন-পালন করেছেন, সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে যে অধিকার দিয়েছেন তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। অপরদিকে আপনার স্বামী বা স্ত্রীর জন্যও তাঁর মা একইভাবে কষ্ট স্বীকার করেছেন বলেই সেই মেয়েটিকে বা ছেলেটিকে আপনি স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে লাভ করেছেন। অতএব শাশুড়ীও মায়েরই অনুরূপ, তাঁর প্রাপ্য অধিকার তাঁকে অবশ্যই দিতে হবে। তাঁর

অধিকার যেন কোনোভাবেই খর্ব না হয়, তাঁর সাথে যেনো বেয়াদবি না ঘটে এবং আপনার কোনো আচরণে তিনি যেনো মনে কোনো আঘাত না পান, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

সৎ মায়ের সাথে আচরণ

প্রশ্ন ঃ আমার মা ইন্তেকাল করার পরে আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তার সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে, অনুগ্রহ করে কোরআন-হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ পিতার স্ত্রী আপনার মায়েরই অনুরূপ। সুতরাং আপনার মায়ের অবর্তমানে তাঁকে মায়ের মতো সম্মান-মর্যাদা দিতে হবে। আপন মায়ের সাথে যেমন উত্তম আচরণ করতেন, তাঁর সাথেও সর্বোত্তম আচরণ করতে হবে। সুন্দর আচরণ ও ব্যবহার দিয়ে যদি আপনি আপনার সৎ মায়ের মন জয় করতে পারেন, তাহলে পরিবারে নির্মল শান্তি বিরাজ করবে।

শাশুড়ীর নির্যাতন

প্রশ্ন ঃ আমার শাশুড়ী আমার প্রতি চরম নির্যাতন করেছে। এখন তিনি মৃত্যু পথযাত্রী। এই অবস্থায় তার প্রতি আমার করণীয় কি?

উত্তর ঃ আপনার সাধ্যানুসারে আপনি তার সেবাযত্ন করতে থাকুন। শাশুড়ী যদি আপনার প্রতি অন্যায় করেই থাকে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার মাগ্‌ফিরাতের জন্য দোয়া করতে থাকুন। আপনার মন থেকে অতীত মুছে ফেলে আপনি অসুস্থ শাশুড়ীর প্রতি রহম দিল হয়ে যান, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করবেন।

শ্বশুর-শাশুড়ী ও দেবরের অভিমান

প্রশ্ন ঃ আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর দাবী হলো, আমার উপযুক্ত দেবরকে শহরে আমাদের বাসায় রেখে লিখাপড়ার সুযোগ দিতে হবে। আমার স্বামী সারা দিন বাড়িতে থাকেন না। এ কারণে তিনি তার ভাইকে বলেছেন, তুমি হোস্টেলে বা অন্য কোথাও থেকে লিখা-পড়া করো, তোমার যাবতীয় খরচ আমি বহন করবো। কিন্তু আমার দেবর লিখাপড়া ছেড়ে অভিমান করে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছে। ফলে দেবর ও শ্বশুর-শাশুড়ী আমার ও আমার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

উত্তর ঃ একজন মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করলে যাদের সাথে তার বিয়ে জায়েয আছে, এমন কোনো পুরুষের সাথে তাকে পর্দা করতে হবে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাসা-বাড়িতে তার সাথে অবস্থান করা যাবে না। ইসলাম এ ব্যাপারে

অনুমোদন দেয়নি, বিষয়টি আপনি আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী ও দেবরকে বুঝিয়ে বলুন। যদি তারা মানতে না চায়, তাহলে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার কারণে কে আপনার প্রতি অভিমান করলো আর কে রাগ করলো, তা আপনার দেখার প্রয়োজন নেই। কেউ অভিমান করবে বা রাগ করবে, এ জন্য আপনি আল্লাহর বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে পারেন না। যদি করেন, তাহলে আপনাকে গোনাহ্গার হতে হবে।

শাশুড়ী–বধুর সম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শাশুড়ী–বধুর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শাশুড়ী-বধুর সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর হওয়া উচিত। শাশুড়ী তার পুত্রবধুকে নিজ কন্যার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং বধুও তার স্বামীর মাতা অর্থাৎ শাশুড়ীকে নিজের মায়ের মতোই মনে করবে। সংসার অনভিজ্ঞ একজন মেয়ে যখন বিয়ের পরে স্বামীর সংসারে পা দেয়, তখন তার দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক এবং নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়া সময়ের প্রয়োজন। এসব বিষয়ের প্রতি শাশুড়ীকে মমতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। অপরদিকে যার সন্তানকে বধু স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেই নারীর প্রতিও তাকে যত্নশীলা হতে হবে। তার জন্য মমতার বাহু বিছিয়ে দিতে হবে। তার আহারাদী, পরনের কাপড় পরিষ্কার করে দেয়া, তার সুবিধা-অসুবিধা, অজুর পানি, পান বানিয়ে দেয়া ইত্যাদির দিকে বধু যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তাহলে অতি সহজেই শাশুড়ীর সাথে বধুর মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

পরিবারের সকলেই আধুনিক

প্রশ্ন ঃ একান্নভুক্ত পরিবারে আমাদের থাকতে হয়। আমি ও আমার স্বামী ব্যতীত পরিবারের অন্য সকল সদস্য আধুনিক সভ্যতার অনুসারী। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী আমাদেরকেও তাদের অনুরূপ চলাফেরা করার আদেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা যদি তাদের আদেশ পালন না করি তাহলে আমাদেরকে সংসারে পৃথক করে দেবেন। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি?

উত্তর ঃ শ্বশুর-শাশুড়ীকে বুঝাতে থাকুন, এই পৃথিবীর জীবনই শেষ নয়–মৃত্যুর পরে অনন্তকালের জীবন রয়েছে। সেই জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করতে হবে। বিরোধ সৃষ্টি না করে, তাদের মনে আঘাত না দিয়ে এভাবে কোরআন-হাদীস দিয়ে বুঝাতে থাকুন। ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিন। যদি কোনোভাবেই তারা না বুঝে বা

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে চলাফেরাকে বরদাশ্‌ত করতে না পারে, তাহলে তাদেরকে বিনয়ের সাথে জানিয়ে দিন, 'আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা এবং তিনিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক। আমরা তাঁরই বিধান অনুসরণ করবো। এটা যদি আপনারা পছন্দ না করেন তাহলে পৃথক করে দিতে চাইলে পৃথক করে দিন। তবুও আমরা আল্লাহর বিধানের বিপরীত পন্থা অনুসরণ করে জাহান্নামে যেতে রাজী নই।

স্বামী আমাকে শহরেই রাখতে চায়

প্রশ্ন ঃ আমার জন্ম শহরে, শিক্ষা গ্রহণ করেছি শহরে থেকেই। বিয়ের পরে আমার স্বামী আমাকে শহরেই রাখতে চায় এবং আমিও শহর ব্যতীত গ্রামের পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ী আমাকে গ্রামের বাড়িতে রাখার পক্ষপাতী। প্রশ্ন হলো, আমার স্বামী তাঁর মাতা-পিতার আদেশ অমান্য করে আমাকে যদি শহরেই রাখেন, তাহলে কি তিনি গোনাহ্‌গার হবেন?

উত্তর ঃ শ্বশুর-শাশুড়ী যদি তাদের পুত্র ও পুত্রবধুকে বিচ্ছিন্ন রাখেন আর যদি তারা জৈবিক কারণে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে এর জন্য তো তাদেরকেই দায়ী হতে হবে–এ বিষয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীকে সচেতন থাকতে হবে। মাতা-পিতা হবার কারণে আপন সন্তানের প্রতি অহেতুক জিদ্‌ করা ঠিক নয়। সন্তানেরও সুবিধা অসুবিধা মাতা-পিতাকে বুঝতে হবে। আপনারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বলুন, নিজেরা না পারেন অন্য কারো মাধ্যমে বুঝিয়ে বলুন। এতে যদি তারা রাজী না হন তাহলে আপনি আপনার স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী শহরেই স্বামীর কাছে থাকুন। আপনার বিয়ে হয়েছে আপনি স্বামীর সান্নিধ্যে অবস্থান করবেন, এটা আপনার অধিকার। এই অধিকার থেকে কেউ আপনাকে বঞ্চিত করতে পারে না। স্বামী তার স্ত্রীর অধিকার আদায় করবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এতে দোষের কিছু নেই।

স্বামীর বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেদমত

প্রশ্ন ঃ আমরা মহিলারা স্বামীর বৃদ্ধ পিতা-মাতার মলমূত্র পরিষ্কারসহ অন্যান্য খেদমত করে থাকি। প্রশ্ন হলো, এ ক্ষেত্রে এসব খেদমত করতে ইসলাম কি আমাদেরকে বাধ্য করেছে নাকি এটা সামাজিকতার খাতিরে করতে হয়?

উত্তর ঃ বিয়ের মাধ্যমে আপনি একজন পুরুষকে স্বামী হিসাবে লাভ করলেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর পিতা-মাতার প্রতি আপনার একটি দায়িত্ব এসে গেলো, আপনার প্রতি তাদের হৃদয়ে এবং আপনার হৃদয়ে তাদের প্রতি মমতার সৃষ্টি হবে এটাই স্বাভাবিক। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষে আপনার শরীর ও স্বাস্থ্যে

যতটুকু কুলোয় ততটুকু আপনি আপনার স্বামীর পিতা-মাতার খেদমত করবেন। আপনি যদি আন্তরিকভাবে তাদের খেদমত করেন, তাহলে তাদের দোয়া পাবেন এবং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এ জন্য আপনাকে বিনিময় দান করবেন। যদি আপনার পক্ষে তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে আপনাকে আপনার স্বামী তার পিতা-মাতার খেদমত করতে বাধ্য করতে পারবে না। প্রয়োজনে সে তার পিতা-মাতার খেদমত নিজে করবে, না পারলে লোক রেখে করাবে। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী বিছানায় পড়ে রোগ যন্ত্রণায় কাত্রাবে, অপরদিকে পুত্রবধূ রূপচর্চা করে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাবে, এটা চরম অমানবিক ব্যাপার। মনে রাখতে হবে আপনিও একদিন শাশুড়ী হবেন। আপনি যদি আপনার শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করেন, আপনিও আপনার পুত্রবধূর কাছ্ থেকে খেদমত আশা করতে পারেন।

স্ত্রীর মাতা-পিতার প্রতি স্বামীর আচরণ

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী যেমন তার শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করে থাকে, অনুরূপভাবে স্বামীর শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত কি স্বামীকে করতে হবে না?

উত্তর ঃ মানুষ হিসাবে আরেকজন মানুষের প্রতি সকলেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব রয়েছে। আর শ্বশুর-শাশুড়ী তো আপনজন-মুরুব্বি। তাদের প্রতি সাধ্যানুসারে দায়িত্ব পালন করা উচিত। তাদের প্রয়োজনে বা বিপদ-মুসিবতে যথাসম্ভব সাহায্যের হাত প্রসারিত করা উচিত।

স্ত্রীর আত্মীয়ের প্রতি স্বামীর দায়িত্ব

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি একজন স্বামীর কোন্ ধরনের দায়িত্ব রয়েছে, অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিন।

উত্তর ঃ স্বামী যদি আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয়, তাহলে স্ত্রীর গরীব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করবে, তাদের বিপদ-মুসিবতে পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, প্রয়োজনে সম্ভব হলে তাদের কর্মসংস্থানের যোগাড় করে দেবে, স্ত্রীর ছোট ভাইবোন থাকলে তাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছেদ দিয়ে সহযোগিতা করবে এবং লেখাপড়ার খরচ দিতে পারলে দিবে। তবে স্ত্রীদের মনে রাখতে হবে, স্বামীর ওপরে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাবে না। স্বামীর কষ্ট হয়, এমন কোনো আব্দার করা যাবে না এবং এমন কোনো বোঝাও তার প্রতি চাপিয়ে দেয়া যাবে না। অনেক স্ত্রী আছেন যারা অনুভব করেন যে, তার স্বামী নিজের সংসারই চালাতে কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু তারা নিজের মাতা-পিতা ও ভাইবোনদেরকে সাহায্য করার জন্য স্বামীর প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। এমনটি করা ঠিক নয়। স্বামীর বাস্তব অবস্থা স্ত্রীকেই উপলব্ধি করতে হবে।

তালাক ও স্বামীর ইন্তেকালে শোক পালন

তালাকপ্রাপ্ত নারী বা পুরুষের সাথে ওঠা-বসা

প্রশ্ন ঃ তালাকপ্রাপ্ত নারী বা পুরুষের সাথে ওঠা-বসা, লেন-দেন ও এক সাথে বসে খাওয়া কি জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। তালাক হলেই কেউ হিন্দুদের মতো অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য বা অশুচি হয়ে যায় না। একজনের সাথে বনিবনা না হলে তালাক গ্রহণ করে সে অন্য জায়গায় অবশ্যই পুনরায় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

তালাক না নিয়ে বিয়ে করা

প্রশ্ন ঃ আমার প্রথম স্বামীর সাথে দশ বছরের অধিককাল আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি পুনরায় বিয়ে করেছি। এতে কি আমি গোনাহ্‌গার হবো?

উত্তর ঃ স্বামীর সাথে যদি আপনার তালাক কার্যকর হয়ে না থাকে, তাহলে আপনি অবশ্যই গোনাহ্‌গার হবেন। স্ত্রী যদি স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণ না করে অন্যত্র বিয়ে করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সেই নারীকে যিনাকারের কাতারে দাঁড়াতে হবে।

তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ইদ্দত কাল অতিবাহিত হবার পরে তারা পুনরায় একত্রে সংসার করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সমাজের লোকজন বাধা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ যদি ইসলাম নির্দেশিত যথাযথপন্থায় তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে থাকে, তাহলে সেই স্ত্রী কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে বা ভয়-ভীতিগ্রস্তা না হয়ে স্বেচ্ছায় অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করে এবং সেই পুরুষ যদি ইন্তেকাল করে অথবা কোনো ধরনের ভীতি প্রদর্শন, লোভ-লালসা ব্যতীত স্বেচ্ছায় সেই নারীকে তালাক দেয়, তাহলে ইদ্দত পালনের পরে সেই স্ত্রীর সাথে পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

স্বামীর ইন্তেকাল নারীর শোক পালন

প্রশ্ন ঃ স্বামী ইন্তেকাল করলে তিন মাস তের দিন শোক পালন করতে হবে, এ কথা কি শরীয়ত সম্মত?

উত্তর ঃ স্বামী ইন্তেকাল করলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। ইদ্দতের মেয়াদ তিন মাস তের দিন নয়, ইসলামী শরীয়ত এর জন্য চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করেছে। এ সময়ের মধ্যে স্ত্রী অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাবে না, অধিক সাজসজ্জা না করে

সাধারণভাবে থাকবে এবং স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে তখন তার ইদ্দতের মেয়াদ হবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। সন্তান প্রসব হলেই আর ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

দশ বছর স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন

প্রশ্ন ঃ তালাক ব্যতীতই প্রায় দশ বছর স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে পুনরায় সেই স্বামীর সাথে সংসার করতে হলে কি নতুন করে বিয়ে করতে হবে?

উত্তর ঃ স্বামী যদি নিখোঁজ থাকে বা কোনো কারণবশতঃ দীর্ঘ কয়েক বছর স্ত্রীর সাথে কোনো যোগযোগ না করে বা বাধার কারণে করতে না পারে, তাহলে স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে তালাক না দিলে পূর্বের স্বামীর সাথে সংসার করতে পারবে। আর স্বামী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ দিন স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেয়, এ ক্ষেত্রেও বিয়ে ভেঙ্গে যাবে না কিন্তু স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে স্বামী গোনাহ্গার হবে।

এক তালাক দিলে

প্রশ্ন ঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক দেয় এবং পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়। তাহলে সেই স্ত্রীকে কিভাবে ফিরিয়ে নেবে?

উত্তর ঃ ইসলাম হালাল কাজের মধ্যে 'তালাক'কে সবথেকে ঘৃণিত কাজ হিসাবে উল্লেখ করেছে। সর্বাত্মক পন্থায় এই কাজকে মুসলমানদের জন্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। এক তালাক–যাকে শরীয়তের পরিভাষায় রাজয়ী তালাক বলে। এই তালাকে বিয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় না। এই তালাক দেবার পর স্ত্রী তার স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করতে থাকবে। ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই স্বামী যদি তাকে গ্রহণ করতে চায় তাহলে বিয়ে ব্যতীতই গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি ইদ্দত কাল শেষ হয়ে যায় তবে বিয়ের বন্ধনও শেষ হয়ে যাবে এবং এ ক্ষেত্রে পুনরায় বিয়ে পড়িয়ে স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে।

স্বামী বলেছে, বাপের ঘর থেকে বের হও

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়ার সময় স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, 'তুই তোর বাপের ঘর থেকে বের হয়ে যা।' এভাবে বললে কি স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ স্বামী বা স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের ক্ষেত্রে এ ধরনের অসৌজন্যমূলক কথা বলা সাংঘাতিক অপরাধ। একমাত্র অজ্ঞ, মূর্খ ও অর্বাচীন লোকজনই এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে। এ ধরনের কথা বললে তালাক হবে না, তবে গোনাহ্গার হবে। তালাকের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত কিছু শব্দ নির্বাচন করে দিয়েছে। তালাকের ক্ষেত্রে সেই শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করতে হবে।

গর্ভে সন্তানসহ তালাক

প্রশ্ন ঃ গর্ভে সন্তান রয়েছে, এ অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তালাক কি হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ সন্দেহ নেই, তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তবে ইসলামী শরীয়তে মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত না হলে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে স্ত্রীকে তালাক দেয়া এবং সেটা আবার গর্ভাবস্থায়, মোটেও মানবিক কাজ নয়। গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, সেই সন্তানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে হলেও স্ত্রীর অন্যায় ক্ষমা করে দেয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দিনে যদি তোমার স্ত্রী ৭০ টি অন্যায়ও করে, তবুও তাকে ক্ষমা করে দাও।' সুতরাং তালাক হলো, হালাল কাজের মধ্যে সবথেকে ঘৃণিত কাজ, একান্ত বাধ্য না হলে এই ঘৃণিত কাজ থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

স্বামীর ইন্তেকালের পরে স্ত্রীকে গোছল করানো

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকায় প্রচলন রয়েছে যে, স্বামীর ইন্তেকালের পরপরই জীবিত স্ত্রীকে গোছল করানো হয়। এই প্রথা কি ইসলাম সম্মত?

উত্তর ঃ স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে স্ত্রীকে গোছল করানো হিন্দুদের নীতি, এদেশের মুসলিম সমাজে এমন অনেক রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে, যা অমুসলিম মুশরিকরা পালন করে থাকে। অমুসলিমদের এসব প্রথা অনুসরণ করা যাবে না।

স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করলে

প্রশ্ন ঃ আমার আপন ছোটো খালাকে আমার পিতা বিয়ে করার পর আমার আম্মা আমার আব্বার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে বর্তমানে প্রায় সাত বছর। পক্ষান্তরে আমার আব্বা এখনও আমার আম্মার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। প্রশ্ন হলো, আমার আম্মা যে আমার আব্বার কাছ থেকে তার ব্যয়ভার গ্রহণ করছেন, এটা কি তার জন্য জায়েয হচ্ছে?

উত্তর ঃ আপনার মায়ের আপন ছোট বোনকে যদি আপনার পিতা বিয়ে করে থাকেন, তাহলে আপনার নিজের মা আর আপনার পিতার স্ত্রী নেই, তালাক হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর দাবি নিয়ে তিনি আর আপনার পিতার কাছ থেকে কোনো কিছুই গ্রহণ করতে পারেন না। সন্তান হিসাবে আপনি যদি উপার্জনের উপযুক্ত না হন বা উপার্জনে অক্ষম হন, তাহলে আপনার ব্যয়ভার আপনার পিতাকেই বহন করতে হবে। আপনাকে যে খরচ আপনার পিতা দেবে, তা থেকে আপনার মা খরচ করতে পারে। মানুষ এমনিতেই একজন আরেকজনকে সাহায্য করে থাকে। সুতরাং স্ত্রী

হিসাবে নয়—একজন মানুষ হিসাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যের মাধ্যমে সাহায্য করা যেতে পারে এবং সে নারী তা গ্রহণও করতে পারে।

তালাকের পর সন্তান কার অধিকারে থাকবে

প্রশ্ন ঃ তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে গেলে সন্তান-সন্ততি কার অধিকারে থাকবে?

উত্তর ঃ সন্তান যদি শিশু হয় তাহলে মায়ের অধিকারে থাকবে। আর সন্তান যদি বালেগ হয় তাহলে সন্তান মাতা-পিতা যার কাছে ইচ্ছা তার কাছেই থাকতে পারবে।

তালাক দিয়েও একই বাড়িতে থাকা

প্রশ্ন ঃ স্বামী ক্রোধ বশতঃ স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দেয়ার পরও একই বাড়িতে সন্তান-সন্ততিসহ অবস্থান করছে কিন্তু তারা রাতে এক ঘরে থাকে না। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির সমাধান কি?

উত্তর ঃ একই সাথে তিন তালাক দেয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ। তবুও তালাক হয়ে যাবে। তালাক কার্যকর হওয়ার পরে স্বামীর জন্য স্ত্রী ও স্ত্রীর জন্য স্বামী সম্পূর্ণ পর পুরুষে পরিণত হয়। উভয়ের জন্য উভয়ের সাথে তখন পর্দা করা ফরজ হয়ে যায়, পর্দা না করলে গোনাহ্গার হতে হবে। তালাকপ্রাপ্তা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে পর্দা করলেও একই বাড়িতে থাকা জায়েয হবে না। কারণ এক সময় তারা পরস্পরে স্বামী-স্ত্রী ছিলো, একই বাড়িতে অবস্থান করার কারণে পূর্বের সম্পর্কের সূত্র ধরে পুনরায় তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সেই সাথে শয়তান তাদের পেছনে সক্রিয় রয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে তাদের দ্বারা সীমালংঘনমূলক কর্ম অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তালাকপ্রাপ্তা মাতাপিতাকে সন্তান একই বাড়িতে এনেছে

প্রশ্ন ঃ একটি শিশু পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কারণ বশতঃ তালাক হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রী কেউ-ই দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। ঐ পুত্র সন্তান বড় হয়ে নিজে যখন সংসার করলো, তখন তার বিচ্ছিন্ন মাতা-পিতাকে একই বাড়িতে এনে নিজের দায়িত্বে রেখেছে—পিতা-মাতার খেদমত করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য তালাকের মাধ্যমে পৃথক হয়ে যাওয়া স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। প্রশ্ন হলো, এদের কি একই বাড়িতে থাকা জায়েয হচ্ছে?

উত্তর ঃ সন্তানের উচিত মাতা-পিতাকে পৃথক স্থানে রেখে তাদের খেদমতের ব্যবস্থা করা। তালাকপ্রাপ্তা স্বামী-স্ত্রীর একই বাড়িতে উভয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও

অবস্থান করা ঠিক নয় এ কারণে যে, তাদের পরস্পরের এ কথা জানা রয়েছে যে, এক সময় যে মানুষটি তার স্বামী বা স্ত্রী ছিলো, তিনিও এই একই বাড়িতে পর্দার আড়ালে হলেও অবস্থান করছে। তার সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে একই বাড়িতে। ফলে পূর্ব স্মৃতির সূত্র ধরে উভয়ের মনে যেমন অনুশোচনা জাগতে পারে, নানা ধরনের কল্পনার উদ্রেক হতে পারে। এ ধরনের নানা কারণে তাদের পক্ষে একই বাড়িতে অবস্থান করা ঠিক নয়। সন্তানের উচিত, মাতা-পিতাকে পৃথক স্থানে রেখে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা।

হায়েয-নেফাছ

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ২২২ আয়াতে যে মাহিজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এই শব্দ দ্বারা আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন? হায়েয শব্দের অর্থ কি ?

উত্তর ঃ নারী যখন ঋতুবতী হয় সে সময় তার সাথে মেলামেশা সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তখন সূরা বাকারার ২২২ আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দিলেন–

وَيَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ-قُلْ هُوَ اَذًى-فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ-وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ-فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ-

তারা জানতে চায় হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? আপনি বলে দিন, তা এক অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত অবস্থা, সুতরাং এ ধরনের অবস্থায় স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকো এবং তাদের কাছে যেও না–যতক্ষণ না তারা পবিত্র ও ময়লাবিমুক্ত হয়। তারা যখন পবিত্র হবে, তখন তাদের কাছে যাও, ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ করেছেন। (সূরা বাকারা-২২২)

ইয়াহুদীদের মধ্যে নিয়ম ছিলো, তাদের মধ্যে নারীরা যখন ঋতুবতী হতো, তখন তারা সে নারীকে অপবিত্র মনে করে ঘর থেকে বের করে দিতে এবং আহার গ্রহণের সময় তাদের সাথে একত্রে খেতো না, ঘরে সাথে সাথে একত্রে কেউ থাকতোও না। আরবের লোকগুলো ইয়াহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারীদের সাথে তাদেরই অনুরূপ আচরণ করতো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো, তখন উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন ব্যতীত তাদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। এই আয়াতে যে 'মাহিজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মুফাস্সীরগণ

তার তিনটি অর্থ করেছেন। প্রথম অর্থ হলো, 'সেই সময়কালকে মাহিজ বলে, যে সময় পর্যন্ত নারী ঋতুবতী থাকে।' মাহিজ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'নারীর মাসিকের রক্ত।' তৃতীয় অর্থ করা হয়েছে, 'স্রাবের স্থান।' এক কথায় বলা যায়, 'মাহিজ' শব্দের মধ্যে উল্লেখিত তিনটি অর্থই বিদ্যমান রয়েছে। 'হায়েয' শব্দের অর্থ হলো, 'ফেটে বের হওয়া বা প্রবাহিত হওয়া।' শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয শব্দের অর্থ হলো, এটা সেই রক্ত যা সুস্থ অবস্থায় নারী দেহের বিশেষ অঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে থাকে।

মাসিক বন্ধ হয়ে পুনরায় শুরু হওয়া

প্রশ্ন ঃ মাসিক চলাকালে তিন দিনের দিন মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে মনে করে ফরজ গোছল সেরে নামাজ আদায় করলাম। কিন্তু পাঁচ দিনের দিন পুনরায় মাসিক শুরু হলো। এ অবস্থায় আমি কিভাবে নামাজ আদায় করবো?

উত্তর ঃ সাধারণতঃ ঋতুর সময় কাল হলো তিন দিন ও তিন রাত এবং এর সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশ দিন দশ রাত। এর অধিক যদি কারো ঋতুস্রাব হতে থাকে, তাহলে তা আর ঋতুস্রাব হিসাবে গণ্য হবে না, তা ইস্তেহাযা হিসাবে গণ্য হবে। সমস্ত নারীর বিষয়টি একই নিয়মে চলে না। কারো তিন দিন, কারো পাঁচ দিন বা সাত দিন চলে আবার কারো দশ দিনও চলে। কখনো কখনো শারীরিক কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটে। তিন দিন যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তিনি মেয়াদ শেষে ফরজ গোছল করে নামাজ আদায় করলেন, কিন্তু পুনরায় ঋতুরক্ত দেখা গেলো। এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সুতরাং যতক্ষণ স্রাব বন্ধ না হবে, ততক্ষণ নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকতে হবে। স্রাব বন্ধ হলে পুনরায় ফরজ গোছল করে নামাজ আদায় করতে হবে। এভাবে দশ দিন পর্যন্ত যদি স্রাব চলতে থাকে, তাহলে উক্ত দশ দিন নামাজ থেকে বিরত থাকা যাবে। কিন্তু দশ দিনের অধিক হলে নামাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না। ফরজ গোছল করে এমন ধরনের অন্তরবাস ব্যবহার করতে হবে, যেনো স্রাব দেহের অন্য স্থান স্পর্শ করতে না পারে এবং এ অবস্থাতেই অজু করে নামাজ আদায় করতে হবে।

হায়েজ-নেফাস চলাকালে দরুদ পড়া

প্রশ্ন ঃ হায়েজ-নেফাস চলাকালীন সময়ে কোরআনের খন্ড আয়াত বা সূরা অথবা কোনো দোয়া-দরুদ পড়া যাবে কিনা?

উত্তর ঃ হায়েজ-নেফাসের অবস্থাকে 'হদছে আকবর' বলা হয়েছে। এই অবস্থায় একান্ত বাধ্য না হলে পবিত্র কোরআন স্পর্শ করা জায়েজ নেই। একান্ত বাধ্য না হলে যেমন রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বা শয়তানের ধোকা থেকে আশ্রয়

প্রার্থনার উদ্দেশ্যে অথবা যুক্তি প্রমাণ পেশ করার জন্য কোরআনের খন্ড আয়াত মুখে উচ্চারণ করা জায়েজ আছে। শিক্ষকদের জন্য ছাত্রদেরকে একেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করে পড়ানোও জায়েজ আছে। দোয়ার উদ্দেশ্যে হাম্‌দ-ছানা ইত্যাদি পড়া জায়েজ আছে। হায়েজ-নেফাস চলাকালিন আহারের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা, আহার শেষে দোয়া পড়া, মলমূত্র ত্যাগের দোয়া, ঘুমানোর দোয়া, সফরে যাবার দোয়া, যান-বাহনে আরোহণের দোয়া পড়া যাবে।

হায়েজ অবস্থায় কোরআন ধরেছি

প্রশ্ন ঃ আমার বাড়িতে আগুন লেগেছিলো। সে সময় আমার হায়েজ চলছিলো। কোরআন শরীফ জ্বলে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আমি তা হাত দিয়ে ধরে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছিলাম। প্রশ্ন হলো, এতে কি আমার গোনাহ্ হয়েছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌র কোরআনকে আগুনে জ্বলে যাওয়া থেকে আপনি হেফাজত করে সর্বোত্তম কাজ করেছেন। এতে আপনার কোনো গোনাহ্ হবে না।

কাযা রোজা ও শাওয়ালের রোজা

প্রশ্ন ঃ রমজানের রোযা হায়েজের কারণে যে কয়টি বাদ পড়লো, তা শাওয়াল মাসে আদায় করলে পুনরায় শাওয়ালের রোযা রাখতে হবে কি?

উত্তর ঃ শাওয়াল মাসে রোযা রাখা নফল আর রমজান মাসে যে রোযা একান্ত বাধ্য হয়ে রাখা যায়নি, তার কাযা আদায় করা ফরজ। শাওয়াল মাসে নফল রোযা রাখলে সওয়াব হবে, সুতরাং ফরজ রোযার কাযা আদায় করে তারপর নফল রাখতে হবে।

ইস্তেহাযা ও নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ ইস্তেহাযা কাকে বলে এবং এ সময়ে নারী কি নামায আদায় করবে?

উত্তর ঃ হায়েজ ও নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ শেষ হবার পরও যদি রক্ত নির্গত হয় অথবা হায়েজ ও নেফাসের সর্ব নিম্ন সময়ের চেয়েও কম সময়ের জন্য যে রক্ত নির্গত হয় এবং মেয়েদের ৯ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকেই ইস্তেহাযা বলে। আসলে এটি একটি রোগজনিত রক্ত এবং তা স্বাভাবিক কারণে নির্গত হয় না। এই অবস্থা কোনো নারীর হলে তিনি বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধান বা ব্যবহার করবেন, যেন রোগজনিত রক্ত দেহের অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করতে না পারে। নামাযের সময় হলে সে রক্ত পরিষ্কার করে ওযু করে নামায আদায় করতে হবে। প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্যই পৃথক অযু করতে হবে এবং নামায চলাকালিনও যদি রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

এই রোগে কোনো নারী আক্রান্ত হলে নামায ছেড়ে দেয়ার অবকাশ নেই। তিনি কোরআন তিলাওয়াত, ইতেকাফে বসা, কা'বাঘর তাওয়াফসহ সব কিছুই করতে পারবেন।

হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কোরআন শিক্ষা দেয়া

প্রশ্ন ঃ হায়েজ-নেফাস চলাকালিন কোন্ কোন্ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং এ অবস্থায় অন্য কাউকে কোরআন শিক্ষা দেয়া জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ নারীর এ অবস্থায় নামায-রোযা আদায় করা নিষেধ। কোরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ তবে শিক্ষিকাদের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে একেকটি শব্দ পৃথক পৃথক করে পড়ানো জায়েয। মসজিদে প্রবেশ করা এবং স্বামী-স্ত্রী মিলিত হওয়া নিষেধ।

হায়েজ অবস্থায় কোরআনের আয়াত লিখিত প্রশ্ন পত্র ধরেছি

প্রশ্ন ঃ পরীক্ষায় হলে হায়েজ অবস্থায় আমাকে কোরআনের আয়াত লিখিত প্রশ্ন পত্র হাত দিয়ে ধরতে ও লিখতে হয়েছে। এতে কি আমি গোনাহ্গার হয়েছি?

উত্তর ঃ বিষয়টি আপনার ইচ্ছাধীন ছিলো না, একান্ত বাধ্য হয়ে আপনাকে হায়েয অবস্থায় কোরআনের আয়াত লিখিত কাগজ ধরতে ও লিখতে হয়েছে, সুতরাং আপনি গোনাহ্গার হবেন না।

শবে কদরের রাতে হায়েজ হলে

প্রশ্ন ঃ শবে কদরের রাত উপস্থিত হলো, এ অবস্থায় ঋতুবতী নারী সেই রাতে ইবাদাতে কিভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং না করলে কি সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে?

উত্তর ঃ লাইলাতুল কদর—যে রাত এদেশের মুসলমানদের কাছে শবে কদর-এর রাত হিসাবে পরিচিত। এই রাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই রাতের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন-হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি মাসের বিশেষ কয়েকটি দিন নারী ঋতুবতী হবে, এই নিয়মটি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করেছেন। ঋতু চলাকালীন সময়ে নারীকে নামাজ-রোজা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। রমজানের রোজা পালন করা ও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ এবং ঋতু চলাকালে নারীকে ফরজ নামাজ-রোজা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসময় আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে নামাজ-রোজা আদায় ও স্বামীর সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকাই হলো সওয়াবের কাজ। শবে বারাতের রাতে কোরআন তিলাওয়াত, নফল নামাজ আদায়, যিকর করা এগুলো তো নফল। করলে সওয়াব হবে আর না করলে গোনাহ্ হবে না। মনে রাখতে হবে

যে, মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করাই হলো সওয়াবের কাজ। আমার আপনার তথা গোটা সৃষ্টি জগতের রব্ মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিষেধ অনুসারে আপনি শবে বারাতের রাতে নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকছেন, আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণ করাই হলো তাঁর ইবাদাত করা। সুতরাং আপনি ইবাদাতের মধ্যেই থাকছেন এবং সওয়াব লাভ করছেন। সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না।

নামাজের ওয়াক্তে মাসিক হলে

প্রশ্ন ঃ নামাজের ওয়াক্তে যদি মাসিক আরম্ভ হয়, তাহলে সেই ওয়াক্তের নামাজের কি কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ সঠিক ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। গড়িমসি করে ওয়াক্ত পার করে দিয়ে শেষ ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা মারাত্মক অপরাধ। আর নারীদের ক্ষেত্রে প্রথম ওয়াক্তেই নামাজ আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে এ জন্য যে, যে কোনো মুহূর্তে তারা ঋতুবতী হতে পারে এবং এজন্য নামাজ আদায় থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ আদায় করতে দেরী করা হলো আর এর মধ্যে ঋতুচক্র শুরু হলো, ফলে নামাজ আদায় করা গেলো না। নামাজ আদায়ে দেরী করার কারণে সেই নারীকে গোনাহ্গার হতে হবে। নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হলো, এই সময়ে যদি কোনো নারীর ঋতুচক্র শুরু হয়, তাহলে তাকে সেই ওয়াক্তের নামাজ কাযা আদায় করতে হবে না।

অতিরিক্ত সময় মাসিক চললে

প্রশ্ন ঃ নির্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব চলতে থাকলে কিভাবে নামাজ আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ নির্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত যে স্রাব নির্গত হয় তা হলো ইস্তেহাযা। এ অবস্থায় বিশেষ পোষাক পরিধান করে নামাজ আদায় করতে হবে। তবে এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে আরেক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা যাবে না। প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন অজু করতে হবে।

নামাজ অবস্থায় হায়েজ হলে

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায়রত অবস্থায় রক্ত বা স্রাব দেখা দিলে কি নামাজ ছেড়ে দিতে হবে?

উত্তর ঃ নামাজ আদায়রত অবস্থায় কোনো নারীর যদি ঋতুস্রাব শুরু হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ নামাজ আদায় থেকে বিরত থাকতে হবে।

হায়েজ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর মাসিক চলাকালীন তার সাথে মিলিত হওয়া কি শরীয়তে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ না, জায়েয নেই। কোরআন শরীফে বিষয়টি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বিছানায় নামাজ আদায় করা

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী যে বিছানায় মিলিত হয়, সে বিছানায় নামাজ আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ নামাজ আদায় করার মতো ঘরে যদি স্বল্প পরিসরের জায়গাও থাকে, তাহলে বিছানায় নামাজ আদায় করবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা নামাজের মধ্যে যাবতীয় বরকত ও নূর রেখেছেন, যা লাভ করতে হলে যথাযথভাবে নামাজ আদায় করতে হবে এবং নামাজের যাবতীয় শর্ত পূরণ করতে হবে। আপনি এমন জায়গায় কেনো নামাজ আদায় করবেন, যেখানে আপনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে শয়ন করেন? নামাজ আদায়ের অন্যতম শর্ত হলো, নামাজ আদায়ের স্থান পবিত্র হতে হবে। স্থান যদি অপবিত্র হয় তাহলে নামাজ হবে না। পৃথিবীতে মানুষ যাকে সম্মানীত ও মর্যাদাবান মনে করে, তার বসার জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সে আসনে অন্য কাউকে বসতে দেয়া হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন সবথেকে বেশী সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী। তাঁকে সিজ্দা দেয়ার জন্য যেস্থান নির্বাচিত করা হবে, সেই স্থান সর্বদিক থেকে সুরক্ষিত রাখা উচিত।

অপবিত্র শরীরে কাউকে খেতে দেয়া

প্রশ্ন ঃ অপবিত্র শরীরে সাংসারিক কাজকর্ম করা বা কাউকে খেতে দেয়া কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ জায়েয আছে, তবে ঋতুচক্রের কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে অপবিত্র হলে দ্রুত পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

অপবিত্র শরীরে হেঁটে যাওয়া স্থানে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ অপবিত্র শরীরে যে স্থান দিয়ে হেঁটে যাওয়া হয়, সেই স্থানে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ উচিত নয়, উক্ত স্থানটি মাটির হলে ঝাড়ু দিয়ে কিছু বিছিয়ে তারপর নামাজ আদায় করা উচিত। আর পাকা হলে হলে ভিজা কাপড় দিয়ে মুছে নেয়া উচিত।

অপবিত্র শরীরে কোনো জিনিসে হাত দেয়া

প্রশ্ন ঃ অপবিত্র শরীরে কোনো জিনিস ধরলে সে জিনিসও কি অবিত্র হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ অপবিত্র শরীরে কোনো জিনিস স্পর্শ করলে সেই জিনিসে যদি নাপাকি না লাগে, তাহলে তা অপবিত্র হবে না। তবে অপবিত্র শরীরে সময় অতিবাহিত করা ঠিক নয়। আপনি জানেন না, কোনো মুহূর্তে মালাকুল মাউত আপনার কাছে এসে উপস্থিত হবে। এমনটি যেনো না ঘটে যে, আপনি অপবিত্র শরীরে পৃথিবীতে থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। সুতরাং দ্রুত পাক-পবিত্রতা অর্জন করা উচিত।

অজু-গোছল

কেব্‌লা মুখী হয়ে অযু করতে

প্রশ্ন ঃ কেব্‌লা মুখী হয়ে বসে অযু করতে হবে। প্রশ্ন হলো, অন্য কোনো দিকে মুখ করে বসে অযু করলে কি অযু হবে ?

উত্তর ঃ যদি কেব্‌লা মুখী হয়ে বসে অযু করার সুযোগ থাকে, তাহলে আপনি অন্য দিকে মুখ করে বসবেন কেনো? সুযোগ না থাকলে অন্য দিকেও মুখ করে বসে অযু করা যাবে।

উলঙ্গ হয়ে গোছল করা

প্রশ্ন ঃ গোছলের সময় বাথরুমে একাকী উলঙ্গ হয়ে গোছল করা কি ঠিক হবে?

উত্তর ঃ ইসলাম মানুষকে লজ্জাশীলতা শিক্ষা দিয়েছে আর লজ্জাশীলতার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য বিপুল কল্যাণ। একাকী উলঙ্গ হওয়া লজ্জাশীলতার পরিপন্থী। একান্ত বাধ্য না হলে আপনি কেনো উলঙ্গ হবেন? আপনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর দৃষ্টির আওতায় রয়েছেন এবং আপনার সাথে ফেরেশ্‌তা রয়েছে। সুতরাং কোনো রুচিবান মানুষের পক্ষে অন্যের সামনে দূরে থাক, নির্জনেও একাকী উলঙ্গ হওয়া অসম্ভব। লজ্জাস্থানকে মানুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা ওয়াজিব এবং তা অন্যের সামনে একান্ত বাধ্য না হলে উন্মুক্ত করা হারাম। হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের দেহের সতর করার অঙ্গসমূহ মানুষের সামনে আড়াল করে রাখে না, তার প্রতি ফেরেশ্‌তা ও মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে।

বিদেশে গণ গোছল

প্রশ্ন ঃ আমি ইউরোপে থাকি, সেখানে একত্রে অনেককেই গোছল করতে হয়। বিষয়টি আমাকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে একত্রে অনেকগুলো মানুষ গোছল করতে পারবে কি?

উত্তর ঃ পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়কেই করতে হবে। পুরুষ নাভী থেকে হাঁটুর নীচ

পর্যন্ত আবৃত রাখবে। সুতরাং পুরুষ পর্দার হক আদায় করে অন্য পুরুষের সামনে গোছল করতে পারে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে গণস্নানাগারে একত্রে গোছল করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে শুধুমাত্র পুরুষদেরকে বস্ত্র পরিধান করে গোছল করার অনুমতি দিয়েছেন। তবে ইউরোপ-আমেরিকায় যেভবে উলঙ্গ হয়ে, সর্টস্ পরে যেভাবে সমুদ্রস্নান করা হয়, তা সম্পূর্ণ হারাম।

অজু নয়–তায়াম্মুম

প্রশ্ন ঃ শরীরে পানি স্পর্শ করালে রোগ বৃদ্ধির যদি আশঙ্কা থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি কি অজু ব্যতীতই নামাজ আদায় করতে পারে?

উত্তর ঃ যতদিন এই সমস্যা থাকে ততদিন তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। তবুও নামাজ কাযা করার কোনো অবকাশ নেই।

স্বামী-স্ত্রী একসাথে গোছল

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রী কি এক সাথে বাথরুমে গোছল করতে পারবে?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং অনেক স্বামী-স্ত্রী একজনের ব্যক্তিত্ব আরেকজনের কাছে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে না। অনেক স্বামী-স্ত্রীই পরস্পর পরস্পরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখুক, এটা কামনা করে না। অপরদিকে ইসলাম লজ্জাশীলতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণা করেছে, 'যার লজ্জা নেই তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ।' স্বামী-স্ত্রী একই সাথে বাথরুমে গোছল করতে হলে লজ্জা বিসর্জন দিতে হয়। এরপর বাসার ভেতরে সন্তান-সন্ততিসহ অন্য যারা থাকে, তাদের ভেতর থেকে যেমন লজ্জাশীলতা বিদায় নিতে থাকে এবং তাদের সামনে বিষয়টি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দেখায়। অতএব সার্বিক দিকে লক্ষ্য রেখে স্বামী-স্ত্রীকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং লজ্জাশীলতার দিকে দৃষ্টি রেখে একত্রে বাথরুমে গোছলের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

অজু ছাড়া কোরআন পড়া

প্রশ্ন ঃ অজু ব্যতীত কোরআনের মুখস্থ কোনো আয়াত বা সূরা কি তিলাওয়াত করা যাবে?

উত্তর ঃ একান্ত বাধ্য না হলে উচিত হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র এবং তাঁর বাণী মহাগ্রন্থ আল-কোরআনও মহাপবিত্র কিতাব। এই কিতাব স্পর্শ এবং তিলাওয়াত করতে হলে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

অজু ছাড়া কোরআন স্পর্শ

প্রশ্ন ঃ অজু ব্যতীত কোরআন তিলাওয়াত, স্পর্শ বা অধ্যয়ন করা যাবে না, এ কথা কি কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর ঃ অজু ও তায়াম্মুমের নির্দেশ প্রত্যক্ষভাবে পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদার ৬ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র এবং তাঁর বাণীও পবিত্র। তাঁর বাণী সম্বলিত পবিত্র কোরআন কোন অবস্থাতেই অপবিত্র শরীরে স্পর্শ করা যাবে না। এ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব স্পর্শ করতে হলে স্পর্শকারীকে অবশ্যই শরীর ও পোষাকের দিক দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। এ কোরআনের মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

প্রকৃতপক্ষে এটা এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কোরআন। একটি সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ, যা পবিত্রতম সত্তা (ফেরেশ্তাগণ) ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করতে সক্ষম নয়। এটা রাব্বুল আলামীনের অবতীর্ণ করা। (সূরা ওয়াকী'আ–৭৭-৮০)

আল্লাহর এই কোরআন এক নিখুঁত মাত্রায় পরস্পর সংযুক্ত ও সুসংবদ্ধ জীবন বিধান হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এতে আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে চরিত্র, ইবাদাত, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ ও সন্ধিনীতি তথা মানব জীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ও বিভাগ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ; বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা-বিধান দান করা হয়েছে। এ কোরআনে কোন একটি জিনিসও অপর কোন একটি জিনিস থেকে বিচ্ছিন্ন ও অসামঞ্জস্যমূলক নয়। এ কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা অবিচল; অপরিবর্তনীয় এবং এর সম্মান ও মর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে তা অপবিত্রাবস্থায় পাঠ করা দূরে থাক, স্পর্শ করার অনুমতিও দেয়া হয়নি।

মানুষকে অপবিত্রতা মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহর ফেরেশতাগণ যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। এ কোরআনে ফেরেশতাদের সত্তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে 'পবিত্রতম সত্তা'। তাঁরা এ কোরআন যখন তখন স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু এই মানুষের দেহের অভ্যন্তরে রয়েছে অপবিত্রতা। তা দেহের বাইরে নির্গত হলে কোনো কোনো সময় মানুষের ওপরে গোসল ফরজ হয়। আবার কোনো অপিবত্রতা দেহ থেকে বাইরে এলে অজু করা আবশ্যক হয়। এ জন্য এসব অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে, পবিত্র স্থানে আল্লাহর কিতাব

অধ্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শয়তান স্বয়ং অপবিত্র এবং সে অপবিত্রতা পছন্দ করে। কোরআনের পাঠককে সে যদি অপবিত্র অবস্থায় পায়, তাহলে অতি সহজে সে তাকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়। এ জন্য আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন কালে পবিত্রতা অর্জনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

দুধপানে অজু ভঙ্গ

প্রশ্ন ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের স্তনে মুখ দিয়ে দুধ পান করলে কি মায়ের ওযু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর ঃ না, অজু ভেঙে যাবে না। অজু অবস্থায়ও শিশু সন্তানকে দুধ পান করা যেতে পারে।

অজুর পরে প্রসাধনী

প্রশ্ন ঃ অজু করার পরে কোনো ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে তবে তা পবিত্র বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে। অপবিত্র কোনো বস্তু দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রসাধনী তা অজু অবস্থায় হোক বা অজু ছাড়া অবস্থায় হোক, ব্যবহার করা জায়েয নেই।

অজু করা কালে অজু ভঙ্গ

প্রশ্ন ঃ অজুরত অবস্থায় যদি অজু ভঙ্গের কারণ সংঘটিত হয়, তাহলে পুনরায় কি প্রথম থেকে অজু আরম্ভ করতে হবে?

উত্তর ঃ অজু করছে এ অবস্থায় যদি অজু ভঙ্গের কারণ ঘটে, তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে অজু শুরু করতে হবে।

অপবিত্র অবস্থায় ইন্তেকাল

প্রশ্ন ঃ কোনো মহিলা যদি নাপাক অবস্থায় ইন্তেকাল করে, তাহলে তার গোছল কি নিয়মে দিতে হবে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তিকে যে নিয়মে গোছল করানো উচিত সেই নিয়মেই গোছল করাতে হবে। তবে গোছলের পূর্বে অজু করানোর সময় গড়গড়া কুলি ও নাকের ভেতর পানি প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। এ জন্য যতটা সম্ভব হয় ততটা মুখ গহ্বর ও নাকের ছিদ্রপথ পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

অজু করে পুরুষকে দেখা

প্রশ্ন ঃ অজু করে ভিন্ন পুরুষের চেহারা দেখলে, মাথার কাপড় সরে গেলে বা উচ্চ শব্দে কথা বললে কি পুনরায় অজু করতে হবে?

উত্তর ঃ একজন নারীর পক্ষে ভিন্ন পুরুষের চেহারা অকারণে দেখা জায়েয নেই।

পর পুরুষের সামনে মাথার কাপড় সরিয়ে চুল অনাবৃত করা ও ইচ্ছাকৃতভাবে পর পুরুষকে নিজের কণ্ঠ শোনানো জায়েয হবে না। তবে অজু ভাঙার কারণের মধ্যে এসব কারণ উল্লেখ নেই। এসব কারণ ঘটলে পুনরায় অজু করতে হবে না।

অজু ছাড়া দরুদ পাঠ

প্রশ্ন ঃ অজু ব্যতীত কি দোয়া-দরুদ পাঠ করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ যাবে, তবে অজু ব্যতীত দোয়া-দরুদ পাঠ না করাই উত্তম।

নামাজের মধ্যে অজু ভঙ্গ

প্রশ্ন ঃ চার রাকাআত নামাজের ক্ষেত্রে দুই বা এক রাকাআত আদায় করার পর যদি অজু চলে যায়, তাহলে পুনরায় অজু করতে হবে কিনা এবং অজু যদি করতে হয় তাহলে পূর্বে আদায়কৃত নামাজও পুনরায় আদায় করতে হবে নাকি পুরো চার রাকাআতই আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ এক রাকাআত বা দুই রাকাআত আদায় করা হয়েছে, এ অবস্থায় যদি অজু চলে যায় তাহলে পুনরায় অজু করে প্রথম থেকেই নামাজ শুরু করে চার রাকআতই আদায় করতে হবে। যোহরের বা এশার চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয়েছে, এ অবস্থায় যদি অজু চলে যায়, তাহলে পুনরায় অজু করে পরবর্তী অবশিষ্ট নামাজসমূহ আদায় করতে হবে। অজু থাকাবস্থায় যে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয়েছিলো, তা আর আদায় করতে হবে না। অনুরূপ ফজরের নামাজে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয়েছে এরপর অজু চলে গেলো, তখন পুনরায় অজু করে শুধু ফরজ দুই রাকাআত আদায় করতে হবে। পূর্বে আদায়কৃত সুন্নাত নামাজ আর আদায় করতে হবে না।

নাপাক অবস্থায় অজু ভঙ্গ

প্রশ্ন ঃ গোছল ফরজ হয়েছে, এ অবস্থায় কোলের শিশুকে কি বুকের দুধ পান করানো যাবে?

উত্তর ঃ মুসলমানদের প্রত্যেকটি কাজ পবিত্রতার সাথে জড়িত। সুতরাং যে কোনো কাজ পবিত্রতার সাথেই আঞ্জাম দেয়া উচিত। একান্ত বাধ্য না হলে অপবিত্র অবস্থায় শিশু সন্তানকে দুধ পান করানো ঠিক নয়।

নাপাক অবস্থায় সেহরী খাওয়া

প্রশ্ন ঃ রমজান মাসে গোছল ফরজ হওয়ার পরও যদি কেউ গোসল না করে সেহরী খেয়ে রোজা রাখে এবং ফজরের কাযা নামাজ যোহরের সময় আদায় করে, তাহলে তার নামাজ-রোজা কি আদায় হবে, না সে গোনাহ্গার হবে?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ তরক করার জন্য সে ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়া হলো কুফ্রী। রমজানের রোজার সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব এত বেশী যে, রোজার পুরস্কার মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং দিবেন। অপবিত্র অবস্থায় কেউ যদি সেহ্রী খায় এবং রোজা রাখে, তাহলে তার রোজার গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। রোজার সময় কোনো কারণে অপবিত্র হলে অত্যন্ত দ্রুত পবিত্রতা অর্জন করতে হবে।

হজ্জের সময় মাসিক শুরু

প্রশ্ন ঃ হজ্জে যাবে–এ সময় মাসিক শুরু হলে নারীর করণীয় কি?

উত্তর ঃ হজ্জে যাবার সময় যদি কোনো নারীর ঋতুচক্র শুরু হয়ে যায়, তাহলে ঋতুবতী নারী কা'বাঘর তাওয়াফ করা ব্যতীত হজ্জের অন্যান্য নিয়ম যথারীতি পালন করতে পারবে। ইহ্রাম বাঁধার সময় যে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করা হয়, ঋতুবতী নারী তা আদায় করবে না।

নামাজ-রোজা-হজ্জ-যাকাত

ওষুধ খেয়ে রোজা ও হজ্জ পালন

প্রশ্ন ঃ নির্বিঘ্নে হজ্জ বা রোযা পালন করার জন্য কোনো ওষুধের মাধ্যমে মাসিক বন্ধ রাখা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ না, জায়েয হবে না। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারীর ওপর যা স্বাভাবিক করেছেন, তা স্বাভাবিক অবস্থাতেই রাখতে হবে।

হাঁটুর ব্যথা ও নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ কোমরে বা হাঁটুতে ভীষণ ব্যথা, যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে পারি না। এ অবস্থায় আমি কিভাবে নামাজের হক আদায় করবো?

উত্তর ঃ যতদিন আপনার শারীরিক অসুবিধা দূর না হয় ততদিন আপনি চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করবেন। অথবা যেভাবে সুবিধা মনে করেন সেভাবেই আদায় করুন।

নারীর ঈদের নামাজ

প্রশ্ন ঃ নারী কি ঈদের নামাজ আদায় করবে এবং ঈদের দিন নারী ও পুরুষ ইশরাক নামাজ আদায় করবে কিনা?

উত্তর ঃ বর্তমানে বড় বড় শহরে অধিকাংশ মসজিদে নারীদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান রয়েছে। সেখানে তারা উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামাজ আদায় করতে পারেন। এই ধরনের ব্যবস্থা যে মসজিদ বা ঈদগাহে রয়েছে, সেখানে ঈদের দিন

মহিলারা ঈদের জামাআতে শামিল হতে পারবে। তবে ঈদ ও জুমুআর জামাআতে শামিল হওয়া নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। আর ইশরাকের নামায হলো নফল, আদায় করলে সওয়াব হবে, না করলে গোনাহ্ হবে না।

নারীর জানাযা নামাজে যোগদান

প্রশ্ন ঃ নারীদেরকে কি জানাযার নামায আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ জানাযার নামাযে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা হয়, আল্লাহর কাছে তার জন্য মাগ্ফেরাত কামনা করা হয়। এই দোয়া তো নারীরা বাড়িতে অবস্থান করেই করতে পারে। জানাযায় পুরুষদের সাথে যাওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই। এই নামায ফরজে কেফায়া, একজন আদায় করলে অন্যদের ওপর থেকে দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। নারীদের জানাযায় যোগদান করার প্রয়োজন নেই।

নারীর নামাজ আদায় পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায়ের সময় নারী কিভাবে উঠা-বসা করবে এবং সঠিক পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِى اُصَلِّىْ-

তোমরা ঠিক সেভাবে নামায আদায় করো, যেভাবে আদায় করতে দেখেছো আমাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে আল্লাহর রাসূলের নামায আদায় সংক্রান্ত যে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান। হাদীসে পুরুষদের নামায থেকে মহিলাদের নামাযের কোনো ব্যতিক্রম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি। ইমাম ইবরাহীম নখয়ী (রাহঃ) বলেছেন, 'পুরুষরা নামাযে যা করে মহিলারাও তাই করবে।' যে দুই একটি হাদীসে মহিলাদের নামাযে পৃথক পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সে হাদীসের সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সন্দেহ পোষণ করেছেন। ইমাম বুখারী (রাহঃ) তাঁর আত্তারীখ আস্-সগীর গ্রন্থে সহীহ সনদ সহকারে প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী হযরত উম্মুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি নামাযে পুরুষদের মতো বসতেন এবং তিনি ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মহিলাগণ নামাযে সিজ্দায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করে, সে পদ্ধতি ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ পেশ করেছেন এ কারণে যে, অনেক ক্ষেত্রে শিশু সন্তানের মাতা নামাযে সিজ্দায় গিয়েছেন, এই অবস্থায় সন্তান যেন দুধ পান করার সুযোগ না পায়। সুতরাং হাদীসে নামায আদায়ের যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেটাই অবলম্বন করা উচিত।

শবে বারাতের নামাজ

প্রশ্ন ঃ শবে বারাতের নামাজ কত রাকাআত, দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় শবে বারাত বলে কোনো অনুষ্ঠান নেই, সুতরাং শবে বারাতের দিন গোটা রাত জেগে নামায আদায় করতে হবে, এ সম্পর্কে হাদীসে কোনো কথা উল্লেখ নেই। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি যে কোনো দিন যত রাকাআত খুশী নফল নামাজ আদায় করতে পারেন।

ফরজ রোজা ভেঙ্গে গেলে

প্রশ্ন ঃ ফরজ রোজা কোনো কারণবশত ভেঙ্গে গেলে পরবর্তীতে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ রমজান মাস শেষ হলেই শাওয়াল মাসের মধ্যেই তা আদায় করা উচিত। ফরজ রোজার কাযা আদায়ের ব্যাপারে কোনো ধরনের উদাসীনতা বা অবহেলা করা কোনোক্রমেই উচিত নয়।

নারীর তারাবী নামাজ

প্রশ্ন ঃ মেয়েরা যদি তারাবী নামাজ জামায়াতে আদায় করে, তাহলে তাদের নামাজ কি আদায় হবে?

উত্তর ঃ শহর এলাকায় বিভিন্ন মসজিদে মহিলাদের জন্য নামাজ আদায়ের পৃথক কক্ষ নির্মিত হয়েছে। সুতরাং মহিলারা এসব মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতের সাথে তারাবী নামাজ আদায় করতে পারে।

ইশার নামাজ রাতের কোন্ অংশে

প্রশ্ন ঃ ইশার নামাজ ও বিতিরের নামাজ রাতের কোন্ অংশে আদায় করা উত্তম?

উত্তর ঃ যে কোনো ওয়াক্তের নামাজই যথাযথ ওয়াক্তে আদায় করা সর্বোত্তম। কারণ মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। যে কোনো মুহূর্তে নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করতে হতে পারে। নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পরও 'এই একটু পরেই আদায় করছি বা হাতের এই কাজটি শেষ করেই আদায় করছি।' এ ধরনের চিন্তা করতে করতেই ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে অথবা পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যাবে। তাহলে ঐ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা আর তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আর নারীর জন্য বিষয়টি আরো জটিল। নামাজের ওয়াক্ত হবার পরও 'আদায় করবো–করছি' বলতে বলতেই দেখা গেলো, সেই নারীর মাসিক শুরু হয়ে গেলো। ফলে সেই ওয়াক্তের নামাজ আর আদায় করা সম্ভব হলো না। এ জন্য যথার্থ

ওয়াক্তে নামাজ আদায় করার বিষয়টি হাদীসে মহান আল্লাহর সবথেকে পছন্দনীয় কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নারীদেরকে ইশার নামাজে বিলম্ব না করে যথাযথ ওয়াক্তে আদায় করতে বলতেন। যেন এমনটি না হয়ে যায় যে, তাদের মাসিক শুরু হয়ে গেলো অথচ ঐ ওয়াক্তের এশার নামাজ আদায় করতে পারলো না। আর বিতরের নামাজের বিষয়টি হলো, যদি শেষ রাতে নামাজ আদায়ের অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে তা তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করেই আদায় করা উত্তম। নতুবা ইশার নামাজের শেষেই তা আদায় করে নেয়া উচিত।

দোয়া কুনুত পড়তে ভুলে গেলে

প্রশ্ন ঃ বিতিরের নামাযে দোয়া কুনুত পড়া ভুলে গেলে কি নামাজ হবে?

উত্তর ঃ নামাজ হয়ে যাবে তবে এটা অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। নামাজের প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ দিতে হবে। নামাজ আদায়ের সময় একাগ্রতা না থাকলেই নামাজে ভুল হয়। সুতরাং নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা আখিরাতের ময়দানে এসব নামাজ মুখের উপরে ছুড়ে দেয়া হবে, কোনোই বিনিময় পাওয়া যাবে না।

নামাজের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া

প্রশ্ন ঃ নামাজে সূরা ফাতিহার পরে যে অন্য কোনো সূরা বা কোরআনের খন্ডিত আয়াত পড়া হয়, এ সময়ও কি বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলতে হবে?

উত্তর ঃ জ্বি, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম অনুচ্চ স্বরে বলতে হবে।

সূর্য ওঠার পরে ফজরের সুন্নাত নামাজ

প্রশ্ন ঃ সূর্য উদিত হবার পরে ফজরের নামাজ দুই রাকাআত ফরজের সাথে দুই রাকাআত সুন্নতও কি আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ সুন্নত নামাজের কোনো কাযা নেই, কাযা কেবল ফরজ নামাজ-রোজার আদায় করতে হবে। সুতরাং কোনো কারণে যদি ফজরের নামাজ কাযা হয়ে যায়, তখন শুধু ফরজ দুই রাকাআতই আদায় করতে হবে।

কাযা নামাজের নিয়ত কি

প্রশ্ন ঃ কাযা নামাজের নিয়ত অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিন।

উত্তর ঃ যে ওয়াক্তের যে কয় রাকাআত নামাজ কাযা হয়েছে, তা আদায় করার সময় উক্ত ওয়াক্ত ও রাকাআতের কথা মনে মনে স্মরণ করাই হলো নিয়ত। এ ব্যাপারে কোনো গৎবাঁধা কোনো নিয়ত পাঠ করার প্রয়োজন নেই।

প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা

প্রশ্ন ঃ মানুষ বা প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা ঘরে থাকলে সে ঘরে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা যদি ঘরের টেবিলে বা অন্য কোথাও থাকে সেটা ভিন্ন কথা। প্রাণীর ছবিযুক্ত পত্রিকা, বস্ত্র বা অন্য কিছু দিয়ে ঘরের দেয়াল সাজানো নিষেধ। যে ঘরে প্রাণীর ছবি রয়েছে, সে ঘরে নামাজ আদায় করা ঠিক নয়। একান্ত বাধ্য হয়ে যদি নামাজ আদায় করতেই হয়, তাহলে সাধ্যানুসারে প্রাণীর ছবি আড়াল করেই নামাজ আদায় করা উচিত।

নামাজ আদায়কালে হাঁচি এলে

প্রশ্ন ঃ নামাজরত অবস্থায় যদি কারো হাঁচি আসে, তাহলে কি সে আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলতে পারবে?

উত্তর ঃ না, নামাজরত অবস্থায় হাঁচি এলে আল্ হাম্‌দুলিল্লাহ বলা যাবে না।

টাকায় মানুষের ছবি

প্রশ্ন ঃ টাকায় তো মানুষের ছবি রয়েছে। এই টাকা পকেটে রেখে কি নামাজ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সে রাষ্ট্রের মুদ্রায় কোনো প্রাণীর ছবি থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে যে মুদ্রা সরকার চালু করে, তা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলেই বাধ্য হয়। কারণ মুদ্রাই হলো যে কোনো প্রকার লেন-দেনের মাধ্যম। অতএব এসব মুদ্রা পকেটে রেখে নামাজ আদায় করা যেতে পারে।

উন্মুক্ত ময়দানে নামাজ

প্রশ্ন ঃ উন্মুক্ত ময়দানে নামাজ আদায় করতে হলে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর ঃ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রয়োজনে উন্মুক্ত ময়দানে নামাজ আদায় করেছেন, তখন তিনি সামনে উঁচু একটা কিছু দাঁড় করিয়ে তারপর নামাজ আদায় করতেন। নামাজের সামনে দিয়ে কেউ যেন যেতে না পারে, এ জন্য নামাজ আদায় করার সময় সামনে দেড় দুই হাত উঁচু কিছু একটা রাখতে হবে। প্রান্তরে যদি গাছ থাকে সে গাছকেও সুতরা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। প্রাচীর বা পিলার অথবা বাঁশ-কাঠের খুটিও সুতরা হিসাবে গণ্য হতে পারে। অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেনো নামাজের সামনে দিয়ে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো বড় ধরনের প্রাণী যাতায়াত করতে না পারে।

নারীর জুমুআ নামাজ

প্রশ্ন ঃ আমার ঘর সংলগ্ন মসজিদ। আমরা বেশ কয়েকজন মহিলা জুমুআর নামাজ ঘরের ভেতর থেকেই অংশগ্রহণ করি। এভাবে কি আমাদের নামাজ আদায় সঠিক হয় নাকি পুনরায় যোহর নামাজ আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ আপনি যে ঘরে বাস করেন তা মসজিদের অংশ নয় এবং মসজিদে যে জামাআত অনুষ্ঠিত হয় এবং আপনারা বাসগৃহে অবস্থান করে সেই জামাআতকে অনুসরণ করে জামাআত করছেন, সেই জামাআতের সাথে মসজিদের জামাআতের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সুতরাং এভাবে নামাজ আদায় করলে আপনাদের জুমা নামাজ আদায় হবে না, যোহর নামাজ আদায় করতে হবে। মসজিদে অনুষ্ঠিত জামাআতের সাথে আপনাদের জামাআতের যদি সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং পর্দার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে আপনাদের জুমুআর নামাজ আদায় হবে।

হাত বা পা নেই-নামাজ পড়বে কিভাবে

প্রশ্ন ঃ যাদের হাত বা পা নেই, তারা কিভাবে নামাজ আদায় করবে, অনুগ্রহ করে জানিয়ে দিবেন।

উত্তর ঃ যাদের হাত ও পা নেই, তাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে নামাজ আদায় করার কোনো উপায় নেই। সুতরাং নিজের মুখমন্ডল কেবলা মুখী করে যতদূর সম্ভব মাথা ঝুঁকিয়ে রুকু সিজ্দা আদায় করতে হবে। সামনে উঁচু কিছু রেখে তার ওপরও সিজ্দা দেয়া যেতে পারে। সেটাও সম্ভব না হলে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে।

ভিজা কাপড়ে নামাজ পড়া

প্রশ্ন ঃ বর্ষার মৌসুমে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলাম, ক্ষেতে যারা কাজ করছিলো তাদের মধ্যে কয়েকজন আসরের নামাজ আদায় করছে কিন্তু তাদের পরনের কাপড় ছিলো ভিজা। প্রশ্ন হলো, ভিজা কাপড়ে কি নামাজ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ভিজা কাপড়ে নামাজ আদায় করা ঠিক নয়। ক্ষেতে যারা সকাল থেকে সন্ধ্যাবধি কাজ করে বিশেষ করে বর্ষার মৌসুমে এবং খাল-বিল হাওড়ে বা নদীতে মাছ ধরে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের পরনের কাপড় প্রায় সময় ভিজাই থাকে। পরনের কাপড় শুকনো রাখার উপায় থাকে না, সুতরাং তাদের নামাজ হয়ে যাবে। এভাবে যারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এবং নামাজের সময় হলে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করে না। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা।

সিজ্‌দায় গিয়ে কি বলতে হবে

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায়ের সময় সিজদারত অবস্থায় সিজদার তাস্‌বীহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো দোয়া পড়া যাবে কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায়ের সময় রুকুতে গিয়ে 'ছুবহানা রাব্বিয়াল আযিম' রুকু থেকে উঠে 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' ও সিজ্‌দায় গিয়ে 'ছুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা ব্যতীতও অন্যান্য তাস্‌বীহ্‌ বা দোয়া পাঠ করেছেন এবং এসব দোয়া হাদীসের কিতাবসমূহে মওজুদ রয়েছে। আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানী (রাহঃ)-এর লিখা 'রসূলুল্লাহর নামায' ও আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রাহঃ)-এর লিখা 'আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন' বই দুটো প্রত্যেকের পড়া উচিত। আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামাজ আদায় করেছেন এবং কোথায় কি দোয়া পাঠ করেছেন তা এই বই দুটোয় উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে নফল বা তাহাজ্জুদ নামাজে রুকু ও সিজ্‌দায় অতিরিক্ত দোয়া করতেন।

অন্ধকারে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ আমার পরিবারের মুরুব্বি রাতে অন্ধকারে নামাজ আদায় করেন। আলোর ব্যবস্থা করতে গেলে তিনি বলেন, অন্ধকারে নামাজ আদায় করলে নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। তার এই চিন্তাধারা কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, ঠিক নয়। অন্ধকারে নামাজ আদায় করলে নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়–আর দিনের আলোয় যে কয় ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে হবে, তাতে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে না, এ ধরনের চিন্তাধারা ঠিক নয়। একান্ত বাধ্য না হলে অন্ধকারে নামাজ আদায় করা ঠিক হবে না। যেখানে সিজ্‌দা দেয়া হবে, নামাজের জন্য যেখানে দাঁড়ানো হবে সেস্থানটি দৃশ্যমান থাকা উচিত। রাতে নামাজ আদায়ের সময় তীব্র আলো সহ্য না হলে অপেক্ষাকৃত কম আলোয় আদায় করা যেতে পারে।

নামাজে নিয়ত পাঠ জরুরী নয়

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায়ের সময় বর্তমানে যেসব নিয়ত পাঠ করা হয়, এসব নিয়তের কথাগুলো কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর ঃ না, নিয়তের এসব গৎ বাঁধা কথাগুলো হাদীসে নেই। নামাজে দাঁড়ানোর সময় আমাদের দেশে নাওয়াইতু আন উসাল্লি ইয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাক্‌আ'তাই সালাতি ফাজ্‌রি ফারদুল্লাহি ইত্যাদি কথাগুলো আরবীতে পড়া হয়। এভাবে যোহর,

আসর, মাগরিব ও ইশা উল্লেখ করে নিয়ত বাঁধা হয়। আল্লাহর রাসূলের যুগে এই ধরনের কথা পাঠ করা হতো না। অনেক স্থানে দেখা যায়, ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহ্রীমা পাঠ করে সূরা-কিরাত শুরু করেছেন, তখন পর্যন্তও কোনো কোনো মুক্তাদীদের নিয়ত পড়াই শেষ হয়নি। মুক্তাদীর নিয়ত পাঠ করতে করতে ইমাম সাহেব রুকু সিজ্দায় চলে গেলেন। এভাবে নিয়ত পাঠ করতে হবে না, আপনি অজু করেছেন নামাজ আদায়ের জন্য মনে মনে নিয়ত করেছেন, কাতার দাঁড়িয়ে গিয়েছে আপনিও সেই কাতারে শরীক হয়ে শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যাবেন, এতেই আপনার নিয়ত হয়ে যাবে।

নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সঠিক ছিলো না

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামাজ আদায় করতেন, এ সম্পর্কে বেশ কিছু বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বইসমূহে সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি যে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাঠ করে আমি ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি যে, এতদিন আমি যে পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করেছি, তা সঠিক ছিলো না। প্রশ্ন হলো, এখন আমি নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি ত্যাগ করে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করবো?

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি যেভাবে নামাজ আদায় করি অনুরূপভাবে নামাজ আদায় করো।' সুতরাং আপনি মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিয়তে এতদিন পর্যন্ত যেভাবে নামাজ আদায় করেছেন, আশা করা যায় এ জন্য আপনাকে ক্ষমা করা হবে। যখন থেকে আপনি নামাজের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি অবগত হলেন, তখন থেকেই আপনাকে রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করতে হবে। রাসূল কিভাবে নামাজ আদায় করেছেন, বিষয়টি যদি আপনার বুঝে না আসে, তাহলে কোনো হক্কানী আলিমের কাছ থেকে সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি আপনাকে জেনে নিতে হবে।

নারীর নামাজ আদায়ের আদর্শ স্থান

প্রশ্ন ঃ নিজের ঘরে নির্জনে নামাজ আদায় করা ও মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করা, মহিলাদের জন্য কোন্‌টি উত্তম?

উত্তর ঃ নিজের ঘরে নির্জনে নামাজ আদায় করা মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম। তবে মসজিদে যদি মহিলাদের জন্য নামাজ আদায়ের পৃথক ব্যবস্থা থাকে এবং মসজিদে যাতায়াতের পথ যদি নিরাপদ হয়, তাহলে মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায় করা যেতে পারে।

অমুসলিমদের বাড়িতে নামাজ

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমদের বাড়িতে ভাড়া থেকে সেই বাড়িতে কি নামাজ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ যাবে, এতে কোনো বাধা নেই। তবে নামাজ আদায়ের জন্য শর্ত হলো, স্থান পবিত্র হতে হবে। আপনি যেখানে নামাজ আদায় করবেন, সেই স্থান পবিত্র কিনা, তা নিশ্চিত হয়ে তারপর নামাজে দাঁড়াবেন।

অমুসলিমদের দেয়া কাপড়ে নামাজ পড়া

প্রশ্ন ঃ অমুসলিমদের দেয়া কাপড় পরিধান করে নামাজ আদায় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েয?

উত্তর ঃ কাপড় যদি পবিত্র হয় তাহলে তা পরিধান করা জায়েয আছে এবং নামাজও আদায় করা যাবে।

নামাজ কসর হওয়ার শর্ত

প্রশ্ন ঃ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে নামাজ কসর হবে, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যেখানে বাস করা হয় সেখান থেকে তিন মঞ্জিল দূরত্ব অতিক্রম করলেই নামাজ কসর করতে হবে। তিন মঞ্জিলের অর্থ হলো পায়ে হেঁটে, নৌকায় বা কোনো পশুকে সওয়ারী হিসাবে ব্যবহার করে তিন দিনে যে দূরত্বে পৌঁছানো যেতে পারে। বর্তমান কালের হিসাব অনুসারে ৪৮ মাইল দূরত্বে গেলেই নামাজ কসর করতে হবে।

সুন্নাত ও নফলের কসর

প্রশ্ন ঃ কছর নামাজ বলতে কোন্ নামাজকে বুঝায় এবং সুন্নাত বা নফল নামাজেরও কছর আদায় করতে হবে কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ নিজের অবস্থান থেকে কোনো মুসলিম ব্যক্তি ৪৮ মাইল দূরে গমন করলে ইসলামী শরীয়তে তাকে মুসাফীর বলা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফীর ব্যক্তি যোহর, আছর ও এশার ফরজ নামাজ চার রাকাআতের স্থলে দুই রাকাআত আদায় করবে এবং এটাকেই বলা হয়েছে কছর নামাজ। মুসাফীর অবস্থায় ফরজ নামাজ চার রাকাআতের স্থলে কমিয়ে দুই রাকাআত করা হয়েছে। সফরে সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায়ের ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়নি। এসব নামাজ আদায় না করলে গোনাহ্ হবে না। সুন্নাত ও নফল নামাজের কছর নেই।

ফজরের নামাজ ঠিক সময়ে পড়তে পারিনি

প্রশ্ন ঃ নির্দিষ্ট সময়ে যদি ফজরের নামাজ আদায় করতে সমর্থ না হই, তাহলে তা কখন আদায় করবো?

উত্তর ঃ ঘুমের কারণে কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়ে ফজরের নামাজ আদায় করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে নামাজ আদায় করতে হবে। তবে সূর্য উদয় কালে নামাজ আদায় করা যাবে না। যখন সূর্যের সোনালী আভা বিদূরিত হয়ে চারদিকে তাপ বিকিরণ শুরু করে, তখন আদায় করতে হবে।

নারীর জামাআতে নামাজ

প্রশ্ন ঃ নারীরা কি জামাআতে নামাজ আদায় করতে পারে? যদি এই অধিকার থাকে তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামাজ আদায় করবে, না বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে জামাআত করে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর ঃ জামাআতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে মহিলাদের জন্য বাধ্যবাধকতা নেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কোনো তাগিদ করা হয়নি। তবে মহিলারা যদি জামাআতে নামাজ আদায় করে তাহলে সওয়াব পাবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, প্রথম থেকেই সেই মসজিদে মহিলাদের জন্য পৃথক স্থান ছিলো এবং মসজিদে প্রবেশ করার জন্য পৃথক দরজা ছিলো। বর্তমানেও মসজিদে নববীতে মহিলাদের নামাজের জন্য পৃথক স্থান রয়েছে এবং তাদের প্রবেশের জন্য যে দরজা রয়েছে, তার নাম হলো বাবুন্নেছা। বর্তমানে মসজিদে নববীতে একত্রে ৮ লক্ষ মানুষের নামাজ আদায়ের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তিন ভাগ স্থানের এক ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের মসজিদ গুলোয় মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অমুসলিম দেশ বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে আমি দেখেছি, সেখানের মসজিদগুলোয় মহিলাদের নামাজ আদায়ের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের হাতে গোনা দুই একটি মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে মুসলিম নারীদের জন্য নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আমি এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলছি, আপনারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করুন। এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে আপনাদের যাবতীয় অধিকারসহ মসজিদে নামাজ আদায় করার অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ। পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে আপনারা মসজিদে যাতায়াত করতে পারবেন। আল্লাহর আইনই আপনাদেরকে নিরাপত্তা

দেবে। কোনো নারী যদি ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা হয়েছে এ কথা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রকাশ্যে রাজপথে সেই দুর্বৃত্তকে তরবারী দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হবে অথবা পাথর মেরে তাকে উড়িয়ে দেয়া হবে।

বর্তমানে মক্কা ও মদীনাতে আল্লাহর আইন চালু রয়েছে, ফলে অনিন্দ সুন্দর চেহারার অধিকারিণী মা-বোনেরা গভীর রাতেও কোনো পুরুষ সাথী ব্যতীতই একাকী মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করতে যান, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেন, সেখানে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন, কোরআন তিলাওয়াত করেন এবং একাকীই গন্তব্যে ফিরে যান। কোনো নারীকে উত্যক্ত করা দূরে থাক, তার দিকে কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে এই ধৃষ্টতা কেউ প্রদর্শন করতে পারে না। আল্লাহর রাসূলের যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে বা মসজিদে হারামে যাতায়াতের সময় কোনো নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কারণ সেখানে আল্লাহর আইন চালু রয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর আইনই সব ধরনের মানুষের নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হবে, যদি এখানে আল্লাহর কোরানের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ইসলাম মহিলাদেরকে ঈদের নামাজসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করার অধিকার দিয়েছে, অথচ সেই ইসলামের নাম ভাঙিয়েই নারীদেরকে অধিকার হরণ করা হয়েছে।

সুগন্ধি ব্যবহার করে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ মহিলারা কি আতর, সেন্ট বা অন্য কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে গিয়ে নামাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর ঃ আতর, সেন্ট বা স্প্রে অথবা অন্য কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলাদেরকে বাড়ির বাইরে বের হতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কোনো মহিলা মসজিদে উপস্থিত হবে সে যেনো সুগন্ধি স্পর্শ না করে। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল আরো বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ মহিলার নামাজ কবুল করবেন না, যে সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে গমন করে, যতক্ষণ না সে ফিরে এসে জানাবতের গোছলের মতো গোছল করে নেবে। (আবু দাউদ)

একজন মহিলা শরীরে সুগন্ধি মেখে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি সেই মহিলাকে আহ্বান করে জানতে চাইলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? মহিলা জবাবে বললো, মসজিদে যাচ্ছি। তিনি বললেন, শরীরে সুগন্ধি মেখে যাচ্ছেন? মহিলা জানালো, সে সুগন্ধি মেখেছে।

হযরত আবু হুরাইরা মহিলাকে বললেন, বাড়িতে ফিরে গিয়ে গোছল করো। আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি–যে মহিলা দেহে সুগন্ধি ছড়িয়ে মসজিদে নামাজ আদায় করতে যায়, আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামাজ কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে গোছল করে আসবে। (আবু দাউদ)

যে মহিলা মসজিদে যাবেন তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করবেন না, সাজসজ্জা করবেন না, শরীরে এমন অলঙ্কার ব্যবহার করবেন না, যার শব্দ শোনা যায়। অধিক উজ্জ্বল পোষাক পরিধান করবেন না। পুরুষদের ভীড় রয়েছে যে পথে, সে পথে যাবেন না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–দৃষ্টি দ্বারাও ব্যভিচার সংঘটিত হয় এবং কোনো মহিলা যখন সুগন্ধি মেখে পুরুষ লোকদের ভীড়ের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করে, সে নারী ব্যভিচারিণী। (আবু দাউদ)

সুতরাং সেই ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ির বাইরে বের হওয়া বা মসজিদে গমন করা হারাম, যে সুগন্ধি চারদিকের পরিবেশকে সুরভিত করে এবং তার ঘ্রাণ পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করে তাদের মনে যৌন কামনা সৃষ্টি করে। শুধু সুগন্ধিই নয়, এমন ধরনের প্রসাধনীও ব্যবহার করা যাবে না, যার ঘ্রাণে লোকজন তার দিকে দৃষ্টি দেয়। তবে এসব সুগন্ধি বাড়ির ভেতরে স্বামীর সামনে ব্যবহার করতে পারে।

হজ্জে গিয়ে উপহার গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশ থেকে অনেকে যখন হজ্জ আদায় করার জন্য সৌদী আরবে যায় তখন সৌদী আরবের হাজীরা তাদেরকে খাদ্য সামগ্রীসহ নানা ধরনের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে থাকে, এসব গ্রহণ করা জায়েজ আছে কিনা অনুগ্রহ করে বলবেন।

উত্তর ঃ পরস্পর উপহার-উপঢৌকন বিনিময় করে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে আল্লার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে উপহার দিলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত এবং সাধ্যানুসারে অন্যকেও উপহার দেয়া উচিত।

কোন্ যিকিরে আল্লাহ খুশী হবে

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায় করার পাশাপাশি কোন্ ধরনের যিকির করতে হবে এবং কোন্ যিকির করলে আল্লাহ, রাসূল ও ওলী আল্লাহগণের সান্নিধ্য অর্জন করতে পারবো?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে যিক্‌র শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং এর একটি অর্থ হলো, আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করা। নামাজ-রোজা

আদায় করা তথা মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করার অর্থই হলো আপনি আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করছেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন-সুন্নার বিধান মেনে চলার অর্থই হলো আপনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর যিকিরের মধ্যে ব্যয় করছেন এবং এর নামই হলো আল্লাহর গোলামী করা। মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করতে থাকুন তাহলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে, কিয়ামতের ময়দানে মুসিবতের দিনে রাসূল আপনাকে নিজের উম্মত বলে পরিচয় দেবেন। ইসলাম ওলী আল্লাহগণের সান্নিধ্য অর্জন করার নির্দেশ দেয়নি, বরং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে এবং আল্লাহর গোলামীর মধ্য দিয়ে জীবনকাল অতিবাহিত করতে সক্ষম হলেই আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করা যাবে। আমাদের কাছে ওলী আল্লাহ হিসাবে যারা পরিচিত, তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামী করেই আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা তাদের জীবনকালে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসরণ ও তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা-সাধনা করেছেন। আপনিও কোরআনের বিধান নিজে অনুসরণ করুন এবং সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করুন।

আয়নার দিকে চোখ পড়লে

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায় করার সময় যদি আয়নার দিকে দৃষ্টি যায়, তাহলে নামাজ হবে কি?

উত্তর ঃ নামাজ আদায় করা হচ্ছে অথচ নিজের চেহারা আয়নাতেও দেখা যাচ্ছে, এতে করে নামাজে মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। সুতরাং যেখানে নামাজ আদায় করা হবে, সেখানে আয়না রাখা ঠিক নয়, যদি থাকে তাহলে তা কাপড়ে ঢেকে নামাজ আদায় করতে হবে।

নামাজে বাংলা নিয়ত

প্রশ্ন ঃ বাংলা নিয়ত করে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যে ওয়াক্তের যে কয় রাকাআত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল নামাজ আদায় করা হবে, তার নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। মনে মনে করলেই নামাজ আদায় হবে।

রোজা অবস্থায় তেল মালিশ

প্রশ্ন ঃ রোজা অবস্থায় শরীরে তেল মালিশ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে শরীয়তে কোনো নিষেধ নেই। বরং রোজা থেকে চেহারা ক্লান্ত-শ্রান্ত করে রাখা ঠিক নয়। চেহারার শুষ্কতা দূর করে সতেজ রাখার জন্য তেল বা কোনো ক্রীম জাতিয় জিনিস ব্যবহার করে মন-মানসিকতা উৎফুল্ল রাখা উচিত।

মাতা-পুত্রে একত্রে নামাজ

প্রশ্ন ঃ আমরা মাতা-পুত্রে একত্রে নামাজ আদায় করি। প্রশ্ন হলো, এভাবে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ নামাজ আদায় হবে, তবে আপনার সন্তান যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করার উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে আপনি ঘরে নামাজ আদায় করতে দেবেন না। ফরজ নামাজ যেনো মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করে, সে ব্যাপারে আপনি তাকে তাগিদ দেবেন। সুন্নাত বা নফল নামাজ সে ঘরে আদায় করতে পারে। আর আপনার জন্য যদি নিকটস্থ মসজিদে জায়গা নির্ধারিত না থাকে, তাহলে আপনি ঘরেই নামাজ আদায় করবেন এবং এটাই আপনার জন্য উত্তম।

কাশির বেগে প্রসাব ঝরলে

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘ দিন যাবৎ আমি কাশির রোগী এবং সেই সাথে প্রসাবের ওপর আমি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনা। অজু করে নামাজ আদায় করতে যাবো ইতিমধ্যে কাশি উঠলো। কাশির বেগে আমার প্রসাব ঝরতে থাকে। এভাবে যতবার আমি অজু করি ততবারই আমার অজু ভেঙে যায়। আমি কিভাবে নামাজ আদায় করবো?

উত্তর ঃ অর্থাৎ পানির স্পর্শ ঘটলেই আপনি কাশিতে আক্রান্ত হন। যদি পানি গরম করে অজু করলে কাশি না ওঠে, তাহলে পানি গরম করে অজু করতে হবে। আর যদি এতেও কাশি ওঠে তাহলে আপনাকে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে।

মুহূর্তকাল অজু রাখা যায় না

প্রশ্ন ঃ যদি কোনো মহিলার সব সময় ধাতু নির্গত হয়, তাহলে সে মহিলা কিভাবে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর ঃ যারা এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তারা পোশাকের নিচে এমন ধরনের ছোট বস্ত্র পরিধান করবেন বা দেহের গোপন অঙ্গ এমনভাবে কাপড়ে জড়িয়ে রাখবেন যেন রোগজনিত ক্ষরণের স্পর্শ দেহের অন্য কোনো স্থানে না ঘটে। এই অবস্থাতেই আপনি নামাজ আদায় করবেন এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুনভাবে অজু করবেন। এই অবস্থা যতদিন চলবে, ততদিন এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে অন্য ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা যাবে না।

অসুস্থতার কারণে রোজা ভাঙা

প্রশ্ন ঃ রমজান মাসে অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে অসমর্থ হলে করণীয় কি?

উত্তর ঃ অসুস্থতার কারণে রমজান মাসে যে রোজাসমূহ কাযা হবে, তা সুস্থ হবার পরে আদায় করতে হবে। অনাদায় থাকলে গোনাহ্গার হতে হবে।

তাহাজ্জুদের নামাজ চার রাকাআত

প্রশ্ন ঃ তাহাজ্জুদের নামাজ চার রাকাআত আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি শেষ রাতে উঠার অভ্যাস থাকে, তাহলে চার রাকাআত তাহাজ্জুদ নামাজ কেনো আদায় করবেন? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ে আট রাকাআত আদায় করতেন। অনেকে আট রাকাআত নামাজ যে সময়ের মধ্যে আদায় করে, এত তাড়াহুড়া করে আদায় করে যে, নামাজে কি পড়লো তা বোধহয় তারা নিজেরাও বুঝেন না। অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে, সময় নিয়ে, যা পড়া হচ্ছে তা বুঝে এবং বিনয়ের সাথে নামাজ আদায় করা উচিত। রাসূলের এক একটি সিজ্‌দা হতো অনেক দীর্ঘ। সুতরাং নামাজের যাবতীয় বিষয়াদি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আদায় করতে হবে।

মহিলা নামাজে কিভাবে দাঁড়াবে

প্রশ্ন ঃ নামাজে মহিলারা দুই পা কতটুকু দূরত্বে রাখবে অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাজে দাঁড়িয়েছেন, প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ সেভাবেই দাঁড়াবে। যেভাবে দাঁড়িয়ে দুই পায়ের দূরত্ব ঠিক রাখলে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো যায় এবং দেহের ভারসাম্য ঠিক রেখে রুকু-সিজ্‌দা দেয়া যায়, সেভাবেই দাঁড়াতে হবে।

রাত ১২ টার পরে ইশার নামাজ

প্রশ্ন ঃ রাত ১২ টার পরে কি ইশার নামাজ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ রাত ১২ টা অথবা এর পরে ইশার নামাজের ওয়াক্ত মাকরুহ্ ওয়াক্তে পরিণত হয়। সুতরাং ইশার নামাজই শুধু নয়, যে কোনো নামাজেরই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর পরই নামাজ আদায় করে নেয়া উচিত। কারণ মানুষের জানা নেই যে, কোন্ মুহূর্তে মৃত্যু তাকে এই পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে নেবে। এ জন্য যতক্ষণ হায়াত রয়েছে, এর মধ্যে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে যতবেশী সিজ্‌দা দেয়া যায়, ততই কল্যাণ লাভ করা যাবে।

অমুসলিমের বাড়িতে নামাজ

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেশী কোনো অমুসলিমের বাসায় বেড়াতে যাওয়া হলো এবং সেই মুহূর্তে নামাজের সময়ও হলো। তাদের বাসায় ছবি ও মূর্তিবিহীন কোনো রুমে যদি নামাজ আদায় করা হয়, তাহলে নামাজ আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ স্থান যদি পবিত্র হয় তাহলে অমুসলিমদের ঘরে নামাজ আদায়ে কোনো বাধা নেই।

রুকু থেকে ওঠে কি পড়বে

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায় করার সময় রুকু থেকে সোজা হয়ে 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ হাম্‌দান কাছিরান তৈয়্যেবান মুবারাকন ফিহি' দোয়াটি কি মহিলারা পড়তে পারবে?

উত্তর ঃ শুধু এই দোয়াটিই নয়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজে যেসব দোয়া পাঠ করেছেন, তা নারী-পুরুষ সকলেরই পাঠ করা উচিত।

বিগত জীবনের কাযা নামাজ-রোজা

প্রশ্ন ঃ একজন মানুষ বিশ, ত্রিশ বা চল্লিশ বছর বয়সে নামাজ-রোযা আদায় করা শুরু করলো। প্রশ্ন হলো, সেই ব্যক্তি তার বিগত জীবনের অনাদায়কৃত নামাজ-রোযাগুলো কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ প্রথম বিষয় হলো, একজন গোনাহ্‌গার বান্দাহ্ যখন গোনাহের জগৎ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর গোলামী করতে থাকে, তখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত খুশী হন। কোনো গোনাহ্‌গার বান্দাহ্ যখন আল্লাহর দরবারে তওবা করে অতীত গোনাহের কথা স্মরণ করে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপরও কোনো ব্যক্তি যদি তার অতীত জীবনে অনাদায়কৃত নামাজ-রোজার কাযা আদায় করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তার সামর্থ অনুসারে আদায় করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্তে নামাজ আদায় করার পূর্বে কাযা নামাজ আদায়ের নিয়তে অতীত জীবনের কাযা নামাজ আদায় করতে পারে। এভাবে রমজান মাস ব্যতীত অন্য মাসে রোজা রাখতে পারে। তবে বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ নামাজ-রোজা আদায় করেনি, তারা যখন নামাজ-রোজা আদায় শুরু করবে, তখন তাদের উচিত হলো, অতীত জীবনে অনাদায়কৃত নামাজ-রোজার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমাশীল–আশা করা যায় তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

চুল বেঁধে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ মহিলারা কি নামাজের সময় মাথার চুল না বেঁধে ছেড়ে দিয়ে কাপড়ে ঢেকে রেখে নামাজ আদায় করতে পারে?

উত্তর ঃ চুল বেঁধে বা ছেড়ে দিয়েও নামাজ আদায় করতে পারে, তবে কাপড়ে ঢেকে রাখতে হবে। উন্মুক্ত মাথায় নারী-পুরুষ কারো জন্যই নামাজ আদায় করা ঠিক নয়।

নফল নামাজের উসিলায় কাজে ফাঁকি

প্রশ্ন ঃ চাকরিজীবিদের মধ্যে যারা নামাজী, তাদের অনেককে দেখা যায়,

মসজিদে ফরজ নামাজ আদায় শেষ করার পরও নফলের পর নফল নামাজ আদায় করছেন। ওদিকে অফিসে অনেক কাজ পড়ে থাকে কিন্তু তিনি সরকারের কোষাগার থেকে বেতন ঠিকই গ্রহণ করছেন। তার এই উপার্জন কি হালাল হবে?

উত্তর ঃ চাকরী ক্ষেত্রে যারা নামাজ আদায় করেন, তাদেরকে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যে কয় ঘন্টা আপনাকে ডিউটি করতে হবে, সেই কয় ঘন্টার বিনিময়ে আপনি সরকারী কোষাগার থেকে অর্থ গ্রহণ করছেন। সেই অর্থ আপনাকে হালাল করে নিতে হবে। ডিউটিতে আপনি যদি কোনোভাবে ফাঁকি দেন, তাহলে আপনার হালাল উপার্জন হারামে পরিণত হবে। ফরজ ও প্রয়োজনীয় সুন্নাত নামাজ যখন আদায় করা শেষ হয়ে যাবে, তখন নফল নামাজ আদায় করা যাবে না। নফল নামাজ আদায় করার ইচ্ছে থাকলে আপনি ডিউটি শেষ করে আদায় করুন। কাজে ফাঁকি দিয়ে যদি নফল নামাজ আদায় করে সময় পার করে দেন, তাহলে আপনি গোনাহ্গার হবেন এবং আপনার উপার্জন বৈধ হবে না। আপনার হালাল উপার্জনের মধ্যে হারামের মিশ্রণ ঘটবে।

মৃত্যুর পূর্বে যে নামাজ কাযা হয়েছে

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় যে ওয়াক্তসমূহের নামাজ কাযা হয়েছে, সেসব কাযা নামাজের কিভাবে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ মৃত্যুর পূর্বে কেউ যদি দীর্ঘ দিন অচেতন থাকে, তাহলে এই অবস্থায় যে কয় ওয়াক্ত বা দিন-মাসের নামাজ অনাদায় রয়ে গিয়েছে, তা কাযার মধ্যে গণ্য হবে না। কারণ নামাজ ফরজ করা হয়েছে এমন মানুষের ওপরে, যার চেতনা আছে। আর যদি অসুস্থ অবস্থায় যদি চেতনা থাকে, তাহলে নামাজ কাযা করার প্রশ্নই আসে না। দাঁড়িয়ে আদায় করতে অক্ষম হলে বসে, বসে অক্ষম হলে শুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। চেতনা থাকলে কোনো অবস্থাতেই নামাজ ছেড়ে দেয়া যাবে না। তবুও যদি কেউ ছেড়ে দেয় এবং এ অবস্থাতেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনের কর্তব্য হলো উক্ত ব্যক্তির মাগ্ফিরাতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। মৃত ব্যক্তির কাযা নামাজের কাফ্ফারা জীবিত লোকজন আদায় করলে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হবে, এই ধারণা ঠিক নয়। বরং মৃত ব্যক্তির মাগ্ফিরাত কামনা করে আল্লাহর নামে দান-সাদকা করতে হবে, সম্ভব হলে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া যেতে পারে, কোনো ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া যেতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালা অসীম ক্ষমাশীল, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি করবো কিভাবে

প্রশ্ন ঃ নামাজ আদায়কালে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে?

উত্তর ঃ নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি করতে হলে ধীর-স্থিরভাবে প্রশান্তির সাথে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজে যা পাঠ করা হচ্ছে, তা বুঝে পাঠ করতে হবে। যখন যে ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা হবে, মনে এই চেতনা জাগ্রত রাখতে হবে যে, 'এটাই আমার জীবনের শেষ নামাজ, এরপরে আমার জীবনে মহান আল্লাহকে সিজ্দা দেয়ার সুযোগ আর না-ও ঘটতে পারে, আমি মহান আল্লাহকে দেখছি না, কিন্তু তিনি আমাকে দেখছেন। আমি সিজ্দায় আমার মাথা রাখছি মহান আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র পায়ের ওপরে।' এই চেতনা হৃদয়ে জাগ্রত রাখলে আশা করা যায় নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

কসরের কাযা নামাজ

প্রশ্ন ঃ মুসাফির অবস্থায় নামাজ কাযা হলে বাড়িতে এসে কসরের কাযা নামাজ আদায়কালে ফরজ দুই রাকাআত আদায় করতে হবে নাকি চার রাকাআত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ মুসাফির অবস্থায় যে চার রাকাআত ফরজ নামাজের স্থলে দুই রাকাআত আদায় করা ফরজ ছিলো, তা যদি কোনো কারনে কাযা হয় এবং মুসাফির নিজ বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তাকে দুই রাকাআতই কাযা আদায় করতে হবে। বাড়িতে আসার কারণে চার রাকাআত ফরজের কাযা আদায় করতে হবে না।

ফজর ও আসরের আগে পরে নামাজ

প্রশ্ন ঃ ফজর ও আসরের নামাজের আগে বা পরে কাযা নামাজ আদায় করা যাবে কি?

উত্তর ঃ ফজরের নামাজের পরে সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদয় হবার পূর্ব পর্যন্ত কোনো নামাজই আদায় করা যাবে না, সূর্য পরিপূর্ণরূপে উদিত হবার পরে আদায় করা যাবে। আসরের ফরজ নামাজ আদায় করার পরে সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে কোনো নামাজ আদায় করা যাবে না।

কাযা রোজা আদায়কালে অসুস্থতা

প্রশ্ন ঃ কাযা রোযা আদায় কালে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে সেই রোযা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তির যদি কোনো কারণ বশতঃ পাঁচটি অথবা দশটি ফরজ রোজা কাযা হয়। তাহলে রমজান মাস শেষ হবার পরে শাওয়াল মাসেই কাযা আদায় করা

উচিত। যদি অসুস্থতার কারণে বা সফরের কারণে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সুযোগ আসা মাত্র আদায় করতে হবে। কাযা রোজা একাধারে আদায় করা উচিত। যদি দুই চারটি আদায় করার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে সুস্থ হবার পরে পুনরায় অবশিষ্ট কয়টি আদায় করতে হবে।

বিতির নামাজের কাযা আদায়

প্রশ্ন ঃ ইশার নামাজ কাযা হলে শুধু ফরজ আদায় করলে হবে নাকি বিতরের নামাজও আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ অধিকাংশ আলেম-ওলামা অভিমত প্রকাশ করেন যে, শুধু ফরজ আদায় করতে হবে। তবে অল্প সংখ্যক আলেম-ওলামার অভিমত হলো, বিতিরের কাযা আদায় করতে হবে।

নামাজ ত্যাগকারী কি কাফির

প্রশ্ন ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ত্যাগ করলে তাকে কি কাফির বলা যাবে?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে এবং নামাজ আদায় করতে হবে এ কথা স্বীকার করে, কিন্তু নামাজ আদায় করে না, তাকে কাফির বলা যাবে না তবে ইচ্ছাপূর্বক নামাজ ত্যাগ করলে মারাত্মক গোনাহ্গার হবে–সে ব্যক্তি ফাসিক, পূর্ণ মুসলমান নয়। নামাজ আদায়ে অস্বীকার করলে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। যারা ইচ্ছাপূর্বক নামাজ ছেড়ে দেয়, কোরআন-হাদীসে তাদের কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

জীবনে যে নামাজ আদায় করেনি

প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি জীবনে কখনো নামাজ আদায় না করেই ইন্তেকাল করে, মৃত্যুর পরে তার সারা জীবনের অনাদায় নামাজের কাফ্ফারা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ নামাজের কোনো কাফ্ফারা নেই, জীবনে যে ব্যক্তি কখনো নামাজ আদায় না করেই ইন্তেকাল করেছে, তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনের উচিত তার মাগ্ফিরাত কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

স্বামী-স্ত্রী একত্রে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ স্বামী ও স্ত্রী কি একত্রে জামাআতে নামাজ আদায় করতে পারবে?

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী একত্রে জামাআত করে নামাজ আদায় করতে পারবে। তবে স্ত্রীকে স্বামীর পাশে নয়–পেছনে একাকী হলেও দাঁড়াতে হবে। ইচ্ছে করলে জামাআত না করে পৃথকভাবেও নামাজ আদায় করতে পারে।

মন্দির-গির্জায় নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ অমুসলিম এলাকায় যেখানে মন্দির ও গির্জা ব্যতীত মসজিদ নেই, সেখানে কোনো মুসলমান সফরে গেলে নামাজের সময় হলে সে কি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মন্দির বা গির্জার যে কোনো এক কোণে নামাজ আদায় করতে পারবে?

উত্তর ঃ মসজিদ না থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর যমীন তো প্রশস্ত–যমীনের অভাব নেই। বিশাল-বিস্তীর্ণ যমীন থাকতে আপনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্থানে নামাজ আদায়ের জন্য যাবেন কেনো? মসজিদ না থাকে আপনি মাঠ-ময়দান বা গাছের নীচে নামাজ আদায় করবেন। যমীনের প্রত্যেকটি ইঞ্চি মুসলমানদের জন্য মসজিদের অনুরূপ। সুতরাং যেখানেই নামাজ আদায় করুন না কোনো, অপবিত্রতা না থাকলে আপনার নামাজ হয়ে যাবে।

কয়েক ওয়াক্তের কাযা নামাজ

প্রশ্ন ঃ কোনো কারণে যদি একই দিনে দুই বা তিন ওয়াক্তের নামাজ কাযা হয়ে যায়, তাহলে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ নামাজ কোনো অবস্থাতেই ছেড়ে দেয়া যাবে না, ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়া কুফ্রী। কোনো কারণে যদি কয়েক ওয়াক্তের নামাজ কাযা হয়ে যায়, তাহলে সামনে যে ওয়াক্ত এসে উপস্থিত হবে, সেই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করার পূর্বে যে কয় ওয়াক্তের নামাজ কাযা হয়েছে, তা প্রথমে আদায় করে তারপর উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে হবে। যেমন কারো যদি যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ কাযা হয়ে যায়। তাহলে ইশার ওয়াক্তে তাকে প্রথমে যোহর, তারপর আসর তারপর মাগরিবের নামাজ আদায় করে তারপর ইশার নামাজ আদায় করতে হবে। তবে উপস্থিত ওয়াক্ত যদি এতটাই অল্প সময় হয় যে, পূর্বের ওয়াক্তের কাযা নামাজ আদায় করতে গেলে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজও কাযা হয়ে যাবে। তাহলে প্রথমে উপস্থিত ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে তারপর পূর্বের ওয়াক্তসমূহের কাযা নামাজ আদায় করতে হবে।

লিপস্টিক ব্যবহার করে নামাজ আদায়

প্রশ্ন ঃ লিপস্টিক ও পারফিউম ব্যবহার করে কি নামাজ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ বর্তমানে বিদেশী অধিকাংশ কোম্পানীর লিপস্টিক ও পারফিউম প্রস্তুত করার উপদানের মধ্যে মুসলমানদের জন্য হারাম, এমন উপাদান মিশ্রিত করা হচ্ছে। যা ব্যবহার করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই। হারাম দ্রব্য মিশ্রিত পারফিউম বা

লিপস্টিক ব্যবহার করে নামাজ আদায় করার প্রশ্নই ওঠে না। হালাল উপাদানে প্রস্তুতকৃত লিপস্টিকের আবরণ যদি এতটা শক্ত হয়, অজু করার সময় যদি ঠোঁট না ভিজে তাহলে অজু হবে না, আর অজু না হলে নামাজও হবে না। হালাল উপাদানে প্রস্তুত পারফিউম ব্যবহার করে নামাজ আদায় করা যাবে। তবে নারীদের জন্য এমন পারফিউম ব্যবহার করা জায়েয নেই, যা পরিবেশকে সৌরভ মন্ডিত করে।

নাপাক ব্যক্তি কিভাবে নামাজ আদায় করবে

প্রশ্ন ঃ আমার প্রসাবের নালী থেকে অবিরাম এমন এক পদার্থ নির্গত হয় যা অপবিত্র। এ অবস্থায় আমি নামাজ আদায় করবো কিভাবে?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আপনাকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে অতিসত্বর চিকিৎসা করাতে হবে। আর যতদিন পর্যন্ত আপনি সুস্থ না হচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনাকে পায়জামা, প্যান্ট বা লুঙ্গির নিচে মোটা কাপড়ের আঁটসাট পোষাক পরিধান করতে হবে, যেনো অপবিত্র বস্তু দেহের অন্য স্থানে ছড়িয়ে না পড়ে। নামাজের ওয়াক্ত হলে আপনি যথানিয়মে অজু করে নামাজ আদায় করবেন। জামাআতে নামাজ আদায় করার সময় আপনি জামাআতের যে কোনো এক কোণে দাঁড়াবেন। প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজে জন্য নতুনভাবে অজু করবেন। আল্লাহর কাছে আবেদন করতে থাকুন, তিনি যেনো আপনাকে দ্রুত রোগমুক্ত করেন। আমরাও আপনার জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে সুস্থ করে দিন।

মহিলার ইমামতি

প্রশ্ন ঃ আমাদের পরিবারে মহিলার সংখ্যা ১০ জন। এর মধ্যে যিনি ইমামতি করার যোগ্য তার পেছনে আমরা কি জামায়াত করে নামাজ আদায় করতে পারবো?

উত্তর ঃ মহিলাদের ইমামতী করা শরীয়ত সিদ্ধ নয় এবং তাদের জন্য জামাআতে নামাজ আদায় করাও বাধ্যতামূলক নয়। মহিলার ইমামতীতে নামাজ আদায় করা যাবে না।

নারী ও পুরুষের নামাজে ভিন্ন পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ নারী ও পুরুষের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি দুই ধরনের। এই দুই ধরনের পদ্ধতি কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না ইমামদের মতামত, দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ বোখারী হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নামাজ আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করো, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছো।' সুতরাং নামাজ আদায়ের

নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে নারী-পুরুষদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল কোনো পার্থক্য করেননি। পরবর্তীতে ইমামগণ নারীর সুবিধার্থে নামাজের নিয়ম-পদ্ধতিতে সামান্য কিছুটা পার্থক্য করেছেন।

যান-বাহনে নারীর নামাজ

প্রশ্ন ঃ নারী সফরে থাকা অবস্থায় গাড়ীর ভেতরে কিভাবে নামাজ আদায় করবে?

উত্তর ঃ নামাজ কোনো অবস্থাতেই মাফ নেই, নামাজ আদায় করতেই হবে। গাড়ীর ভেতরে যদি পরিবেশ থাকে, অজু থাকলে বসে হোক বা ইশারায় হোক নামাজ আদায় করতে হবে। আর সম্ভব না হলে যথাস্থানে পৌছে কাযা নামাজ আদায় করতে হবে। কিন্তু নামাজ ছেড়ে দেয়া মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য কোনো অবকাশ নেই–শুধুমাত্র নারীর বিশেষ বিশেষ দিনগুলো ব্যতীত।

উমরি কাযা নামাজ

প্রশ্ন ঃ অতীতে যেসব নামাজ কাযা হয়েছে, যাকে উমরি কাযা বলে। এই উমরি কাযা নামাজ কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ নারীদের এমনতিই প্রতি মাসে কয়েক দিনের জন্য নামাজ আদায় করার সুযোগ থাকে না। রমজান মাসেও যদি অনুরূপ অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে রমজানের রোজাও তাদের জন্য রাখা নিষেধ। কিন্তু এসব কাযা রোজা হায়েয থেকে মুক্ত হবার পর আদায় করতে হবে। কিন্তু যে কয়দিন নামাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিতে হয়েছে, সে কয়দিনের নামাজ আদায় করতে হবে না, আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর বিগত জীবনে যেসব নামাজ আদায় করা হয়নি, যাকে উমরি কাযা হিসাবে অনেকে উল্লেখ করে থাকে, এসব নামাজ আদায় করার কোনো পদ্ধতি হাদীসে বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং একজন মুসলমান যেদিন থেকে নামাজ আদায় শুরু করবে, সে নামাজ যথাযথভাবে আদায় করবে এবং অতীত জীবনে যত নামাজ অনাদায় রয়ে গিয়েছে, তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। তওবা করে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং সজাগ থাকতে হবে যেনো, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোয় নামাজ কাযা না হয়।

স্বর্ণের যাকাত আদায়

প্রশ্ন ঃ যে সময়ে স্বর্ণ ক্রয় করা হয়েছিলো তখন যে বাজার দর ছিলো, পরবর্তীতে সে মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলো, এই অবস্থায় স্বর্ণের যাকাত কিভাবে আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ মূল্য বৃদ্ধির সাথে যাকাত আদায়ের বিষয়টি সম্পর্কিত নয়–সম্পর্ক হলো স্বর্ণের পরিমাণের ওপর। স্বর্ণ যদি সাড়ে সাত ভরি থাকে তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে এবং বাজার দরের ওপরেই হিসাব নির্ধারিত হবে।

যাকাত আদায়ের খাত

প্রশ্ন ঃ যাকাত দানের আটটি খাত কি কি অনুগ্রহ করে উল্লেখ করবেন কি?

উত্তর ঃ ১। গরীব লোক। এমন ধরনের লোকজন যাদের ধন-সম্পদের পরিমাণ এতটা অল্প যে, তা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ হয় না। অভাবের মধ্য দিয়ে যারা জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে কিন্তু লজ্জার কারণে কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারে না। এই লোকদেরকে খুঁজে বের করে যাকাত দিতে হবে।

২। অসহায়-মিস্‌কিন। এই শ্রেণীর লোকজন এতই অভাবী যে, তারা অভাবের তাড়নায় অন্যের কাছে সাহায্যের আশায় হাত বাড়াতে বাধ্য হয়।

৩। যাকাত আদায় কাজে যারা নিয়োজিত অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত বিভাগের কর্মচারী। এসব ব্যক্তিকে যে বেতন দেয়া হবে, তা যাকাত ফান্ড থেকেই দেয়া হবে।

৪। নওমুসলিম। যারা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, নিজের পৈতৃক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকজন ধনী হলেও তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে।

৫। কয়েদী। যেসব লোকজন জরিমানা আদায় করতে না পারার কারণে কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে, তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করে মুক্ত করা যাবে।

৬। ঋণী ব্যক্তি। যারা ঋণ পরিশোধে সমর্থ নয়, তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে, যেনো তারা ঋণভার থেকে মুক্ত হয়।

৭। মুসাফীর। মুসাফীর তথা পথিক-প্রবাসী ব্যক্তি নিজের দেশে বা বাড়িতে যতই ধন-সম্পদের অধিকারী হোক না কেনো, প্রবাস জীবনে বা সফরকালে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে।

৮। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। আল্লাহর বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যেসব সংগঠন ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, এসব সংগঠনে যাকাত দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করতে হবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলে সাড়ে সাত ভরি হলে

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের সমমূল্য হয় তা হলে কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর ঃ না, যাকাত দিতে হবে না। পৃথক পৃথকভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিছাব পরিমাণ হলে যাকাত আদায় করতে হবে।

সৎ মাকে যাকাত দেয়া

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামীর যাকাতের অর্থ আমার সৎ মা এবং সৎ ভাইবোনদেরকে দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আপনার স্বামীর যাকাতের অর্থ আপনার সৎ মা ও সৎ ভাইবোন যদি যাকাত লাভের উপযুক্ত হয়, তাহলে দেয়া যেতে পারে।

ঋণী ব্যক্তির যাকাত দেয়া

প্রশ্ন ঃ কারো যদি নেছাব পরিমাণ সম্পদ থাকে অপর দিকে সে ব্যক্তি যদি ঋণী হয়, তাহলে তাকে কি যাকাত আদায় করবে হবে?

উত্তর ঃ নেছাব পরিমাণ সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করার পরেও যদি নেছাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে। আর ঋণ পরিশোধ করলে যদি সম্পদের পরিমাণ নেছাব পরিমাণ না হয়, তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে না।

কি পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য থাকলে যাকাত দিতে হবে

প্রশ্ন ঃ কি পরিমাণ সোনার অলঙ্কার থাকলে যাকাত দিতে হবে এবং কতটুকু দিতে হবে?

উত্তর ঃ স্বর্ণের পরিমাণ যদি সাড়ে সাত ভরি হয় এবং তা এক বছর কাল আপনার মালিকানায় থাকে, তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে। মোট স্বর্ণের বাজার মূল্য নির্ধারণ করে শত করা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

স্বর্ণে যদি খাদ থাকে

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণের অলঙ্কার সাড়ে সাত ভরি হলে যাকাত দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, সেই অলঙ্কারের সবটুকুই তো আর স্বর্ণ নয়–এর মধ্যে খাদ মিশ্রিত রয়েছে। এ অবস্থায়ও কি সাড়ে সাত ভরি ধরে যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর ঃ স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। অলঙ্কার প্রস্তুত করার সময় তার ভেতের গালা ও অন্যান্য ধাতব বস্তুর মিশ্রণ ঘটিয়ে যদি অলঙ্কার প্রস্তুত করা হয় এবং সেই অলঙ্কার সাড়ে সাত ভরি হওয়া যাকাত আদায়ের শর্ত নয়। শুধুমাত্র স্বর্ণের অলঙ্কার সাড়ে সাত ভড়ি হলে যাকাত আদায় করতে হবে।

মাতা ও কন্যার গহনার যাকাত

প্রশ্ন ঃ আমি একজন বিবাহিতা নারী, আমার আব্বা আমাকে চার ভরি স্বর্ণের গহনা ও আমার আম্মাকে ছয় ভরি ওজনের গহনা দিয়েছেন। এতে করে মোট দশ ভরি হয়েছে। এখন আমার আব্বাকে এই গহনার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ আপনি বিবাহিতা নারী হিসাবে স্বামীই আপনার অভিভাবক। এ কারণে আপনাকে যা কিছুই উপহার হিসাবে যিনিই দিয়ে থাকুন না কেনো, সেগুলোর মালিক আপনি স্বয়ং–আপনার পিতা নন। সুতরাং যার মালিকাধীনে সাড়ে সাত ভরি ওজনের স্বর্ণ থাকবে এবং পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আদায় করতে হবে।

বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে ও শিশু থাকলে হজ্জ আদায়

প্রশ্ন ঃ বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে এবং শিশু সন্তান রেখে কি হজ্জে যাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ হজ্জ যদি কোনো ব্যক্তির ওপরে ফরজ হয়, তাহলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার পরে হজ্জে যাবো বা সন্তানের উসিলা দিয়ে হজ্জ আদায় থেকে বিরত থাকা যাবে না। সন্তান যদি একেবারেই দুগ্ধপোষ্য শিশু হয় এবং মায়ের অনুপস্থিতি ঘটলে তার ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা হায়াতে রাখলে পরবর্তী বছরেই হজ্জ আদায় করতে হবে। আর সন্তান যদি ছোটো হয় তাহলে তাকে সাথে নিয়ে যদি মক্কায় গিয়ে সন্তানকে কোথাও রাখার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সন্তানকে সাথে নিয়েই হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া যেতে পারে। এতে করে সন্তানও মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলো না এবং হজ্জও আদায় হয়ে গেলো।

মৃত স্বামীর হজ্জ কিভাবে আদায় করবো

প্রশ্ন ঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হজ্জে যাবার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলাম। হজ্জে যাবার কিছু দিন পূর্বেই আমার স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এ অবস্থায় হজ্জের ব্যাপারে আমি আমার স্বামীর জন্য কি করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনি যাকে উপযুক্ত মনে করেন, তার মাধ্যমে স্বামীর জন্য বদলী হজ্জ আদায় করাতে পারেন এবং আপনার ওপরে যদি হজ্জ আদায় ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে হজ্জ আদায় করতে হবে।

অন্ধ স্বামীকে রেখে হজ্জে গমন

প্রশ্ন ঃ অন্ধ, অসুস্থ বা অথর্ব স্বামীকে অন্যের হেফাজতে রেখে কোনো স্ত্রী কি হজ্জ আদায় করার লক্ষ্যে মক্কায় যেতে পারবে?

উত্তর ঃ আপনার ওপরে যদি হজ্জ ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম নারী হিসাবে আপনাকে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে। আপনি এমন

কোনো সেবক বা কোনো নিকটাত্মীয়ের হেফাজতে স্বামীকে রেখে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতে পারেন।

সন্তানদের জন্য কিছু না করে হজ্জে যাওয়া

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর কিছু অর্থ পেয়েছেন। চাকরী জীবনে তিনি সন্তান-সন্ততিদের জন্য কোনো সম্পদই করতে পারেননি। যে অর্থ তিনি পেয়েছেন, তা দিয়ে সন্তানদের জন্য কিছু না করে তিনি হজ্জ আদায় করতে আগ্রহী। বিষয়টি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ হজ্জ ফরজ করা হয়েছে ধনীদের ওপরে, গরীব বা অসচ্ছল লোকদের ওপর হজ্জ ফরজ নয়। চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করার পরে যে অর্থ পেয়েছে, তা দিয়ে সর্বপ্রথম নিজের পরিবার-পরিজনের অভাব পূরণ করতে হবে। নিজের বাড়ি না থাকলে মাথা গোঁজার মতো একটি ব্যবস্থা করতে হবে। অবসর জীবনে সংসারের খরচ কিভাবে চলবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর যদি হজ্জ আদায় করা মতো অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে হজ্জ আদায় করতে হবে। কিন্তু স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে অভাবে রেখে তাদের প্রয়োজন পূরণ না করে অর্থ সঞ্চয় করে হজ্জ করা যাবে না।

স্বামীর অর্থে স্ত্রীর হজ্জ

প্রশ্ন ঃ স্বামীর প্রচুর অর্থ-সম্পদ রয়েছে কিন্তু স্ত্রীর নিজস্ব অর্থ-সম্পদ নেই। এ অবস্থায় হজ্জ করার প্রবল ইচ্ছে থাকার পরও স্ত্রী কিভাবে হজ্জ আদায় করবে?

উত্তর ঃ ধনীদের ওপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে। একজন ধনী পুরুষের স্ত্রীও স্বাভাবিকভাবে ধনী হিসাবেই গণ্য, সুতরাং তিনি তার স্বামীর অর্থ খরচ করে হজ্জ আদায় করবেন।

হজ্জের জন্য গচ্ছিত অর্থ

প্রশ্ন ঃ আমি সমিতির মাধ্যমে হজ্জ আদায় করার উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করছিলাম। আমার স্বামী তা জানতে পেরে আমার হজ্জ আদায়ের যাবতীয় খরচ তিনিই দিয়ে দিলেন। প্রশ্ন হলো, আমি হজ্জ আদায় করার জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করেছি, সে অর্থ এখন কি করবো?

উত্তর ঃ আপনি হজ্জের জন্য সঞ্চিত অর্থের কথা আপনার স্বামীকে জানিয়ে দিন। হজ্জ আদায়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা যদি না থাকে তাহলে আপনার স্বামী বাকী অর্থ আপনাকে দিয়ে দেবেন। অথবা এই অর্থ অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন, এতে কোনো বাধা নেই। উদ্দেশ্যে তো হজ্জ আদায় করা, হজ্জ আদায় করার জন্য যে অর্থ জমা করা হয়েছে, সেই অর্থ যে হজ্জের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না, এমন কোনো কথা নেই।

শ্বাসকষ্টের রোগীর রোজা

প্রশ্ন ঃ শ্বাসকষ্টের রোগী কি রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর ঃ ডাক্তার যদি বলে যে, শ্বাসকষ্টের রোগী ইনহেলার গ্রহণ না করলে রোগীর জীবনের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তাহলে রোজা অবস্থায় ইনহেলার গ্রহণ করা যেতে পারে।

রোযা অবস্থায় ঠোঁটে লিপস্টিক

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় ঠোঁটে লিপস্টিক, মাথায় তেল বা মুখে কোনো ধরনের ক্রীম ব্যবহার করা জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহের যেসব কোম্পানী লিপস্টিক, নেইল পালিশ ও ক্রীম প্রস্তুত করে, এসব কোম্পানী অধিকাংশ ক্ষেত্রে শূকরের চর্বি ব্যবহার করে, যা মুসলমানদের জন্য হারাম। সুতরাং এসব বস্তু ব্যবহার করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই। হালাল উপাদান দ্বারা প্রস্তুত বস্তুসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অজু-গোছলের সময় যদি এসব বস্তু দেহে পানি প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে অজু-গোছল হবে না। রোজা অবস্থায় মাথায় তেল বা মুখে হালাল ক্রীম ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তা জিহ্বার স্পর্শে এসে কণ্ঠনালীর নিচে চলে যেতে পারে। ঠোঁটের লিপস্টিক কণ্ঠনালীর নিচে গেলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

ঋণ শোধ না করে হজ্জ আদায়

প্রশ্ন ঃ হাউজ বিল্ডিং-এর লোন–যা চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এই লোন পরিশোধ না করে কি হজ্জ আদায় করা যাবে?

উত্তর ঃ হজ্জ আদায়ের জন্য সুদমুক্ত হালাল টাকা যদি থাকে, তাহলে হজ্জ আদায় করা যাবে।

কার সাথে হজ্জে যাবো

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামীও নেই, এমনকি কোনো সাবালক মাহরাম পুরুষও নেই। এ অবস্থায় আমি কিভাবে কার সাথে হজ্জ আদায় করতে যাবো?

উত্তর ঃ আপনার পরিচিত, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসী, দ্বীনদার-ঈমানদার আল্লাহভীরু লোক, যিনি তার মা, বোন বা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে বা নিজের ঘনিষ্ঠ তিন চারজন মহিলা আত্মীয়া সাথে নিয়ে হজ্জ আদায় করতে যাচ্ছেন, তার সাথে আপনি হজ্জ আদায়ের জন্য যেতে পারেন।

আগে তাওয়াফ পরে নফল নামাজ

প্রশ্ন ঃ ওমরা করতে মক্কা শরীফে যখন যাবো তখন আমার সর্বপ্রথম ইচ্ছে হলো

মসজিদুল হারামের ভেতরে প্রবেশ করে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করে তারপর তাওয়াফ করবো। আমার এই সিদ্ধান্ত কি সঠিক?

উত্তর ঃ না, সঠিক নয়। উমরা করার জন্য বায়তুল্লাহ শরীফে গেলে সর্বপ্রথম আপনাকে তাওয়াফ করতে হবে, কারণ তাওয়াফ করা ওয়াজিব আর দুই রাকাআত নামাজ মসজিদুল হারামের ভেতরে আদায় করা সুন্নাত বা নফল। আপনি সুন্নাত বা নফল আদায়ের জন্য ওয়াজিব ত্যাগ করতে পারেন না। তবে এমন সময় গেলেন যখন দেখলেন যে কোনো ওয়াক্তের ফরজ নামাজের জামাআত হচ্ছে, তখন আপনাকে সর্বপ্রথম ফরজ নামাজ আদায় করে তারপর তাওয়াফ করতে হবে।

মক্কায় থেকেই বদলী হজ্জ

প্রশ্ন ঃ মক্কায় চাকরী করতে গিয়ে সুযোগ পেয়ে হজ্জ আদায় করেছে একজন লোক। এখন সে তার মাতা-পিতার জন্য মক্কায় অবস্থান করেই বদলী হজ্জ আদায় করতে ইচ্ছুক। এভাবে কি বদলী হজ্জ আদায় করা যায়?

উত্তর ঃ না, এভাবে মক্কায় অবস্থান করেই বদলী হজ্জ করা যাবে না। মাতা-পিতা যদি জীবিত থাকে এবং হজ্জ আদায় করার মতো শারীরিক সামর্থ থাকে, তাহলে তাদেরকেই হজ্জ আদায় করতে হবে। আর যদি তারা জীবিত না থাকে বা শারীরিক দিক থেকে অসমর্থ হয়, তাহলে যিনি মক্কায় অবস্থান করেই বদলী হজ্জ করতে ইচ্ছুক, তাকে দেশে এসে তারপর বদলী হজ্জ আদায় করতে হবে।

দ্বীনি আন্দোলন–সমস্যা ও সমাধান

ইসলামী আন্দোলন করা কি জরুরী

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীর জন্য ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা কি জরুরী?

উত্তর ঃ অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মুসলিম নারীদেরকে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ নারী সমাজকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, অধিকার প্রদানের লোভ দেখিয়ে তাদেরকে রাস্তায় টেনে নামিয়ে নারীর জীবন-যৌবনকে ভোগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোনো বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শন করে নারীর নারীত্বকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। নারীকে পণ্য দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে। ঘরে-বাইরে নারী কোথাও নিরাপত্তা পাচ্ছে না, শিক্ষাঙ্গনে-কর্মক্ষেত্রে তারা ধর্ষিতা হচ্ছে অথবা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজের প্রকৃত অধিকার লাভের সুযোগ নিজেদেরকেই করে নিতে হবে।

সুযোগ থাকার পরও দ্বীনি আন্দোলন না করা

প্রশ্ন ঃ পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে থাকার পরেও যদি কোনো মুসলিম নারী ইসলামী আন্দোলনের অংশগ্রহণ না করে, তাহলে সে কি গোনাহ্গার হবে?

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সার্বিক সুযোগ থাকার পরও যদি কোনো মা-বোন নিজের মেধাসহ অন্যান্য যোগ্যতাকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় না করেন, তাহলে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে–এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আন্দোলনের কথা কোরআনে নেই

প্রশ্ন ঃ মহিলাদেরকে দ্বীনি আন্দোলনের কাজে বাধা দিয়ে বলা হচ্ছে, 'মহিলাদেরকে দ্বীনি আন্দোলন করতে হবে, এ কথা কোরআন-হাদীসে নেই।' প্রশ্ন হলো, মহিলারা কি দ্বীনি আন্দোলন করার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে?

উত্তর ঃ মহিলাদেরকে দ্বীনি আন্দোলন করতে হবে–এ কথা কোরআন-হাদীসে নেই, মহিলাদের ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের নির্দেশ কি, এ বিষয়ে যারা অজ্ঞ তারাই এ ধরনের কথা বলে। কোরআনের অনেক আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে যে, 'যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক, মহান আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাত দান করবেন।' আমলে সালেহ্ তথা নেক কাজের ব্যাপারে নারী বা পুরুষের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কম বেশী করা হবে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা উভয়কেই সমান অনুপাতে দান করবেন। নিজে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সংগ্রাম করা সর্বোত্তম নেক কাজ। অবশ্যই মহিলাদেরকে এই কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। একা পুরুষদের পক্ষে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। পুরুষ লালিত পালিত হয় নারী অর্থাৎ মায়ের কোলে। মা-ই তার সন্তানকে দ্বীনি আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলবেন। আল্লাহর রাসূলের মহিলা সাহাবীগণ দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'মহিলাদেরকে দ্বীনি আন্দোলন করতে হবে, এ কথা কোরআন-হাদীসে নেই' যারা এ কথা বলে ইসলামী আন্দোলনের ময়দান থেকে মহিলাদেরকে নিষ্ক্রিয় করার অপচেষ্টা করছে, তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না।

মহিলা কতটা তৎপর হবে

প্রশ্ন ঃ দ্বীনি আন্দোলনের কাজে মহিলারা কতটা তৎপরতা চালাবে, অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলারা নিজেরা কোরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করবে, স্বামীকে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে, নিজের সন্তান-সন্ততিকে কোরআনের সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলবে, অবসর সময়ে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদেরকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য অনুপ্রেরণা দেবে। সপ্তাহে একদিন হলেও পরিবারের অন্যান্য মহিলা এবং প্রতিবেশী মহিলাদেরকে একত্রিত করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবে। নির্বাচনের সময় ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীর পক্ষে ভোট যোগাড় করবে। এভাবে সাধ্যানুসারে মহিলারা ইসলামী আন্দোলনে তাদের ভূমিকা রাখবে।

আন্দোলনে সময় দেই কিভাবে

প্রশ্ন ঃ পিতা-মাতা, স্বামী-সন্তান ও শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত ও সংসারের পেছনেই সময় শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় দ্বীনি কাজে সময় দেবো কখন এবং সময় না দেয়ার কারণে কি আমি গোনাহ্গার হবো?

উত্তর ঃ মাতা-পিতা, স্বামী-সন্তান ও শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করাও ইসলামের বাইরের কোনো কাজ নয়। এসব ক্ষেত্রে যার যতটুকু হক রয়েছে এবং সে হক ইসলাম যেভাবে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছে, তা আদায় করতে হবে। স্বামী, সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য আপনি উৎসাহিত করবেন এবং নিজে যখনই সময় পাবেন, তখনই দাওয়াতী কাজে আত্ম নিয়োগ করবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দার ওপরে অসাধ্য কোনো কিছু বা বহনের অযোগ্য কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يُرِيْدُاللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ–

আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতার বিধান করতে চান, তোমাদের কোনো অসুবিধায় ফেলতে চান না। (সূরা বাকারা-১৮৫)

নারী কোন্ দলকে ভোট দেবে

প্রশ্ন ঃ জামায়াত ব্যতীত অন্য কোনো দলকে মেয়েরা কি ভোট দিতে পারবে?

উত্তর ঃ যে দল আল্লাহর বিধান সমাজ ও দেশের বুকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর রাসূলের অনুকরণে চেষ্টা-সংগ্রাম করবে, তাদেরকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠাতে হবে। আল্লাহর বিধান ব্যতীত ভিন্ন কোনো মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা ভোট চায়, তাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠালে আল্লাহর দরবারে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াতে হবে।

আন্দোলনের কাজে স্বামীর অনুমতি

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী চারটা বিয়ে করেছে, আমি তার প্রথমা স্ত্রী। আমার সন্তানসহ আমাকে দূরে রেখেছে এবং আমার সাথে কোনো সম্পর্কই রাখেনি। এখন সেই স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আমি যে দ্বীনি কাজ করি, সেটা কি জায়েজ হবে?

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলনের কর্মকান্ড কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেউ অনুমতি দিলে ইসলামী আন্দোলন করা যাবে আর অনুমতি না দিলে করা যাবে না, বিষয়টি এমন নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যেই ইসলামী আন্দোলন মুসলিম নারী-পুরুষকে করতে হবে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে তৎপর হতে হবে। আর আপনার স্বামী যেখানে আপনার সাথে কোনো ধরনের সম্পর্কই রাখেনি, সেখানে তার কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আপনি দ্বীনের কাজ করবেন আপনার আমার রব মহান আল্লাহর নির্দেশে। আল্লাহর নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত আল্লাহর দ্বীনের কোনো কাজে বা তাফসীর মাহফিলে অংশগ্রহণ করা কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ প্রথমে আপনি মহান আল্লাহর গোলাম, একজন মুসলিম নারী। সর্বপ্রথমে আপনাকে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য করতে হবে এবং আল্লাহর বিধানের অধীনে আপনি স্বামী বা অন্য কারো আনুগত্য করতে পারেন। মুসলিম হিসাবে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করা আপনার একান্ত কর্তব্য। আপনি মানুষকে মহান আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তাফসীর মাহফিলে আল্লাহর কোরআন শোনার জন্য আসছেন, বিষয়টি স্বামীকে বুঝান যে আমি তো কোনো নাচ-গানের অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না। যেখানে গেলে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানে যাচ্ছি। এভাবে স্বামীকে বুঝিয়ে অনুমতি নিন এবং তাকেও তাফসীর মাহফিলে আসার জন্য দাওয়াত দিন। স্বামী যদি আপনাকে ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজা রাখার ব্যাপারে, পর্দা করার ব্যাপারে নিষেধ করে তাহলে স্বামীর নিষেধ মানা যাবে না।

প্রশ্ন ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত দ্বীনি আন্দোলন করলে আল্লাহ কি কবুল করবেন?

উত্তর ঃ দ্বীন প্রেরণ করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং আল্লাহর দ্বীন কারো অধীনে থাকার জন্য বা কারো কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করার জন্য আসেনি। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। আপনি স্বয়ং দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং স্বামীও যেন অংশগ্রহণ করে, সে ব্যাপারে তাকে অনুপ্রাণিত করবেন।

তালিমে যোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর দ্বীন শিখার জন্য আমি তালিমে যোগ দেই। আমাদের এলাকার মাওলানা সাহেব বলেন, 'ঘরে বসে নামাজ আদায় ও স্বামীর সেবাযত্ন করলেই মেয়েরা জান্নাতে যাবে। তালিমে যোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই।' এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। বর্তমানে স্কুল-কলেজে মুসলিম হিসাবে জীবন-যাপন করার ব্যাপারে নূন্যতম শিক্ষাও দেয় হয় না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে কতক ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে। এ জন্য বর্তমানে মুসলিম নারীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে যদি কোনো তালিমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই উত্তম উদ্যোগ এবং এসব অনুষ্ঠানে নারীদের যোগ দেয়া কর্তব্য। অনেক মহিলা নামাজ-রোজা ও পাক-নাপাক সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেনা। নিজের অধিকার, স্বামীর অধিকার এবং সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তালিমের অনুষ্ঠানে যদি এসব বিষয়ে মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই তালিমের অনুষ্ঠানে মহিলাদেরকে যোগ দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কারো পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা মোটেও উচিত নয়।

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকায় মহিলাদেরকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য তালিম অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য কি স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর ঃ স্ত্রী কোথায় যাচ্ছে, কোন্ উদ্দেশ্যে যাচ্ছে বিষয়টি স্বামীর জানা থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে স্বামীরও উচিত স্ত্রীকে জানিয়ে কোথাও যাওয়া। নতুবা স্ত্রী বেচারী অকারণে মানসিক চিন্তায় আক্রান্ত হবে। আল্লাহর দ্বীন শিখার জন্য স্ত্রী তালিমে যোগ দেবে। যদি স্বামী অনুমতি না দেয় তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, আমি নৈতিকতা বিরোধী কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি না বরং এমন এক অনুষ্ঠানে যাচ্ছি, যেখানে পৃথিবী ও আখিরাতের কল্যাণের পথ দেখানো হয়।

জিহাদ করা কি জরুরী

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের জন্য বর্তমানে জিহাদ করা কি একান্তই জরুরী?

উত্তর ঃ অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে মুসলমানরা সবথেকে বেশী নির্যাতিত হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে এবং মুসলিম দেশসমূহের যাবতীয় সম্পদ নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার জন্য ইসলামের দুশমনরা ঐক্যবদ্ধভাবে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় মুসলমানরা নীরবে

দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কালক্ষেপণ করার সময়ও নেই। গোটা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামের দুশমনদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হতে হবে। চলমান বিশ্বে চলছে মূলতঃ জ্ঞানের যুদ্ধ। বিশ্বায়নের এ প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের দিক থেকে যারা অগ্রগামী হবে তারাই আবির্ভূত হবে নতুন বিশ্বের নতুন পরাশক্তি হিসাবে। এ যুদ্ধে মুসলিম জাতিকে বিজয়ী হিসেবে দেখতে হলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অগাধ বুৎপত্তি অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ এবং স্বামী-গুরুত্ব কার বেশী

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর গুরুত্ব বেশী না স্বামীর প্রতি কর্তব্য করার গুরুত্ব বেশী?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টিই করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদাত বা দাসত্ব করার লক্ষ্যে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ-

আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে আমার দাসত্ব করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (সূরা আয্ যারিয়াত-৫৬)

সুতরাং মানুষ-সে নারী বা পুরুষ হোক, সর্বপ্রথমে সে মহান আল্লাহর গোলাম। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও বিভাগে তাকে আল্লাহর গোলামীর বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি এমন কোনো কাজ করতে হয় বা এমন কোনো আদেশ পালন করতে হয়, যা পালন করতে গেলে মহান আল্লাহর আদেশ লংঘিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তা পালন করা যাবে না। সুতরাং মহান আল্লাহর দাসত্বের মোকাবেলায় অন্য কারো আদেশ বা নিষেধের বিন্দু পরিমাণ গুরুত্ব নেই। স্বামীর আনুগত্য করাও মহান আল্লাহরই আদেশ। তবে স্বামীর কোনো আদেশ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত হয়, তাহলে সে আদেশ পালন করা যাবে না।

যেখানে ছাত্রী সংস্থা নেই

প্রশ্ন ঃ যে স্কুল-কলেজে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা নেই, আমরা সেখানের মেয়েরা কিভাবে ইসলামী আন্দোলনে ভূমিকা পালন করবো?

উত্তর ঃ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা এলাকায় ইসলামী ছাত্রী সংস্থা নেই, সেখানে আপনারা ইসলামী ছাত্রী সংস্থার শাখা গঠন করে ইসলামী আন্দোলনে ভূমিকা পালন করবেন। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা এলাকায় ছাত্রী সংস্থার শাখা রয়েছে, সেখানে যোগাযোগ করে আপনার নিজের এলাকায় ছাত্রী সংস্থার শাখা গঠন করুন। পরিচিত-অপরিচিত ছাত্রীদের মধ্যে এভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকুন।

মহিলা জামাআত ও ছাত্রী

প্রশ্ন ঃ ছাত্রীরা কি মহিলা জামায়াতে ইসলামী করতে পারবে?

উত্তর ঃ ইসলামী আন্দোলনের অঙ্গনে ছাত্রীদের জন্য 'ইসলামী ছাত্রী সংস্থা' নামে পৃথক সংগঠন রয়েছে, ছাত্রীরা সেই সংগঠন করবে। কারণ নারীদের মধ্যে যারা ছাত্রী এবং গৃহিনী, তাদের সমস্যার ধরন ভিন্ন এবং এ জন্য তাদের সংগঠনও ভিন্ন। যদিও উভয় সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয় সংগঠনই আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ময়দানে তৎপর রয়েছে। সুতরাং ছাত্রী অবস্থায় ইসলামী ছাত্রী সংস্থা বাদ দিয়ে মহিলা জামাআত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

দ্বীনি কাজে বাধাদানকারী কাফির

প্রশ্ন ঃ মুসলিম দাবীদার কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্র তথা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কাজে বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে তারা আল্লাহর দরবারে মুসলমান না কাফির হিসাবে পরিগণিত হবে?

উত্তর ঃ বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলিম সমাজে এক শ্রেণীর শিল্পপতি, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক-চিন্তাবিদ রয়েছেন, যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে বন্ধক দিয়েছে অমুসলিমদের কাছে। ইসলামের নাম শুনলেই এদের শরীরে যেন আগুন লেগে যায়। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করাই এদের প্রধান কাজ। আদম শুমারীর খাতায় এদের নাম মুসলিম হিসাবে লেখা থাকলেও এরা মুসলমান নয়। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারার ২০৪ আয়াতে এদের সম্পর্কে বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُه فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِه–وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ–

মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যার কথা এই পার্থিব জীবনে তোমাদের কাছে খুবই মনোমুগ্ধকর মনে হয় এবং নিজের উদ্দেশ্যের সত্যতা সম্পর্কে সে বার বার আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু।

এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে 'আলাদ্দুল খিছাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, শত্রুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কুটিল ও হিংসুক শত্রু। আল্লাহ তা'য়ালা এদেরকে ইসলামের কঠিন দুশমন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। পৃথিবীতে এরা যতোই মুসলিম নামের ছদ্মাবরণে বাস করুক না কেনো, আখিরাতের ময়দানে এরা আল্লাহর দরবারে কাফির হিসাবেই চিহ্নিত হবে, এতে কোনো সন্দেহ

নেই। সুতরাং পৃথিবীতে এসব লোক মুসলিম হিসাবে নিজের পরিচয় দিলেও এরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন। ইসলামপন্থী লোকজন তথা আলিম-ওলামাদেরকে এরা সহ্য করতে পারে না। ইসলামের দুশমন নাস্তিক-মুরতাদদেরকে এদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখা যায় এবং তাদের সাথেই এরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।

স্বামীকে হিদায়াত করবো কিভাবে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামীর মধ্যে নানা ধরনের খারাপ গুণ বিদ্যমান। আমি ইসলামের পথে চলি তিনি তা পছন্দ করেন না। এ অবস্থায় আমি তাকে কিভাবে ইসলামের পথে আনতে পারি?

উত্তর ঃ অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মিষ্টি ভাষায় স্বামীকে বুঝান, সারা জাহানের যিনি স্রষ্টা এবং প্রতিপালক, যাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত এই পৃথিবীতে মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতির জীবন বিধান হিসাবে ইসলামকে নির্বাচিত করেছেন এবং সেই জীবন বিধান অনুসরণ করলেই মানুষ পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে, নতুবা মানুষ মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে। জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে করে স্বামীর ভেতরে আখিরাতে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করুন এবং তাকে কোরআন-হাদীসের তাফসীর ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য পড়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করুন।

স্বামী জামাআত করতে নিষেধ করে

প্রশ্ন ঃ আমার স্বামী জামাআতে ইসলামী করতে নিষেধ করেন, কিন্তু আমি তাকে না জানিয়ে সংগঠনের কাজ করি। এতে কি আমার গোনাহ্ হবে?

উত্তর ঃ জামাআতে ইসলামী আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে। আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই কাজ থেকে কারো বিরত থাকার সুযোগ নেই। বিষয়টি আপনি আপনার স্বামীকে বুঝান এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্তব্য সম্পর্কিত গ্রন্থাদি স্বামীকে পড়তে দিন। স্ত্রী তার স্বামীর আদেশ অবশ্যই মানবে কিন্তু সেই আদেশ ব্যতীত, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত বা কোরআনের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামী আন্দোলন করা তথা মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো, নামাজ-রোজার, কোরআনের বিধান অনুসরণ করার দিকে আহ্বান জানানো প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হরণ করার ক্ষমতা কারো নেই। মনে রাখতে হবে,

৯—

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ–

সৃষ্টির আনুগত্য করে স্রষ্টার বিধান অমান্য করা যাবে না।

সুতরাং শুধু স্বামীই নয়, পিতা-মাতা বা যে কেউ হোক না কেনো, কারো আদেশ যদি আল্লাহর আদেশের বিপরীত হয়, তাহলে তা পালন করা যাবে না। তবে আপনি আপনার স্বামীর সাথে বিতর্ক সৃষ্টি করে বড় ধরনের সংঘর্ষ সৃষ্টি করবেন না। আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন, 'আমি আমার বোন, পরিচিত মহিলা বা আত্মীয়-বান্ধবীদেরকে যাবতীয় অসততা পরিহার করে সৎপথ অবলম্বন তথা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানাতে যাচ্ছি। আমি কোনো নাচ-গানের অনুষ্ঠানে বা কারো বাসায় আড্ডা দিতে যাচ্ছি না। আমি তো ভালো কাজে যাচ্ছি, আমার দাওয়াত কবুল করে কোনো নারী যদি নামাজ-রোজা আদায় করা শুরু করে, পর্দা করে, মিথ্যা বলা ত্যাগ করে, ওয়াদা পালন করে, অন্যের গীবত করা ছেড়ে দেয় তাহলে আমি যে সওয়াব পাবো, সেই সওয়াবের অংশীদার তো তুমিও হবে। কারণ তুমি এই সৎকাজে আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে সহযোগিতা করেছো।' এভাবে স্বামীকে বুঝাতে থাকুন, আপনার স্বামী নিশ্চয়ই আপনাকে অনুমতি দিবে ইন্‌শাআল্লাহ।

কর্মক্লান্ত স্বামীকে রেখে সংগঠনের কাজে যাওয়া

প্রশ্ন ঃ স্বামী কর্মক্লান্ত শরীরে যে মুহূর্তে বাড়িতে প্রবেশ করলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করার জন্য আমারও বের হওয়ার সময় হয়েছে। প্রশ্ন হলো, আমি সেই মুহূর্তে ক্লান্ত স্বামীর সেবা-যত্ন করবো না দ্বীনি দায়িত্ব পালন করার জন্য বাড়ির বাইরে বের হয়ে যাবো? কোন্‌টির গুরুত্ব বেশী?

উত্তর ঃ আপনি ক্লান্ত স্বামীর সেবা-যত্ন করবেন। স্বামীর সেবাযত্ন করাও মহান আল্লাহরই আদেশ। আপনার দ্বীনদার-পরহেজগার স্বামী যখন কর্মক্লান্ত দেহে বাড়িতে প্রবেশ করলেন, আর আপনিও তাকে ছেড়ে দ্বীনি দায়িত্ব পালন করতে বেরিয়ে পড়লেন। আপনার স্বামী হয়ত আপনাকে মুখে কিছুই বলবে না, কিন্তু তিনিও তো মানুষ, আপনার সান্নিধ্য তার প্রয়োজন। আপনি তার পাশ থেকে চলে গেলেন এতে করে আপনার এবং তার মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার অন্যান্য দ্বীনি বোনদের প্রকৃত সমস্যা জানিয়ে দিন এবং আপনার ওপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো, তা অন্য কারো প্রতি সে সময়ের জন্য অর্পণ করুন।

জামাআতে ইসলামী না করলে জান্নাত পাওয়া যাবে না

প্রশ্ন ঃ যারা জামাআতে ইসলামী করে না, তারা আল্লাহর জান্নাতে যাবে না অথবা যারা ইসলামী আন্দোলন করেনা তারা জান্নাতে যাবে না। এসব কথা কি সঠিক?

উত্তর ঃ জামাআতে ইসলামী নামক দলে যোগ না দিলে বা ইসলামী আন্দোলন না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না-এমন কথা জামাআতে ইসলামীর কোনো লোক বলেছে বলে আমার জানা নেই। তবে কেউ যদি অজ্ঞতার কারণে এমন কথা বলে থাকে, তাহলে তিনি ভুল বলেছেন এবং এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। জান্নাত লাভের শর্ত হলো, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের প্রতি মানব জাতির জন্য যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তার প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে সে অনুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে। আল্লাহর কোরআনের সবচেয়ে ছোট্ট সূরা-সূরা আসরে বলা হয়েছে, সমস্ত মানুষ মহাক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত অর্থাৎ সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। পরকালীন জীবনে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না, কেউ সফল হতে পারবে না-তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে আমলে সালেহ্ করেছে। যার প্রতি সে ঈমান এনেছে এবং যে আমল সে করছে, তার দিকে সে অন্য মানুষকেও আহ্বান জানিয়েছে অর্থাৎ হক-এর দাওয়াত দিয়েছে, আল্লাহর বিধানের দিকে মানুষকে ডেকেছে। আল্লাহর বিধানের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে গিয়ে যত বিপদ-মুসিবত এসেছে, তা অসীম ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছে। অর্থাৎ ঈমান আনা, আমলে সালেহ্ করা, হক-এর দাওয়াত দেয়া ও সবর বা ধৈর্য অবলম্বন করা। এই চারটি কাজ যারা করবে, কেবলমাত্র তারাই সফলতা অর্জন করতে পারবে। তারাই জান্নাতে যেতে পারবে-আর সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই চারটি কাজই জামাআতে ইসলামী আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর বিধানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সে বিধান নিজে অনুসরণ করা, অন্য মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার দাওয়াত দেয়া, সমাজ ও দেশের বুকে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা-সাধনা করতে গিয়ে যেসব বিপদ-মুসিবত, বাধা-বিপত্তি আসবে, তা অসীম ধৈর্যের সাথে পাড়ি দিয়ে লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়ার নামই হলো ইসলামী আন্দোলন। প্রত্যেক মুসলমানকে পরকালীন জীবনে সফলতা অর্জন করতে হলে এই চারটি কাজ করতে হবে, নতুবা পরকালে মহাক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীরে সাঈদী-সূরা আসরের তাফসীর পাঠ করুন।

সংগঠনে কেনো টাকা দিতে হবে

প্রশ্ন ঃ কোনো দল বা সংগঠন করলে টাকা দিতে হয় না, কিন্তু ইসলামী ছাত্র শিবির, ছাত্রী সংস্থা এবং জামাআতে ইসলামী করলে টাকা দিতে হয় কেনো?

উত্তর ঃ জামাআতে ইসলামী, ছাত্র শিবির ও ছাত্রী সংস্থা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিবেদিত সংগঠন। আর যে কোনো সংগঠনই অর্থ ব্যতীত পরিচালিত হতে পারে না। সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালিত করতে গেলে অর্থ ব্যতীত সম্ভব নয় এবং অর্থ হলো সংগঠনের প্রাণ। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে বলেছেন, অর্থ-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে এবং এ কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে কোরআনে 'ইন্ফাক্ ফি সাবিলিল্লাহ্' বলা হয়েছে। আপনি যদি দ্বীনি আন্দোলনে অর্থ-সম্পদ না দেন, তাহলে এই আন্দোলন চলবে কিভাবে? এ জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা জামাআত, শিবির ও ছাত্রী সংস্থায় যোগ দেয়, তাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করতে হয়। মুসলমানদের আদর্শ হলো ইসলাম এবং ইসলামকে যে সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, সেই সংগঠনকে সচল রাখার জন্য অবশ্যই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হবে। অন্য সংগঠন করলে টাকা দিতে হয় না, কারণ সেই সংগঠন যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, সেই আদর্শের ধারক-বাহক যারা তারা সেই সংগঠনকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী দেশসমূহের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যারা আন্দোলন করে, তাদের পৃষ্ঠপোষক ঐসব দেশ। ঐসব দেশ থেকে নিয়মিত অর্থ আসে ফলে ঐসব সংগঠন যারা করে, তারা অর্থ ব্যয়ের পরিবর্তে অর্থ লাভ করে।

প্রকৃত ইসলামী দল কোন্‌টি

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে ইসলামের নামে বিভিন্ন দল রয়েছে। আমরা কোন্ দলে যোগ দেবো অথবা প্রকৃত ইসলামী দল কোন্‌টি?

উত্তর ঃ প্রকৃত ইসলামী দল চিনতে হলে আপনাকে সর্বপ্রথম ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি ছিলো, তিনি কোন্ পদ্ধতিতে আন্দোলন করেছেন, কিভাবে আন্দোলনের জনশক্তি গঠন করেছেন, আন্দোলনের সাথে জড়িত লোকদেরকে কোন্ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আপনাকে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। তারপর আপনার সামনে যেসব ইসলামী দল রয়েছে, সেইসব দলের সাথে রাসূলের নীতি-পদ্ধতি মিলিয়ে দেখতে হবে। যে দলের সাথে মিলে যাবে, সেটিকেই প্রকৃত ইসলামী দল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং নিজেকে সেই দলের সাথে সম্পৃক্ত

করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যোগ দিতে হবে। জামাআতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা কোরআন-হাদীসের আলোকে যাবতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে আন্দোলনকে কামিয়াব করার লক্ষ্যে জনশক্তি প্রস্তুত করছে এবং সেই পদ্ধতিতেই প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে লোকদের চরিত্র গঠন করার কাজ নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জামাআত–শিবির কোরআনের অনুসারী

প্রশ্ন ঃ জামাআতে ইসলামী ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্রী সংস্থা কি প্রকৃত অর্থেই কোরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামের অনুসারী এবং এসব দল কি প্রকৃতই নবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে?

উত্তর ঃ আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ্–জামাআতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্র শিবির ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা আল্লাহর বিধানের অনুসারী এবং এই বিধান আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বিরামহীনভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

নাস্তিককে কিভাবে দাওয়াত দেবো

প্রশ্ন ঃ একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি সরকারী একটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি আল্লাহ্-রাসূল ও পরকাল বিশ্বাস করেন না। তাকে কোন্ ধরনের বই-পুস্তক পড়তে দেবো?

উত্তর ঃ ময়দানে যারা ইসলামের দিকে অন্য মানুষকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব পালন করেন, তাদেরকে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে হবে। চিকিৎসককে যেমন প্রথমে রোগীর রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তার ওষুধ নির্বাচন করতে হয়, তেমনি যাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে, সর্বপ্রথমে সে ব্যক্তির প্রকৃতি ও মানসিক অবস্থাসহ অন্যান্য দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ প্রথমে রোগ নির্ণয় করে তারপর চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। আপনি যাকে দাওয়াত দেয়ার টার্গেট করেছেন, তিনি ধৈর্যশীল পাঠক কিনা সেদিকে দৃষ্টি রেখে সর্বপ্রথম তাফহীমুল কোরআন পড়তে দিতে পারেন। তার ভাগ্যে যদি হিদায়াত থাকে তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এতেই সেই নাস্তিক্য রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

ভাইবোন কোরআনের বিধান মানে না

প্রশ্ন ঃ আমার ভাই-বোনরা কোরআনের নির্দেশ মানতে চায় না। প্রশ্ন হলো, আমি তাদের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করে চলবো?

উত্তর ঃ তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করবেন এবং মমতার সম্পর্ক রক্ষা করে চলবেন। তাদের যে কোনো বিপদে মমতার বাহু বিছিয়ে দেবেন। যেন তারা এ

কথা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, কোরআন-হাদীসের বিধান যারা অনুসরণ করে তারাই সর্বাধিক মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। আপনার ভেতরে মহৎ গুণাবলী দেখে তারাও আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। আর সুযোগ পেলেই তাদের প্রত্যেক কর্মকান্ডে আল্লাহর বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকুন। ইন্‌শাআল্লাহ্ এক সময় তারাও কোরআনের বিধান অনুসরণের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

ইজতিহাদ, উসূলে ফিকাহ্ ও আছার

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন বই পড়ে আমি রাফেযী, নাসিবি, ইজতিহাদ, উসূলে ফিকাহ্ ও আছার নামক শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি কিন্তু এসব শব্দের অর্থ বুঝিনি। অনুগ্রহ করে এসব শব্দের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পরে যারা ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তথা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বংশধরদের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সীমালংঘন করেছে—অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেনি এবং তাদের সম্পর্কে কটূক্তি করে থাকে, তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। অপরদিকে যারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তথা আল্লাহর রাসূলের বংশধরদের প্রতি কটূক্তি প্রদর্শন ও শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করে, তাদেরকে নাসিবী বলে। আরবী ভাষায় অব্যাহতভাবে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাকে নাসাব বলা হয়।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে কোনো সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদদের গবেষণাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ইজতিহাদ' বলা হয়। আর কোরআন-হাদীসের আলোকে কোনো সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামী আইন উদ্ভাবন ও গবেষণার নীতিমালাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'উসূলে ফিকাহ্' বলা হয়। আল্লাহর রাসূলের সাহাবায়ে কেরামদের কথা ও কাজকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'আছার' বলা হয়।

ঈমানদার হিসাবে মৃত্যুবরণ

প্রশ্ন ঃ ঈমানদার হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে চাই, এ জন্য বিশেষ কোনো আমল থাকলে জানিয়ে দিন।

উত্তর ঃ মানুষ যেন ঈমানদার হিসাবেই মৃত্যুবরণ করতে পারে, এ জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে মানুষের মধ্য থেকেই নবী-রাসূল

প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে কিতাব দিয়েছেন। এই কিতাবই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত মানব জাতির জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। সেই কিতাবের তথা কোরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালিত করলেই ইন্‌শাআল্লাহ্ ঈমানদার হিসাবে মৃত্যুবরণ করার নিশ্চয়তা রয়েছে।

যিনা করার পরে তওবা করেছি

প্রশ্ন ঃ শয়তানের ধোকায় পড়ে যিনা-ব্যভিচার করার পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা কি ক্ষমা করবেন?

উত্তর ঃ গোনাহ্গার ব্যক্তি যদি প্রকৃত অর্থেই তওবা করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে চোখের পানি ফেলে কাঁদাকাটি করে, আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবন-যাপন করে এবং ভবিষ্যতে সেই ধরনের পাপে লিপ্ত না হয়, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করে দিবেন, তিনি গাফুরুর রাহীম। বান্দাহ্ তাঁর কাছে চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চাইলে তিনি বড়ই খুশী হন।

শারীরিকভাবে না আত্মিকভাবে শাস্তি পাবে

প্রশ্ন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে অশেষ নে'মাত ভোগ করবে। প্রশ্ন হলো, তারা কি আত্মিকভাবে নে'মাত ভোগ করবে না শারীরিকভাবে?

উত্তর ঃ আখিরাতের জীবনে জান্নাতীরা শারীরিকভাবেই মহান আল্লাহর নে'মাতসমূহ ভোগ করবে। অনুরূপভাবে জাহান্নামীরাও শারীরিকভাবেই আযাব ভোগ করবে। জাহান্নামীদের ব্যাপারে কোরআনে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাদের দেহের চামড়া জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং মুহূর্তের মধ্যেই পুনরায় নতুন চামড়া সৃষ্টি করা হবে। যেন তারা আযাবের পর আযাব ভোগ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং পরকালীন জীবনে যা ঘটবে, তা শারীরিকভাবেই ঘটবে—আত্মীকভাবে নয়।

ফাসিক, জালিম-কাফির কারা

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার-ফায়সালা করে না বা কোরআন থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, তারা ফাসিক, যালিম-কাফির। প্রশ্ন হলো, যেসব রাষ্ট্রের পারিচালকগণ কোরআন-হাদীস অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, তারা কি ফাসিক, যালিম-কাফির?

উত্তর ঃ কেউ যদি কোরআনের বিধান অনুসরণ না করে তাহলে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। কোরআনের বিধান অনুসরণ না করার কারণে তাকে আদালতে আখিরাতে অবশ্যই কঠিন শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কোরআনকে তথা

আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে, আল্লাহর কোরআনে তাকে কাফির বলা হয়েছে। আল্লাহর বিধান অনুসারে যারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অস্বীকার করবে, কোরআনের ভাষায় তারা অবশ্যই ফাসিক, জালিম-কাফির বিশেষণে বিশেষিত হবে।

অমুসলিমদের অনুষ্ঠানে যোগদান

প্রশ্ন ঃ কোনো ইসলামী ব্যক্তিত্ব যদি রাষ্ট্রের মন্ত্রী বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন, তাহলে তিনি কি অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা পূজা-পার্বন পরিদর্শনে যেতে পারবেন?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রীয় আসনে যারা আসীন থাকেন, দেশের নাগরিকদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার যেনো ক্ষুন্ন না হয় এবং ভিন্ন ধর্মের নাগরিকগণ যেনো নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ জন্য রাষ্ট্রীয় আসনে আসীন ব্যক্তিবর্গ তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানার জন্য তাদের ধর্মীয় স্থানসমূহে যেতে পারেন, এটা তাদের দায়িত্ব। কিন্তু শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য বা দর্শন করার উদ্দেশ্যে যেতে পারেন না।

জামাআত নেতা গেলেন কেনো স্মৃতিসৌধে

প্রশ্ন ঃ আপনি মূর্তিপূজাকে তাফসীর মাহ্ফিলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে হারাম বলে থাকেন, কিন্তু চারদলীয় জোট ক্ষমতা লাভ করার পরে দেখা গেলো, জামাআতে ইসলামীর আমীর ও সেক্রেটারী স্মৃতিসৌধে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ মূর্তিপূজা আর স্মৃতিসৌধ-এ দুটো জিনিস এক নয়। জামাআতে ইসলামীর আমীর ও সেক্রেটারী জেনারেল দুইজনই চারদলীয় সরকারের মন্ত্রী। বর্তমানে দেশের প্রথা হলো, দেশের জন্য যারা জীবন দান করেছে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে, নতুন কোনো দল সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য স্মৃতিসৌধে গিয়ে সম্মান প্রদর্শন করবে। জামাআতের আমীর ও সেক্রেটারী বর্তমান সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর দেশের প্রথা অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাদেরকেও স্মৃতিসৌধে যেতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছেন এবং অন্যান্য মন্ত্রী যারা ছিলেন তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে বিষয়টি নিয়তের দিক দিয়ে বিচার করুন, কেউ দেশের জন্য জীবন দানকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। কেউ প্রথাগতভাবে গিয়েছেন। কিন্তু

আমাদের দুইজন মন্ত্রী তো নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেননি। তাঁরা দেশের জন্য জীবন দানকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া-দরুদ পড়েছেন। জামাআতের আমীর ও সেক্রেটারী জেনারেল মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে কোথাও যাননি এবং আগামী দিনেও ইন্‌শাআল্লাহ্ যাবেন না।

জামাআত নেতা কেনো মহিলাদের অনুষ্ঠানে

প্রশ্ন ঃ শরীয়ত যেখানে পরনারী ও পরপুরুষের দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করেছে, সেখানে জামাআতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কিভাবে খালেদা জিয়ার পাশাপাশি বসেন এবং মহিলাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন–এই প্রশ্নের জবাব দিবেন কি?

উত্তর ঃ মা-বোনোরা, আপনাদেরকে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে, বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী আর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী হলেন জামাআতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর এবং বর্তমান চারদলীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী। কৃষিমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁর ওপরে ন্যস্ত রয়েছে। একটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয় এবং তার ওপরে ন্যস্ত মন্ত্রণালয়ের সার্বিক বিষয়াদি প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করতে হয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কারণে নয়–দেশের স্বার্থেই কৃষিমন্ত্রী হিসাবে জামাআতের আমীরকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হয় এবং এক টেবিলে বসে বা পাশাপাশি চেয়ারে বসে অথবা সামনা-সামনি বসে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করতে হয়। এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশে ক্ষমতার শীর্ষে নারীরা অবস্থান করবেন। এখানে খালেদা জিয়া মূখ্য বিষয় নয়–মূখ্য বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রী।

টেলিভিশন-ভিসিআর-ভিসিডি-গান-বাজনা

ইসলামী গানে বাজনা

প্রশ্ন ঃ শুনেছি বাজনা হারাম। কিন্তু বর্তমানে অনেক ইসলামী গানের ক্যাসেটে বাজনা শোনা যায়। এটা কি জায়েয?

উত্তর ঃ বর্তমানে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে মানুষকে মোহিত করে রাখা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম সম্বলিত কোনো গানে যদি এসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে তামাশা করার শামিল এবং বড় ধরনের গোনাহ্। এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আমি এসেছি বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করতে।' সুতরাং ইসলামী গানের সাথে কেউ যদি বাদ্য-বাজনা জুড়ে দেয়, তা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

টিভি-ভিসিআর কি দেখাকো না

প্রশ্ন ঃ টিভি-ভিসিআর দেখা কি শরীয়তে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ টিভি-ভিসিআর স্বয়ং কোনো খারাপ জিনিস নয়, বরং এসব জিনিস আল্লাহর নে'মাত বিশেষ। এগুলো ব্যবহার করে মানব চরিত্রের উন্নতি ঘটানো সম্ভব এবং ব্যাপকভাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো যেতে পারে। যেমন একটি ছুরি বা চাকু, যা দিয়ে ডাক্তার মুমূর্ষ রোগীকে অপারেশন করে সুস্থ করে তুলতে পারে। অপরদিকে ডাকাত-সন্ত্রাসী ছুরি-চাকু ব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে মানুষকে হত্যা করতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টিভি-ভিসিআর ব্যবহৃত হচ্ছে নীতি-নৈতিকতাহীন লোকদের দ্বারা। তারা এসব জিনিসকে মানুষের চরিত্র ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। এগুলো যদি সৎ ও চরিত্রবান লোকদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো, তাহলে এগুলো মানব চরিত্র গঠনের কাজে ব্যবহৃত হতো।

টিভিতে তাফসীর মাহ্ফিলের দৃশ্য কোথায়

প্রশ্ন ঃ গুরুত্বহীন ছোটো খাটো অনুষ্ঠানও সরকারী টিভিতে প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু এই বিশাল তাফসীর মাহফিল প্রদর্শন করা হয় না। যদি প্রদর্শন করা হতো, তাহলে মহিলাদেরকে এত কষ্ট করে দূর-দূরান্ত থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাফসীর মাহফিলে আসতে হতো না। বাড়িতে বসেই টিভিতে কোরআনের তাফসীর শুনতে পেতাম। ইসলামপন্থী লোকগুলো কি নিজেরা টিভি চ্যানেল খুলে তাফসীর মাহফিল প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারে না?

উত্তর ঃ টিভি চ্যানেল খোলা যতটা সহজ তার থেকে অধিক কষ্টসাধ্য হলো তা টিকিয়ে রাখা। টিভি চ্যানেল খোলা ও তা টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত ব্যয় বহুল–প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিষয়টিকে এমনভাবে প্রতিযোগিতামূলক করা হয়েছে যে, কোন্ চ্যানেল চিত্ত বিনোদনের নামে কত বেশী অশ্লীল ও নগ্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে দর্শক আকৃষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে ইসলামী অনুষ্ঠানমালা প্রচার করার উদ্দেশ্যে টিভি চ্যানেল চালু করার লক্ষ্যে চেষ্টা চলছে, আপনারা দোয়া করুন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেনো তা বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করেন।

প্রশ্ন ঃ সরকারী টেলিভিশনে ঘন্টার পর ঘন্টা খেলাসহ নাচ-গান দেখাতে পারে কিন্তু কোরআনের এই বিশাল তাফসীর মাহফিলের কোনো সংবাদই দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে এ দেশের মুসলমানদের কি ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত?

উত্তর ঃ এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলমান, এক আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং এ কথাটি দেশের সংবিধানেও উল্লেখ করা হয়েছে। এদেশের মানুষ আল্লাহর কোরআনকে নিজেদের জীবনের তুলনায় অধিক ভালোবাসে। মুসলমানদের অর্থ

দিয়ে সরকার পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫% ভাগ লোকজন নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে দাবি করেন। তাদের উচিত দেশের জনগণের প্রাণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং কোরআনের মাহফিল সরকারী টিভিতে প্রচার করা। কিন্তু সরকার তা করছে না, এ জন্য এদেশের মুসলমানদের সোচ্চার হওয়া উচিত। নির্বাচনের সময় যখন আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসবে, তখন আপনাদের উচিত হবে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা যে, ক্ষমতায় গেলে রেডিও-টিভিতে সরকারীভাবে কোরআনের মাহফিলসহ ইসলামী অনুষ্ঠানমালা নিয়মিত প্রচার করবেন কিনা। যদি প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে ভোট দিবেন আর না দিলে ভোট দিবেন না। অন্তত এই কাজটুকু এদেশের মুসলমানরা করতে পারে—যেহেতু তাদের হাতে ভোটের অস্ত্র রয়েছে এবং সেই অস্ত্র ব্যবহার করার মালিক সে স্বয়ং।

শয়তানের বাক্স

প্রশ্ন ঃ টেলিভিশনকে অনেকেই শয়তানের বাক্স বলে অভিহিত করে থাকেন। প্রশ্ন হলো, টেলিভিশন যদি শয়তানের বাক্সই হবে তাহলে অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্বের বাসায় টেলিভিশন কেনো রাখা হয়েছে?

উত্তর ঃ টেলিভিশন স্বয়ং একটি যন্ত্র মাত্র, একে যেভাবে ব্যবহার করা হয় সেভাবেই তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নাচ-গানসহ অন্যান্য শরীয়ত বিরোধী অনুষ্ঠান টিভিতে প্রদর্শন করা হয়, এ কারণেই অনেকে একে শয়তানের বাক্স বলে অভিহিত করে থাকে। ইসলামী সরকার যখন টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ করবে, তখন টিভির মাধ্যমে জাতির চরিত্র গঠনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে এবং তখন টেলিভিশন চরিত্র গঠন ও জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হবে। আর টেলিভিশনে তো শুধুমাত্র গান-বাজনা, নাচ আর নাটক-সিনেমাই দেখানো হয় না। দেশ-বিদেশের নানা ঘটনার সচিত্র সংবাদ প্রচার করা হয়। এই সংবাদ শোনা অত্যন্ত জরুরী, এ কারণেই ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বাসায় টেলিভিশন রাখা হয়েছে।

সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন ঃ ইসলামী সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং সেখানে বালেগা মেয়েরা অংশগ্রহণ করে হাম্‌দ-না'ত ও কিরআত পরিবেশন করে থাকে বা এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আমরা জানি, মেয়েরা তাদের কণ্ঠ পুরুষদেরকে শোনাতে পারবে না। প্রশ্ন হলো, আমরা কি এ ধরনের সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবো?

উত্তর ঃ সাংস্কৃতিক বিষয়টা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যেই নয়—এটা মেয়েদের জন্যেও। ছেলেরা তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করবে পুরুষদের সমাবেশে আর মেয়েরা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করবে মহিলাদের সমাবেশে। মেয়েরা হাম্‌দ-না'ত ও কিরআত পড়বে শুধুমাত্র মহিলাদের অনুষ্ঠানে। যে মেয়ের ওপর পর্দা ফরজ হয়েছে, তার পক্ষে পুরুষদের অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করা, হাম্‌দ-না'ত ও পরিবেশন করা ও কিরআত পাঠ করা শরীয়ত সিদ্ধ নয়।

তাফসীর মাহফিল-ছবি

সিডিতে মাহফিল দেখে মোনাজাত করা

প্রশ্ন ঃ সিডি, ভিসিডি, ভিডিও বা অডিও-এর মাধ্যমে আমরা কোরআনের তাফসীর মাহফিল শুনে থাকি। যখন মোনাজাতের দৃশ্য বা বর্ণনা যখন আসে তখন কি আমরা সেই মোনাজাতে অংশগ্রহণ করতে পারবো?

উত্তর ঃ সিডি, ভিসিডি, ভিডিও বা অডিও-এর মাধ্যমে আপনারা যখন কোরআনের তাফসীর মাহফিলের দৃশ্য দেখেন বা শোনেন, তখন দোয়া করার সময় হাত না উঠিয়ে মুখে আমীন উচ্চারণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে দোয়া করা হয়েছে, তা কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর কাছে আপনিও আবেদন জানালেন।

মাহফিলে যেতে পারিনা তাই

প্রশ্ন ঃ মহিলাদের মধ্যে অধিকাংশই সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, তারা তাফসীর মাহফিলে যাবার সুযোগ পায় না। ফলে তারা কোরআন-হাদীসের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তারা কোরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করবে কিভাবে?

উত্তর ঃ তাফসীর মাহফিলে আসতে না পারলে বাড়িতে তারা কোরআন-হাদীসের ওপরে ভিত্তি করে যেসব ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়েছে তা পড়বে। কোরআনের ও হাদীসের তাফসীর বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, তা অধ্যয়ন করবে, সে অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করবে, স্বামীকে পরিচালিত করার চেষ্টা করবে এবং সন্তান-সন্ততিকে গড়ার চেষ্টা করবে।

ছবি উঠানো হারাম হলে

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বলা হয়েছে, ছবি উঠানো হারাম। কিন্তু আপনারসহ অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিবর্গকে আমরা পত্র-পত্রিকায় ছবি আকারে দেখতে পাই এবং তাফসীর মাহফিলের দৃশ্য মহিলা প্যাণ্ডেলে টিভির মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ অপ্রয়োজনে ছবি তোলা হারাম, অর্থাৎ যে ছবি এ্যালবামে রাখা হবে এবং ঘরের ভেতরে স্মৃতি হিসাবে টাঙিয়ে রাখা হবে, এই উদ্দেশ্যে যদি ছবি তোলা হয় তাহলে তা হারাম হবে। কিন্তু যে ছবির নিউজ ভ্যালিউ রয়েছে, যে বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হলো তা যদি সচিত্র হয়, তাহলে সংবাদটি বস্তুনিষ্ঠ হলো এবং সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করলো, এ কারণে ছবি তোলা জায়েয আছে। আবার পাসপোর্ট করার প্রয়োজনে, চাকরীর ক্ষেত্রে, হজ্জে যাবার প্রয়োজনে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য ছবি তোলার অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে ছবি তুলতে হবে।

এই তাফসীর মাহফিলের দৃশ্য ধারণ করার লক্ষ্যে যে ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা হচ্ছে, তা চলচ্চিত্র। ছবি সাধারণত দুই ধরনের হয়। একটি স্থির চিত্র আরেকটি চলচ্চিত্র। স্থিরচিত্র ক্ষেত্র বিশেষে জায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে জায়েয নয়। চলচ্চিত্র যা, তাতে মুভমেন্ট হয় অর্থাৎ যে ছবি নড়াচড়া করে। আমি যে ভঙ্গিতে কথা বলছি এবং এর দৃশ্য যে ক্যামেরায় ধারণ করা হচ্ছে তা চলচ্চিত্র। কোরআনের মাহফিলের এই চলচ্চিত্র শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা পৃথিবীর মুসলিম-অমুসলিম দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভিডিও, সিডি-ভিসিডি ইত্যাদিতে মাহফিলের এই দৃশ্য দেখে ও শুনে অনেক বেনামাজী নামাজী হয়ে যায়। এমন অনেক নারী রয়েছেন, যারা কখনো পর্দা করেন না, এই মাহফিলের দৃশ্য দেখে পর্দা করেন। অনেক মদ্যপ ব্যক্তি, সুদখোর, ব্যভিচারী পাপের পথ ত্যাগ করে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে জীবন পরিচালনায় আন্তরিক হয়। চরিত্রহীন মানুষ চরিত্র গড়তে অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং তাফসীর মাহফিলের দৃশ্য যে ক্যামেরার মাধ্যমে ধারণ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, এতে করে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটছে। এ জন্য বিষয়টি মোটেও আপত্তিকর নয়। কা'বা শরীফে ও মসজিদে নববীর যাবতীয় দৃশ্য প্রত্যেক মুহূর্তে ভিডিও করা হচ্ছে এবং তা টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করে বিশ্বের মানুষকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। হজ্জের চলচ্চিত্রও এভাবে টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষ দেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে মানুষ অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এ কারণে ওলামায়ে কিরাম এই বিষয়টিকে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন।

মাহফিলে আসতে সরকারের সহযোগিতা চাই

প্রশ্ন ঃ তাবলিগ জামাআতের বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সরকার **B.R.T.C**-এর গাড়ী ও ট্রেন ফ্রী করে দেয় কিন্তু কোরআনের এই

বিশাল তাফসীর মাহফিলকে সামান্যতম সহযোগিতা করছে না। এ ব্যাপারে কি সরকারের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা আশা করা যায় না?

উত্তর ঃ আশা করতে তো দোষ নেই, আশা করা যায়। কিন্তু আপনি আশা করলেই যে সরকার আপনাকে সহযোগিতা করবে, এই নিশ্চয়তা তো আমি দিতে পারি না। দেশে যদি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকতো এবং আল্লাহ তা'য়ালা যদি অনুগ্রহ করে আমাকে সরকারের কোনো দায়িত্ব দান করতেন, তাহলে আমি ইন্‌শাআল্লাহ কোরআনের মাহফিলই শুধু নয়, ইসলামের যে কোনো কাজেই সহযোগিতা করতাম। আর তাবলিগ জামাআতকে অনৈসলামী সরকার নিজেদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে না, কিন্তু এই তাফসীর মাহফিলকে তারা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। এখানে সুদ, ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার, মদ-জুয়া, শোষণ-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, জালিয়াতি জনগণের সম্পদের অপচয় তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পাপাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মহান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হয়, এ কারণেই বোধহয় সরকার সহযোগিতা করে না।

রাতে আয়না দেখা

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে থাকে, রাতে আয়না দেখতে নেই। ইসলামী শরীয়তে কথাটির গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর ঃ ইসলামী শরীয়তে এসব কথার কোনো গুরুত্বই নেই, এসব কথা মানুষের নিছক মনগড়া কথামাত্র।

পেশার জন্য ছবি তোলা

প্রশ্ন ঃ ছবি তোলা হারাম, কিন্তু পেশার ক্ষেত্রে ফটো সাংবাদিকতা গ্রহণ করলে কি গোনাহ্ হবে?

উত্তর ঃ পত্রিকায় সংবাদের পাশাপাশি ছবি ছাপানোর বিষয়টি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একান্তই জরুরী এবং ছবির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়কে সহজেই নাড়া দেয়া যায়। সুতরাং মানুষকে প্রকৃত সত্য অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার লক্ষ্যে ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজনে ছবি তুললে গোনাহ্ হবে না।

ছবি ঘরে ঝুলিয়ের রাখা

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখা জায়েজ আছে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে টাঙিয়ে রাখা জায়েয নেই। হিন্দু জনগোষ্ঠী মৃত ব্যক্তির ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে ফুলের মালা দিয়ে টাঙিয়ে রাখে এবং সে ছবির উদ্দেশ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এই প্রথা কোনো মুসলমানের পক্ষে অনুসরণ করা জায়েয নয়—হারাম।

মৃত্যু-জানাযা-কবর-মাগফিরাত

রাসূলের পিতার জানাযা

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর রাসূল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার জানাযা কি আদায় করা হয়েছিলো?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনা করে যে দোয়া করা হয়, সেটাই হলো জানাযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত মুসলমানদের জানাযা আদায় করেছেন এবং মুসলমানদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের পিতা জাহেলী যুগে ইন্তেকাল করেছিলেন, সে সময় মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনা করে দোয়া করার ইসলাম প্রবর্তিত পদ্ধতি ছিলো না।

মৃত ব্যক্তির মুক্তি কোন্ পথে

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাতের জন্য ইসলাম কোন্ পন্থা নির্দেশ করেছে, অনুগ্রহ করে বলুন।

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনা করে জানাযা আদায় করা, সেই ব্যক্তির নামে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে দেয়া অথবা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করে দেয়া, এগুলো হলো সাদকায়ে জারিয়াহ্। যতদিন পর্যন্ত এসব কাজের ফলাফল চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তি উপকৃত হতে থাকবে। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাত কামনা করে তার সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন দোয়া করবে।

মৃত ব্যক্তির কপালে বিস্‌মিল্লাহ লেখা

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির কপালে সুরমা দিয়ে বিস্‌মিল্লাহ অথবা আল্লাহ্ লিখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েব?

উত্তর ঃ এই প্রথা আল্লাহর কোনো নবী-রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম অনুসরণ করেননি এবং তাবেঈন-তাবে তাবেঈন ও তাঁদের পরবর্তী যুগের মুহাক্কিক আলিম-ওলামাও অনুসরণ করেননি। সুতরাং এই পদ্ধতি বিদআত। ইসলামে এর কোনোই গুরুত্ব নেই। একজন লোক সারা জীবন ব্যাপী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিলো। তার মৃতুর পরে কপালের ওপরে সুরমা দিয়ে বিস্‌মিল্লাহ অথবা আল্লাহ লিখে দেয়া হলেই কি তার সমস্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে? কার মৃত দেহে কি লেখা রয়েছে আল্লাহ তা'য়ালা এসব দিকে দৃষ্টি দেবেন না। তিনি দৃষ্টি দেবেন আমলের দিকে। মানুষ কি ধরনের আমল নিয়ে কবরে গেলো, সেই আমলের ভিত্তিতেই তার সাথে ভালো বা মন্দ ব্যবহার করা হবে।

আত্মহত্যাকারীর জানাযা

প্রশ্ন ঃ যারা আত্মহত্যা করে তাদের জানাযা পড়া জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে এক সাংঘাতিক ও গুরুতর মহাপাপ। হাদীসে বলা হয়েছে, আত্মহত্যাকারী জাহান্নামে যাবে। আত্মহত্যাকারী যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নিজেকে হত্যা করেছে, জাহান্নামে সেই প্রক্রিয়াই চিরস্থায়ীভাবে তার ওপরে চাপিয়ে দেয়া হবে এবং সে এভাবে আযাব ভোগ করতে থাকবে। অর্থাৎ কেউ যদি গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে সে ব্যক্তি জাহান্নামেও বার বার গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে থাকবে, কিন্তু নিজেকে হত্যা করতে পারবে না। এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে, তবে কোনো উল্লেখযোগ্য আলেম তার জানাযা পড়াবে না। এলাকার লোকদের মধ্যে যিনি জানাযা পড়াতে জানেন, এমন ধরনের কাউকে দিয়ে সামান্য কিছু লোকজন নিয়ে তার জানাযা পড়াতে হবে। যেন লোকদের মনে এই ধরনের মারাত্মক পাপের কাজের ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি হয়। আত্মহত্যা করলে কোনো মাওলানা বা মুসলিম সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, এই ভয় লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই সাধারণ কোনো লোককে দিয়ে জানাযা পড়াতে হবে।

নারীর কবরস্থানে গমন

প্রশ্ন ঃ কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করলে মানসিক তৃপ্তি লাভ করি এবং মনে মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হলো, আমরা নারীরা কি কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে পারবো?

উত্তর ঃ পুরুষের তুলনায় নারীর মন অধিক কোমল। কবরস্থানে গেলে তারা মৃত আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতিচারণ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অথচ কবরস্থানে গিয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করা জায়েজ নেই। মৃতের জন্য চিৎকার করে কান্নাকাটি করা এবং শোক গাঁথা গাওয়া নিষেধ। তবে চোখের পানি ফেলা নিষেধ নয়। যদি কোনো শরীয়ত বিরোধী কাজ সংঘটিত হবার আশঙ্কা না থাকলে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করা যাবে। মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একদিন আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কবরস্থানে গেলে কি বলবো?' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন, তুমি বলবে, 'হে মুমিন ও মুসলিম ঘরবাসী! তোমাদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক।' তবে নারীদের জন্য বার বার কবরস্থানে যাওয়া ঠিক নয়। তিরমিযীর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'যেসব নারী বেশী বেশী কবরস্থানে যায় আল্লাহর রাসূল তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।'

কবর ভেঙে গেলে

প্রশ্ন ঃ মাটির কবর এক সময় ভেঙে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে বলে যে, যারা পাপী, তাদের কবরই ভেঙে যায়। এ কথার কি কোনো ভিত্তি আছে?

উত্তর ঃ বিষয়টি নিতান্তই কুসংস্কার প্রসূত, ইসলামী শরীয়তে এর কোনোই ভিত্তি নেই।

মৃত্যুর সময় নারীর মাথার চুল

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর সময় একজন নারীর অবশ্যই নাভী পর্যন্ত মাথার চুল থাকতে হবে, এ কথা কি শরীয়ত সম্মত?

উত্তর ঃ বিষয়টি নিতান্তই কুসংস্কার প্রসূত, শরীয়াতে এর কোনোই ভিত্তি নেই।

কবরে যদি পা দেই

প্রশ্ন ঃ ইচ্ছা করে কবরে পা দিলে অথবা ভুল করে পা দিলে কি গোনাহ্ হবে?

উত্তর ঃ ইসলাম মৃত মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলেছে। সুতরাং মৃত মানুষকে যেখানে কবরস্থ করা হয়েছে, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে পা দেয়া মৃত মানুষের প্রতি অমর্যাদা করার শামিল। এ ধরনের কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা উচিত নয়। কেউ যদি ভুল করে কবরে পা দেয় বা দিতে বাধ্য হয়, সে গোনাহ্গার হবে না।

জীবিত ব্যক্তির পাপের কারণে

প্রশ্ন ঃ জীবিত ব্যক্তির পাপ কর্মের কারণে কি মৃত ব্যক্তি কবরে আযাব ভোগ করে থাকে?

উত্তর ঃ কোনো ব্যক্তি যদি জীবিত থাকাকালে অন্য মানুষকে আল্লাহর বিধান বিরোধী কাজে সম্পৃক্ত করে, ইসলামের বিপরীত নীতি-পদ্ধতি চালু করে, এমন কোনো ছায়াছবি, শিল্প-সাহিত্য রচনা করে, যা মানুষকে গোনাহের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, এমন কোনো দল বা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত করে, যা মানুষকে ইসলামের বিপরীত পথে পরিচালিত করে, তার মৃত্যুর পরেও তার আমলনামায় গোনাহ্ জমা হতে থাকবে। উক্ত লোকটির কারণে যত লোক পৃথিবীতে গোনাহ্ করতে থাকবে, তার অংশীদার তাকেও হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কতক মৃত ব্যক্তি জীবিত লোকদের পাপ কর্মের কারণে আলমে বারযাখে আযাব ভোগ করবে।

কুলখানি-চল্লিশা

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুর চার দিন পরে একটি অনুষ্ঠান এবং চল্লিশ দিন পরে আরেকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সম্পর্কে কোরআন-হাদীসের নির্দেশ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান বা প্রথা পালনের বিষয় কোরআন-হাদীসে নেই। মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দিন নির্বাচিত করবে, এটা ঠিক নয়। বছরের যে কোনো দিনই তার জন্য দোয়া করা যেতে পারে। মৃত্যুর তিন দিনের দিন, চার দিনের দিন বা সাত দিনের দিন অথবা চল্লিশ দিনের দিন কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে, বিষয়টি শরীয়ত নির্দেশিত নয়।

মৃত মানুষের কাছে কোরআন তিলাওয়াত

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেয়ার পূর্বে বা পরে তার সামনে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা যাবে কি?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির সামনে বা কাছে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা ঠিক নয়। কারণ মানুষের দেহ থেকে যখন রূহ্ বিদায় গ্রহণ করে, তখন তার দেহের যাবতীয় স্নায়ু বিকল হয়ে যায়। ফলে শরীর থেকে অপবিত্র বস্তু নির্গত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং কোরআন তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগ্‌ফিরাত কামনা করতে হলে অন্যত্র পবিত্র ও নির্জন স্থানে তিলাওয়াত করা উচিত। মৃত ব্যক্তিকে গোছল দেয়ার পূর্বে বা পরে, অথবা কবরস্থ করার পরে, যখন সময়-সুযোগ ঘটে, তখনই তার মাগ্‌ফিরাতের জন্য কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা ইত্যাদী করা যেতে পারে।

কোরআন খতম-সওয়াব বখসানো

প্রশ্ন ঃ কোরআন শরীফ খতম করে সেই খতম যদি বখ্‌সানো না হয়, তাহলে কি কোরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর ঃ কোরআন মাজীদ আল্লাহর নাজিল করা কিতাব। আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে এমন বরকতপূর্ণ কিতাব আর দ্বিতীয়টি নেই এবং এই কিতাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সবথেকে বড় নে'মাত। এই কিতাব শুধু তিলাওয়াতের জন্যই অবতীর্ণ করা হয়নি, বুঝে পড়তে হবে এবং সেই অনুসারে নিজের জীবন পরিচালিত করতে হবে-এবং কোরআনের আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হবে। এই কিতাব তিলাওয়াত করলে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে। কোরআন তিলাওয়াত করার ফলে যে সওয়াব পাওয়া যাবে, তা যদি কোনো মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফিরাতের জন্য দান করা হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতে হবে যে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কিতাব তিলাওয়াত করেছি, তিলাওয়াত করতে গিয়ে যে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, তুমি দয়া করে ক্ষমা করে দাও আর এর যা সওয়াব তুমি দিবে, সে সওয়াব তুমি তোমার অমুক বান্দার কাছে পৌছে দাও, এর বিনিময়ে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।' তবে এভাবে কেউ যদি দোয়া না-ও করে, তবুও

আল্লাহ তা'য়ালা সওয়াব দেবেন। কারণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার মনের সংবাদ জানেন, বান্দার নিয়ত সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক অবগত রয়েছেন।

কাঙালী ভোজ—একটি প্রহশন

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেশে ধনীদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কাঙালী ভোজের নামে যে অনুষ্ঠান করে থাকে, এটা শরীয়তে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ সমাজের গরীব মানুষ ও দেশের হত-দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষদেরকে 'কাঙালী' হিসাবে উল্লেখ করা মানবতার প্রতি প্রহসন করার শামিল। মানুষের অধিকার হরণ করার ঘৃণ্য নীতি-পদ্ধতি দেশের বুকে চালু থাকার কারণেই গরীব আরো গরীব হচ্ছে, অপরদিকে এই গরীবদের রক্ত শোষণ করে যারা অর্থ-বিত্তের পাহাড় গড়েছে, তারাই এই ছিন্নমূল মানুষদেরকে প্রতি অবজ্ঞাভরে 'কাঙালী' শব্দটি প্রয়োগ করে থাকে। তাদের কেউ ইন্তেকাল করলে ঢাকঢোল পিটিয়ে তথাকথিত কাঙালী ভোজের আয়োজন করা হয়। এদেরকে যদি বলা হয় যে, 'যে অর্থ এই কাজে ব্যয় করবেন, সেই অর্থ কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা বা গরীবদের মধ্যে চুপিসারে বিলিয়ে দিন।' এতে এরা রাজী হবে না। নিজের নাম জাহির করার জন্যই এভাবে মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে তথাকথিত কাঙালী ভোজের আয়োজন করা হয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোনো ফায়দা হয় না। বরং নাম-যশ অর্জনের আশায় যারা এসব করে, তারা গোনাহ্গার হয়।

আর রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কর্তৃক তাদের মৃত নেতা বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে যে কাঙালী ভোজের আয়োজন করা হয়, তা প্রচার-প্রপাগান্ডার উদ্দেশ্যেই করা হয়। নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সমর্থক বৃদ্ধি করে ক্ষমতার মসনদ কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যেই এসব করা হয়। যদি জনগণের সেবা করাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ এলাকার গরীব জনগণের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে পারে। সুতরাং যে কাজের পেছনে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য নেই, তা করা হারাম এবং এসব কাজ কবুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

কবর আযাব হয় কিভাবে

প্রশ্ন ঃ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা মর্যাদা অনুসারে ইল্লিন অথবা সিজ্জিনে স্থানান্তরিত হয়। প্রশ্ন হলো, মৃত ব্যক্তির দেহ থাকে কবরে এবং সেই আত্মাহীন দেহ কিভাবে কবর আযাব অনুভব করবে?

উত্তর ঃ মানব সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষের মৃতদেহকে মাটির গর্তে কবরস্থ করা হতো। পরবর্তীতে নানাভাবে মানুষের মৃতদেহকে ধ্বংস করার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করা হয়েছে। আরবের পৌত্তলিকগণ, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের মৃতদেহকে কবরস্থ করতো এবং এখন পর্যন্তও খৃষ্টান ও ইয়াহুদীরা মৃতদেহকে কবরস্থ করে থাকে। মুসলমানদের মৃতদেহকেও কবরস্থ করা হয়। স্থূল ও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবর একটি মৃত্তিকাগর্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়–যার ভেতরে মানুষের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়ে থাকে। দিন কয়েক পরেই সে দেহ পচে গলে যায়, কালের আবর্তন ও বিবর্তনে মাটি সে মৃতদেহ নিঃশেষে ভক্ষণ করে। কিন্তু প্রকৃত কবর হলো এক অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগৎ। মানুষের জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত সেই কবরের জগৎ–যাকে আলমে বরযখ বলে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ–

এবং তাদের পশ্চাতে রয়েছে বরযখ যার সময়কাল হচ্ছে সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদেরকে পুনর্জীবিত ও পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা মুমিনুন-১০০)

এই আয়াতে বরযখ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো যবনিকা পর্দা। এটা এমন একটি জগৎ যা পর্দাবৃত এক অদৃশ্য জগৎ। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যে জগতে মানুষের আত্মা অবস্থান করবে, সেই জগতকেই আলমে বরযখ বলা হয়েছে। মানুষের মৃতদেহ কবরস্থ করা হোক, চিতায় ভষ্মিভূত করা হোক, পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হোক, জলজন্তুর আহারে পরিণত হোক অথবা বন্যজন্তুর উদরস্থ হোক না কেনো, মৃত্যুর পরে মানুষের দেহচ্যুত আত্মাকে যে স্থানে রাখা হবে, সেটাই তার কবর। কবর আযাব অবশ্যই হবে এবং তা দেহের ওপর নয়, হবে আত্মার ওপর। দেহ ব্যতীতও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শুধু আত্মাকে শাস্তি ভোগ করাতে সক্ষম এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তার দেহ পুনরায় গঠন করে তাকে শাস্তিভোগ করাতেও সক্ষম–যেমনটি তিনি আখিরাতের ময়দানে করবেন।

মৃত নারী মুসলিম না অমুসলিম?

প্রশ্ন ঃ মুসলিম নারী এমন এক এলাকায় দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে বা অন্য কোনোভাবে ইন্তেকাল করলো, যেখানে তাকে কেউ মুসলিম হিসাবে জানে না। এ অবস্থায় সেই নারীর জানাযা হবে কিভাবে?

উত্তর ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি মুসলিম হিসাবে চেনা না যায় এবং সেটা যদি মুসলিম এলাকা হয়, তাহলে অপরিচিত মৃত নারীকে মুসলিম হিসাবেই গণ্য করে জানায ও

কাফন-দাফন করতে হবে। আর বর্তমান যুগে লাশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, লাশ সংরক্ষণ করে পত্র-পত্রিকায় বা টেলিভিশনে সচিত্র সংবাদ প্রচার করলেই অপরিচিত মৃত নারীর পরিচয় জানা যাবে। সুতরাং অপরিচিত মৃত নারীর পরিচয় জানা বর্তমানে কোনো সমস্যাই নয়।

মুমূর্ষ ব্যক্তির চুল কাটা

প্রশ্ন ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির বা মৃত পথযাত্রীর দেহের গোপন স্থানের পশম কি অন্য কোনো ব্যক্তি পরিষ্কার করে দিতে পারে?

উত্তর ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকলে তিনি স্বামীর গোপন স্থানের পশম পরিষ্কার করে দিতে পারবেন। আর স্ত্রী যদি না থাকে, তাহলে যে ব্যক্তির দ্বারা উক্ত কর্ম সমাধা করা শোভনীয়, তাকে দিয়ে করানো যেতে পারে।

আত্মহত্যাও কি আল্লাহর আদেশে হয়?

প্রশ্ন ঃ যারা বিষ পান করে বা অন্য কোনোভাবে আত্মহত্যা করে, তাদের মৃত্যুও কি আল্লাহর আদেশেই হয়ে থাকে এবং তাদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য কি দোয়া করা যাবে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ব্যতীত বৃক্ষের পাতা নড়ে না অথবা যা কিছুই ঘটে তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশেই ঘটে–এসব কথা আক্ষরিক অর্থে সঠিক নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে যা কিছুই ঘটবে তা তিনি জানেন। অর্থাৎ তাঁর ইল্‌মে সমস্ত কিছুই রয়েছে। বাতাস প্রবাহিত হলে গাছের পাতা নড়বে, নদী বা সাগরে তরঙ্গ সৃষ্টি হবে, খড়কুটো উড়বে–এসব হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-পদ্ধতি। কেউ বিষ পান করে, গলায় রশি দিয়ে, গাড়ির নিচে লাফিয়ে পড়ে, মারণাস্ত্র দিয়ে বা নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করলো। কেউ কাউকে হত্যা করলো। এখন যদি বলা হয়, আল্লাহর আদেশেই আত্মহত্যা করেছে বা আল্লাহর আদেশেই হত্যা করেছে। তাহলে তা হবে মারাত্মক ভুল কথা। লোকটিকে কেউ একজন হত্যা করবে বা অমুক লোকটি অমুক পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করবে, এসব বিষয় আল্লাহ তা'য়ালার পূর্ব থেকেই জানা রয়েছে। তিনি জানেন, তার কোন্ বান্দাহ্ কোন্ পদ্ধতিতে মৃত্যুবরণ করবে। কেউ যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে, যা কিছুই হয় তা আল্লাহর আদেশেই হয়, তাহলে কেউ একজন আপনাকে থাপ্পর মারলো বা লাথি দিলো–আপনি বলবেন, থাপ্পড় আর লাথি আল্লাহর আদেশেই মেরেছে। আপনার বাড়িতে ডাকাতি হলো বা চুরি হলো, আপনি থানায় না গিয়ে বলবেন, যা হয়েছে তা আল্লাহর আদেশেই হয়েছে–আল হাম্‌দু লিল্লাহ।

আসলে কখন কিভাবে কোথায় কি ঘটবে, তা মহান আল্লাহর ইল্‌মে রয়েছে–তাঁর জানা আছে, কিন্তু তিনি তা আদেশ দিয়ে ঘটান না। একজন আরেকজনকে হত্যা করলো, কেউ আত্মহত্যা করলো, আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিয়ে হত্যা বা আত্মহত্যা করাননি। বরং আল্লাহর জানা ছিলো, এই বিষয়টি এভাবেই ঘটবে। আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান ও আদেশ–এ দুটো বিষয় এক নয়। যা ঘটবে তা তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। একজন আত্মহত্যা করবে, এটা তাঁর ইল্‌মে রয়েছে, বিষয়টি তাঁর হুকুমের মধ্যে শামিল নয়। আত্মহত্যা তাঁর হুকুমে ঘটেনি। মানুষ কে কোন্ কর্ম করবে আর সেই কর্মের অনিবার্য পরিণতি কি ঘটবে, এটা আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই জানেন। যেমন ধরুন, কোনো একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক একটি ক্লাসের এক ছাত্রের সার্বিক অবস্থা দেখে বললো, এবার এস, এস, সি পরীক্ষায় তুমি নিশ্চিত ফেইল করবে। আরেকজন ছাত্রের সার্বিক অবস্থা দেখে মন্তব্য করলো, আমি আশা করছি তুমি এবার স্টার মার্ক পাবে। পরীক্ষার পরে বিষয়টি ঘটলোও তাই। এখন যদি কেউ বলে যে, প্রধান শিক্ষক বলেছিলেন বলেই অমুক ছাত্রটি ফেইল করলো আর অমুক ছাত্রটি স্টার মার্ক পেলো। কথাটি নিঃসন্দেহে ঠিক নয়। আসলে বিষয় হলো, প্রধান শিক্ষক ঐ ছাত্র দুটোর লেখাপড়ার অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছিলেন, কোন্ ছাত্রটি স্টার মার্ক লাভের যোগ্য আর কোন্ ছাত্রটি অকৃতকার্য হবে।

সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মহত্যা

প্রশ্ন ঃ সতীত্ব রক্ষার জন্য কি আত্মহত্যা করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ এই পরিস্থিতির সম্মুখীন যদি কোনো নারী হয়, তাহলে তাকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে নিজেকে রক্ষা করার জন্য–তবুও আত্মহত্যা করা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা দেখবেন নিজেকে রক্ষা করার জন্য কতটুকু প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য সাধ্যানুসারে প্রচেষ্টা চালানো হলো না, প্রতিরোধ করা হলো না বা নিজেকে রক্ষা করার জন্য যতটুকু শক্তি, বুদ্ধি ও কৌশল ছিলো তা সুযোগ থাকার পরও প্রয়োগ করা হলো না। একে ধর্ষণের মধ্যে গণ্য না করে স্বেচ্ছায় সোপর্দের মধ্যেই গণ্য করা হবে। স্বেচ্ছামৃত্যু নয়–নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে ধর্ষকের হাতে মৃত্যু হলো বা অন্য কোনোভাবে মৃত্যুবরণ করলো, তাহলে দায়ি হতে হবে না। কিন্তু আত্মহত্যা করলে আল্লাহর কাছে দায়ি হতে হবে, কারণ আত্মহত্যা করা হারাম। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে এক কামনা তাড়িত নারী যখন একাকী তালাবদ্ধ ঘরের ভেতরে পেয়ে তাঁর সাথে অবৈধ যৌনকর্মে লিপ্ত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলো

এবং না করলে তাঁকে নানা ধরনের হুমকী-ধামকি দিচ্ছিলো, তখন ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন এবং তালাবদ্ধ দরোজার দিকে দৌড় দিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা ঘরের বদ্ধ দরোজা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং এই অবস্থায় যদি কোনো মানুষ পড়ে, তাকে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। তবুও আত্মহত্যা করা যাবে না।

প্লাস্টিক সার্জারী-মরণোত্তর চক্ষুদান

প্রশ্ন ঃ প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে গোটা চেহারা পরিবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েয তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ দেহের রঙ কালো বা ফর্সা বা চেহারার প্রকৃত ধরন পরিবর্তন করার মূলে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাহলো, অন্যের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করা। অর্থাৎ অন্যকে ধোকা দেয়া। এই ধরনের ধোকাবাজি ইসলাম স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করেছে। একজন কালো মানুষ প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে নিজের দেহ কাঠামো ও রঙ পরিবর্তন করলো। ফলে আরেকজন জন্মগতভাবে সুন্দর দেহের ও রঙের অধিকারী মানুষ তার কৃত্রিম সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। প্রকৃত অর্থে সার্জারীর মাধ্যমে দেহগত কাঠামো ও রঙ পরিবর্তনকারী মানুষটি ঐ মানুষটির সাথে ধোকাবাজি করলো। এই লোকটি নিজেকে সার্জারীর মাধ্যমে যতই পরিবর্তন করুক না কেনো, তার সন্তান-সন্ততি যা জন্ম লাভ করবে, তা তার পরিবর্তিত রূপ অনুসারে জন্ম গ্রহণ করবে না। বরং তার যে আসল রূপ ছিলো, সে রূপেরই অংশ নিয়ে জন্ম লাভ করবে। সুতরাং সার্জারীর মাধ্যমে নিজের প্রকৃত চেহারা পরিবর্তন করা স্পষ্টতই প্রতারণা এবং ইসলাম প্রতারণা হারাম ঘোষণা করেছে।

কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার একজন ব্যাংক ডাকাত ও খুনীকে ফ্রান্স থেকে প্রায় পাঁচ বছর পরে গ্রেফতার করা হলো। লোকটি আমেরিকায় অবস্থান কালে অসংখ্য ডাকাতী, খুন ও অন্যান্য মারাত্মক অপরাধের সাথে জড়িত ছিলো। আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে সে ফ্রান্সে এসে প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে নিজের চেহারা পরিবর্তন করে ফ্রান্সেই বসবাস করতে থাকে। পাঁচ বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে অবশেষে অপরাধী লোকটিকে সনাক্ত করা হয়। সুতরাং প্লাস্টিক সার্জারী করে সুস্থ দেহগত কাঠামো পরিবর্তন করা ও দেহের প্রকৃত রঙ পরিবর্তন করা জায়েয নেই।

বিকৃত অঙ্গের পরিবর্তন সাধন

প্রশ্ন ঃ প্লাস্টিক সার্জারীর মাধ্যমে কোনো বিকৃত অঙ্গের পরিবর্তন সাধন করা কি ইসলামে জায়েজ ?

উত্তর ঃ কারো দেহে যদি কোনো ত্রুটি থাকে–যা মূল দেহ কাঠামোর ওপর অতিরিক্ত অথবা বিকৃত, যেমন ঠোঁট কাটা, নাক থ্যাবড়া বা কান কাটা অথবা হাত ও পায়ের আঙ্গুল একটি বেশী। অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়ে দেহের কোথাও বিকৃতি ঘটলে। এসব কারণে কষ্ট অনুভূত হয় অথবা মানসিক কুণ্ঠায় জর্জরিত হতে থাকে, তাহলে এ অবস্থা দূর করার জন্য সার্জারী বা অন্য কোনো চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু অসুবিধাটা দূর করার জন্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৃতদেহ কাটা ছিড়া করা

প্রশ্ন ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করার জন্য মৃত মানুষের দেহ বা কঙ্কাল একান্ত প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো, মৃত মানুষের দেহ কাটা-ছিঁড়া করা বা মানুষের কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয?

উত্তর ঃ মানব দেহের পরিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে জানা না থাকলে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। চিকিৎসা করলেও রোগ উপশম না হয়ে অধিক জটিলতা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এক গ্রামে একজন কবিরাজ ছিলো, তিনি গ্রামের লোকদের নানা রোগের চিকিৎসাসহ কারো দেহে ফোড়া হলে ছুরি-চাকু দিয়ে ফোড়া কেটে দিতেন। এভাবে তার দিনকাল বেশ ভালোই চলছিলো। সেই গ্রামে একজন ডিগ্রীধারী ডাক্তার এসে চেম্বার খুলে বসলেন। দিনের পর দিন যেতে থাকলো কিন্তু গ্রামের লোকজন কবিরাজকে ছেড়ে ডাক্তারের কাছে কেউ আসে না। ডাক্তার বেচারী চিন্তায় পড়ে গেলেন। প্রকৃত বিষয়টি জানার জন্য তিনি একদিন উক্ত কবিরাজের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'ভাই, আমি একজন ডিগ্রীধারী ডাক্তার আর আপনি গ্রাম্য কবিরাজ মাত্র। লোকজন চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসবে এটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু লোকজন আমার কাছে না এসে আপনার কাছেই যাচ্ছে, বিষয়টি কি?' কবিরাজ বললো, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি একটি ফোড়া ভালো করতে লোকদের কাছ থেকে নেন ১০০ টাকা। আর আমি মাত্র ১০ টাকার বিনিময়েই ফোড়ার বারোটা বাজিয়ে দিই।' ডাক্তার অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি কিভাবে ফোড়া ভালো করে দেন?' কবিরাজ বললো, 'ব্যাপার কিছুই না, যার দেহে ফোড়া, কয়েকজনকে বলি তাকে শক্ত করে ধরো। তারপর ছুরি বা চাকু দিয়ে ফোড়া কেটে দূষিত রক্ত-পূঁজ বের করে দিই। ব্যস, ফোড়ার চিকিৎসা হয়ে গেলো।'

কবিরাজের মুখে এসব কথা শুনে ডাক্তার সাহেবের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেলো। বলে কি লোকটি! দেহের কোথায় কাটলে কি ক্ষতি হতে পারে, এ সম্পর্কে লোকটির কোনোই ধারণা নেই, অথচ লোকটি অপারেশন করে! অতএব লোকটিকে

মানব দেহ সম্পর্কে ধারণা দেয়া প্রয়োজন। এ কথা চিন্তা করে ডাক্তার সাহেব মানবদেহে কোথায় কয়টি স্নায়ু আছে, কিভাবে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, কোথায় কোন্ গ্লান্ড আছে, দেহের কোথায় কাটলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে, এসব বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক কবিরাজ সাহেবকে পড়তে দিলেন। মানব দেহের জটিল অবস্থা সম্পর্কে কবিরাজ সাহেব যখন জানতে পারলো, তখন তার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। সর্বনাশ! এতদিন সে করেছে কি! ফোড়া অপারেশন করতে গিয়ে কত মানুষকে সে পঙ্গু করে দিয়েছে! এরপর উক্ত কবিরাজের কাছে যখন কোনো ফোড়ার রোগী এসেছে, তখন সে আর পূর্বের মতো ছুরি-চাকু দিয়ে অপারেশন করতে পারেনি। অপারেশনের কথা মনে হতেই তার মনে পড়েছে, দেহের এই জায়গায় তো অমুক স্নায়ু রয়েছে এবং সেটা যদি কেটে যায় তাহলে মানুষটি তো চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে। ফলে কবিরাজের পক্ষে আর অনুমানে অপরাশেন করা কখনোই সম্ভব হয়নি। এরপর ডিগ্রীধারী ডাক্তারের কাছেই রোগী আসতে থাকলো। গল্পটি এ জন্য বললাম, মানব দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণ চিত্র যদি চিকিৎসকের জানা না তাকে, তাহলে সঠিক চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং চিকিৎসার প্রয়োজনে মানবদেহ নিয়ে গবেষণা করা দোষের কিছু নয়।

মরণোত্তর চক্ষু দান

প্রশ্ন ঃ মরণোত্তর চক্ষু দান কি শরীয়তে জায়েয আছে?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নটি নিয়ে ইসলামী গবেষকগণ গবেষণা করছেন, এখন পর্যন্ত তাঁরা ঐকমত্যে পৌছতে পারেননি। জীবন বাঁচানোর জন্য একজনের রক্ত আরেকজনকে দেয়া জায়েয আছে। কিডনীও প্রয়োজনে দিতে পারে। কিন্তু চোখ, হার্ট বা দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেয়ার প্রশ্ন আসে মৃত্যুর পর মুহূর্তেই। মরণোত্তর চক্ষুদান করলে ইন্তেকাল হওয়ার সাথে সাথে মৃতদেহ থেকে চোখ তুলে নিয়ে চোখ থেকে রোটিনা ও কর্ণিয়া সংগ্রহ করা হবে। ইসলামী গবেষকগণ দেখছেন, এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট করে কোনো কিছুই বলা হয়নি। তবে গবেষকগণ বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কারণ একজন মানুষের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তার দেহ থেকে কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই–এ সম্পর্কে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে। একজন সাহাবীর ইন্তেকাল হওয়ার পরে দেখা গেলো, তাঁর হাতের নখ, গোঁফ ও মাথার চুল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ লম্বা। অন্য একজন সাহাবী আল্লাহর রাসূলের কাছে আবেদন করলেন যে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে তাঁর নখ, গোঁফ ও চুল ছোটো করে দেই।' আল্লাহর রাসূল বললেন, 'না, এখন আর ছোটো করার সুযোগ নেই। কারণ সে আল্লাহ তা'য়ালার জিম্মায়

চলে গিয়েছে। যেভাবে সে ইন্তেকাল করেছে, ঠিক সেইভাবেই তাকে আল্লাহর দরবারে উঠানো হবে–এর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।' মানুষ যখন ইন্তেকাল করে তখন তার সম্পূর্ণ শরীরই মহান আল্লাহর হাওলা হয়ে যায়। এখন একজন মানুষ মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে গেলো, 'মৃত্যুর পরে আমার চোখ দান করবে অমুক প্রতিষ্ঠানে, হার্টের ভাল্ব দান করবে অমুক প্রতিষ্ঠানে, এভাবে করে আমার দেহের এই এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অমুক অমুক প্রতিষ্ঠানে দান করে দেবে, তারা তা মানব কল্যাণে কাজে লাগাবে।'

এভাবে কেউ যদি অসিয়ত করে যায় আর সেই লোকটি মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হয়েছে, এই সংবাদ যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাবে, তখন একদল লোক নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতিসহ মুমূর্ষ লোকটির পাশে এসে লোকটি কখন ইন্তেকাল করবে–সেই অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকবে। এখন একটি বাস্তব বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন, একজন লোক ইন্তেকাল করছে বা ইন্তেকাল করেছে। লোকটির মাতা-পিতা, স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন বুকফাটা আর্তনাদ করছে একদিকে, অপরদিকে আরেকদল লোক লোকটির দেহ নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে, লোকটির দেহ তাঁর আপনজনদের চোখের সামনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছে, এই অবস্থা কি তার আপনজন বরদাশ্ত করবে? আর লোকটির দেহ থেকে যদি সবকিছু বিচ্ছিন্নই করা হয়, তাহলে দাফন-কাফন করা হবে কোন্ জিনিসকে? তবে বিষয়টি যেহেতু মানুষের কল্যাণের সাথে জড়িত, এ জন্য বিষয়টি নিয়ে ইসলামী গবেষকগণ গবেষণা করছেন। আমরা আশা প্রকাশ করছি, এ বিষয়ে আমরা অতিদ্রুত একটি সন্তোষজনক উত্তর পাবো ইন্শাআল্লাহ্।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ-মানব ক্লোনিং

প্রশ্ন : জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কি এবং কোন্ অবস্থায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা জায়েজ?

উত্তর : ভোগ-বিলাসের পথে সন্তান বাধা হয়ে দাঁড়াবে, দেহের সৌন্দর্যহানী ঘটবে অথবা দারিদ্রতা আসবে এ ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ধন-সম্পদের কোনো অভাব নেই, দেহের সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্য এবং জীবন-যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার জন্য একশ্রেণীর মানুষ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। ছোট্ট বাচ্চা থাকলে ক্লাব, পার্ক বা পার্টিতে গিয়ে আনন্দ উল্লাস করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়, বাচ্চাকে দুধ পান করানো একটা অস্বস্তিকর বিষয়, এসব কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণ হারাম। মা যদি এমন কোনো দূরারোগ্য আক্রান্ত হয়, প্রসবকালীন যদি তার জীবন হুমকির মধ্যে পড়বে বলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আশঙ্কা প্রকাশ করেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকা

অবস্থায় পুনরায় গর্ভসঞ্চার হলে শিশু ও মা উভয়েরই ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে তাহলে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সাময়িক সময়ের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বাচ্চা হওয়া বন্ধ করতে ইচ্ছুক

প্রশ্ন ঃ চারটা বাচ্চাকে লালন-পালন করাই ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন বাচ্চা হওয়া বন্ধ করার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা কি অন্যায় হবে?

উত্তর ঃ যারা ভবিষ্যতে দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সন্তান জন্মদানে ভয় পায় এবং মনে করে যে, 'আরো অধিক সন্তান হলে জীবন যাত্রার বর্তমান 'মান' রক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং এ জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' তারা আসলে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে রিযিকদাতা হিসাবে বিশ্বাস করে না এবং রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে পারে না। অথচ দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল প্রাণীর রিযিক দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আনআমের ১৫১ নম্বর আয়াতে বলেন–

وَلَاتَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ-نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ-

এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না দারিদ্রতার কারণে, আমিই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও আমিই রিযিক দেবো।

অর্থাৎ বর্তমানে তোমাদের যেমন আমিই রিযিক দিচ্ছি, তোমাদের সন্তান হলে ভবিষ্যতে আমিই তাদের রিযিক দেবো, ভয়ের কোনো কারণ নেই। অভাব-অনটন ঘিরে ধরবে, এই আশঙ্কায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এসব চিন্তা না করে কর্মের ক্ষেত্র বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে পাঠাবেন, তার রিযিকের ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করুন, তিনি অবশ্যই আপনার রিযিক প্রশস্ত করে দেবেন।

সন্তানের ভরণ-পোষণ করতে পারি না

প্রশ্ন ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা ইসলামে হারাম। অপরদিকে অধিক সন্তানের যথাযথভাবে ভরণ-পোষণ করতে পারছি না। এ জন্য কি গোনাহ্গার হতে হবে?

উত্তর ঃ আপনার সামর্থ অনুসারে সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করুন। তবুও দারিদ্রতার ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা থেকে বিরত থাকুন। দারিদ্রতার ভয়ে তথা ভরণ-পোষণের ভয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হারাম।

সাময়িকের জন্য নিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু অথবা মায়ের জীবন যদি হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা কি জায়েয হবে?

উত্তর ঃ ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি এই অভিমত পেশ করে যে, পুনরায় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মাতার জীবন শঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বে বা বর্তমানে যে দুগ্ধপোষ্য শিশু রয়েছে, তারও প্রাণের আশঙ্কা দেখা দেবে। তাহলে সাময়িকের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানব শিশু

প্রশ্ন ঃ ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানুষসহ পশুরও জন্ম দেয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মানব সন্তান জন্ম দেয়া কি ইসলামী শরীয়তে জায়েয হবে? বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচান করলে খুশী হবো।

উত্তর ঃ কোরআন-হাদীস, বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তি ও মানবতা বিরোধী এটা একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে পদ্ধতিতে মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটানোর পদ্ধতি দান করেছেন সেটাই একমাত্র সঠিক পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির বিপরীত যাবতীয় পদ্ধতি মানবতা বিধ্বংসী পদ্ধতি বলে প্রমাণীত হচ্ছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে নিয়ম কার্যকর করেছেন, সেই নিয়মের বিপরীত কোনো নিয়মের অনুসরণ যে কোনো যুগেই মানুষ অবলম্বন করেছে, তখনই তারা ধ্বংসের অতল তলদেশে নিপতীত হয়েছে। বর্তমানেও মানব সভ্যতার তথাকথিত পরিচালকগণ নানা ধরনের অস্বাভাবিক পদ্ধতি আবিষ্কার করে মানব জাতিকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। মহান আল্লাহর দেয়া সম্পদ, শারীরিক শক্তি ও মেধাকে মানব কল্যাণে ব্যবহার না করে মানব জাতিকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে ক্লোনিং পদ্ধতি অন্যতম। ক্লোন পদ্ধতিতে মানবশিশুর জন্মদানের জন্য স্বামী-স্ত্রীর প্রয়োজন নেই, পুরুষ বা নারী যে কোনো একজনের দেহকোষ নারীর গর্ভে স্থাপন করে প্রথমে ভ্রূণ পরবর্তীতে মানবশিশুর বিকাশ ঘটানো হয়। যে ব্যক্তির কোষ নারীর গর্ভে স্থাপন করা হয় সে ব্যক্তিরই ডুপ্লিকেট বা ফটোকপি হবে ঐ ক্লোন মানবশিশু।

বিষয়টি যদি প্রকৃতই সত্য হয়ে থাকে, একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের শুধু চেহারা স্বাস্থ্যেরই সাদৃশ্য ঘটবে না, তার আচার-আচরণ, স্পন্দন তথা নড়চড়া ও তাকানোর ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, কথার ধরন অর্থাৎ যার দেহকোষ দ্বারা ক্লোন করা হবে, তার যাবতীয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ আরেকজন মানুষ তৈরী হবে। ফলে প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করার বিষয়টি হয়ে পড়বে অসম্ভব। স্বামী বাড়ি থেকে বের

হবার পরে তার চেহারার অনুরূপ লোকটি এসে স্বামী পরিচয়ে ঐ নারীকে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করবে। একজন আরেকজনকে ধোকা দেবে। এ ধরনের নানা সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে মানবতা ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবে। ২৫/৩০ বছর পুর্বেই দাবী করা হয়েছিলো যে, ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে মানবশিশু জন্ম দেয়া হয়েছে। এরপর বিষয়টির সততা প্রমাণ করার জন্য কেউ একজন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং আদালতে বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণ হলো।

যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্লোন করা হচ্ছে, সেই প্রতিষ্ঠানটির নাম ক্লোনায়েড, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৭ সনে। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত করে রালিয়ান নামক একটি বিকৃত বিশ্বাসের অনুসারী ধর্মগোষ্ঠী। ইউরোপের হলান্ডের রহস্যময়ী নারী রসায়নবিদ ও বিজ্ঞানী ব্রিজিটি বয়সেলিয়ার বর্তমানে দাবি করেছেন, তারা নাকি এক বা একাধিক ক্লোন মানবশিশু জন্ম দিয়েছেন। ফলে অনিবার্য কারণেই অসংখ্য প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ২৬৭ বার ব্যর্থ হবার পরে ১৯৯৭ সনে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে একটি মেষ শাবক জন্ম দেয়া হয়–যার নাম দেয়া হয়েছে ডলি। একটি পশুর ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে ২৬৭ বার ব্যর্থ হতে হলো আর সবথেকে জটিল মানবশিশুর ক্লোনিংয়ের ক্ষেত্রে একবারও ব্যর্থ না হয়ে সরাসরি সফলতা অর্জন করলো? এটা একটি অবিশ্বাস্য বিষয় বলে বড় বড় বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন এবং অনেকে বিষয়টির সততা প্রমাণ করার জন্য আদালতে কেস্ ঠুকে দিয়েছে। যে মেষ শাবক ডলিকে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে জন্ম দেয়া হয়েছে, সেটি জীবিত ছিলো মাত্র ছয় বছর এবং জীবিত থাকাকালীন মেষ শাবকটি সুস্থ ছিলো না। নানা রোগে সে আক্রান্ত হয়েছিলো এবং অবশেষে কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়েছে। রাশিয়ার অণুজীব বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রধান বলেছেন, 'মানব ক্লোনিংয়ের ফলে জন্ম নেবে একটি দানব সম্প্রদায়ের। ক্লোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করার সময় শতকরা ৯৯% ক্ষেত্রেই বীভৎস শারীরিক বৈকল্য ঘটে থাকে। পশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবজাতকের দেহে বাসা বাঁধে ক্যান্সারের জীবাণু।'

ক্লোনকৃত মানবশিশু বলে যাকে দাবি করা হচ্ছে তার নাম দেয়া হয়েছে ইভ। যার দেহ থেকে কোষ গ্রহণ করে ক্লোন করা হয়, সেই কোষদাতা ও নাবজাতকের কোষ এবং জিন এক থাকে। নবজাতকটি ক্লোন পদ্ধতিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে কিনা সেটি ঐ শিশু এবং কোষদাতার ডুই টেষ্ট করলেই ধরা পড়বে। কতক বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'ক্লোন করে মানবশিশু জন্ম দেয়া হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, শিশুটি প্রকৃতই ক্লোন শিশু কিনা তা প্রমাণ করার জন্য যার দেহ থেকে কোষ গ্রহণ করা হয়েছে, তার ডুই পরীক্ষা করলেই হবে না, কারণ এতেও ভুল থাকতে পারে। এ জন্য ক্লোন করার

গোটা প্রক্রিয়াটি উন্মুক্ত করতে হবে। এরপর বলা যাবে মানব ক্লোন সম্ভব কিনা। কিন্তু যে মিস ব্রিজিটি মানবশিশু ক্লোন করেছেন বলে দাবি করেছেন, তিনি প্রথমে ডুই টেষ্ট করাতে রাজি হলেও পরবর্তীতে এই ক্লোনায়েড গোষ্ঠী পিছু হটেছে। এসব কারণে কতক বিজ্ঞানী মন্তব্য করছেন, 'সম্পূর্ণ বিষয়টি জালিয়াতদের জালিয়াতী এবং ক্লোনিংয়ের নামে রালিয়ান গোষ্ঠী একটি বিরাট আন্তর্জাতিক জালিয়াতিতে নেমেছে। কারণ তাদের কাছ থেকে যারা মানবশিশু ক্লোন করাবে, এর জন্য তাদেরকে দিতে হবে কয়েক লক্ষ ডলার। এভাবে তারা বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতানোর উদ্দেশ্যে মানুষকে ঠকানোর কাজে নেমেছে।' এ জন্য হলান্ড সরকার আইন করে ক্লোনিং নিষিদ্ধ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সও মানব ক্লোনিং আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করার চিন্তা-ভাবনা করছে। এই ক্লোনিং পদ্ধতি একটি অস্বাভাবিক পদ্ধতি বিধায় বিষয়টি শরীয়ত সিদ্ধ নয়।

শবে বারাত-মিলাদ

শবে বারাত ও শবে কদরের গুরুত্ব

প্রশ্ন ঃ শবে বারাত ও শবে কদরের রাতের গুরুত্ব কি একই পর্যায়ের, না এর ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে?

উত্তর ঃ ফার্সী ভাষায় 'শব' অর্থ হলো রাত আর আরবী ভাষায় 'বারাত' অর্থ মুক্তি। 'বারাত' শব্দের আরো বিভিন্ন অর্থ রয়েছে যার প্রয়োগ ক্ষেত্র ভিন্ন। এই আরবী ও ফার্সী শব্দকে একত্রিত করে গঠন করা হয়েছে, 'শবে বারাত' বাংলা ভাষায় যাকে কেউ বলে থাকে, 'সৌভাগ্য রজনী' কেউ বলে থাকে 'মুক্তির রজনী।' ইসলামী শরীয়তে যার কোনোই ভিত্তি নেই। তবে কোনো কোনো হাদীসে 'লাইলাতুন নিস্‌ফে মিন শা'বান বা শা'বান মাসের অর্ধেক রাত' উল্লেখ করে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, গবেষক ও চিন্তাবিদগণ এসব হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীসগুলো দুর্বল ও যয়ীফ। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে বারাত নামক বিশেষ পর্বটির আমদানী করা হয়েছে হিজরী চারশত বছর পরে। এই রাতকে কেন্দ্র করে হালুয়া-রুটি, আলোকসজ্জা, পটকাবাজিসহ যা কিছুই করা হয়, তার কোনটিই ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

লাইলাতুল কদর যা ভারতীয় উপমহাদেশে শবে কদর নামে অভিহিত হয়ে আসছে, এই রাতের বিষয়টি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। এই রাতের মাহাত্ম, সম্মান-মর্যাদা ও গুরুত্ব উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ করেছেন, সে সূরাটির নাম সূরা কদর। আপনারা

অনুগ্রহপূর্বক তাফসীরে সাঈদী-আমপারা, সূরা আল কদর-এর তাফসীর পড়বেন, তাহলে শবে কদর-এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

শবে বরাতে হালুয়া-রুটি

প্রশ্ন ঃ শবে বরাত উপলক্ষ্যে হালুয়া-রুটি বানানোর ব্যাপারে কোরআন, হাদীসের নির্দেশ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ কোরআন ও হাদীসে যেখানে 'শবে বারাত' নামক কোনো অনুষ্ঠানের কথাই উল্লেখ করা হয়নি, সেখানে শবে বারাতের দিনে হালুয়া-রুটি বানানোর বিষয়টিকে অপরিহার্য করে নেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

মিলাদ ঠিক নয়

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলে, মিলাদ মাহফিল করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর ঃ প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে এমন কিছু নিয়ম অনুসরণ করা হয় এবং রাসূলের উদ্দেশ্যে যেভাবে দরুদ পাঠ ও সালাম জানানো হয়, যা সাহাবীদের যুগে, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগে ছিলো না। পরবর্তীতে মিলাদ মাহফিল নামক অনুষ্ঠানের প্রচলন করা হয়েছে। সুতরাং যে ধরনের অনুষ্ঠান কোনো সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন বা পরবর্তী আইয়ামে মুজতাহেদীন দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা সওয়াবের নিয়তে পালন করার কোনো যুক্তি নেই।

মিলাদে রাসূলের রুহ মোবারক

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন যে, মিলাদের সময় যখন দরুদ পাঠ করা হয় তখন আল্লাহর রাসূলের রুহ্ মোবারক সেখানে উপস্থিত হয়। শরীয়তে এ কথার কি কোনো ভিত্তি আছে?

উত্তর ঃ ইসলামে এসব কথার কোনোই ভিত্তি নেই। যাদের সাধারণ জ্ঞান রয়েছে, তাদেরও বুঝা উচিত যে, একই সময়ে যদি দশ, বিশ বা পঞ্চাশ স্থানে মিলাদের নামে যা কিছু একটা করা হয়, তাহলে রাসূলের রুহ্ মোবারক কি পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হয়ে পঞ্চাশ স্থানেই উপস্থিত হবে? জ্ঞানের দৈন্যতার কারণেই এক শ্রেণীর লোকজন এসব কথা বলে থাকে। ইসলামে যেখানে মিলাদেরই কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে মিলাদ অনুষ্ঠানে রাসূলের রুহ্ মোবারক উপস্থিত হওয়ার ধারণা প্রচার করে এক শ্রেণীর বিদআত পন্থী লোকজন মুসলিম সমাজে বিদাআত চালু করার অপচেষ্টা করে থাকে।

কদম বুছি

প্রশ্ন ঃ কদম বুছি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েয?

উত্তর ঃ কদম বুছি তথা সালামের নামে পায়ে হাত দিতে হবে, এই প্রথা ইসলামে নেই। রাসূলের যুগে বা সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এই প্রথা ছিলো না। এই প্রথা পাক-ভারত উপমহাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। আরব দেশসমূহের মুসলমানগণ এই প্রথার সাথে পরিচিত নয়। তারা সম্মানীত-মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ বা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের হাতে, কপালে বা মাথায় চুমো দেয়। চট্টগ্রাম তাফসীর মাহফিলে কা'বা শরীফের ঈমাম এসেছিলেন। সেদিন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন মরহুম সাইয়েদ আব্দুল আহাদ আল মাদানী আওলাদে রাসূল (রাহঃ)। আমি নিজ চোখে দেখলাম, কা'বা শরীফের ঈমাম মঞ্চে আরোহণ করেই তাঁর কপালে ও হাতে চুমো দিলেন। এভাবে কা'বার ঈমাম তাঁকে সম্মান করলেন। সুতরাং কদম বুছির প্রচলিত প্রথা মুসলিম সংস্কৃতিতে অনুমোদিত নয়, এসব প্রথা পরিহার করতে হবে। সম্মানীত ও বয়োজ্যোষ্ঠ লোকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হলে তাদের হাতে বা কপালে চুমো দেয়া যায়।

পায়ে হাত দিয়ে সালাম

প্রশ্ন ঃ আমার শ্বশুর বাড়ির লোকদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম না করলে তারা এটাকে আমার অহঙ্কার বা বেআদবী মনে করে। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি?

উত্তর ঃ সালামের নামে পায়ে হাত দেয়ার বিষয়টি এদেশের মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে হিন্দুদের মাধ্যমে–এটা ইসলামী প্রথা নয়। এই বিষয়টি আপনি শ্বশুর বাড়ির লোকদেরকে বুঝিয়ে বলুন। কদম বুছি তথা সালামের নামে পায়ে হাত দেয়ার পরিবর্তে মুখে আস্সালামু আলাইকুম বলে দোয়া করার প্রথা চালু করুন।

মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে

১
খন্ড

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী